আকার ইঙ্গিত

শ্রীঅমরচন্দ্র দত্ত প্রণীত।

১৩২৩

মূল্য ১৲ এক টাকা

কলিকাতা

৩৭ নং মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীট স্বর্ণপ্রেসে
শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ দে কর্ত্তৃক মুদ্রিত
এবং
ময়মনসিংহ—ব্রাহ্মপল্লী হইতে গ্রন্থকার কর্ত্তৃক
প্রকাশিত

ভূমিকা।

সময়ে সময়ে সাপ্তাহিক এবং সাময়িক পত্রে আমার যে সকল প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে তৎসমুদয়ের কতিপয় প্রবন্ধ এই পুস্তকে সন্নিবিষ্ট হইল

ময়মনসিংহ,
৩রা আগষ্ট, ১৯১৬। } শ্রীঅমরচন্দ্র দত্ত

সূচী।

আকার ইঙ্গিত।

মিলন

সে দিন ময়মনসিংহ ছাত্র সভার পঞ্চম বার্ষিক উৎসব সম্পন্ন হইয়া গেল। উৎসব গৃহ পুষ্পপত্রে আলোকমালায় সুশোভিত হইয়াছিল। বালকদিগের স্ফূর্ত্তি, দর্শকদিগের কৌতূহল ব্যঞ্জক মুখশ্রী, শত ধারায় আনন্দ স্রোত ঢালিয়া দিয়াছিল।

দেখিতে দেখিতে কালের যবনিকার ন্যায় একখানি আবরণ উন্মুক্ত হইল। ভারতের ভবিষ্যৎ ছায়া যেন কায়া গ্রহণ করিয়া সম্মুখে উপস্থিত। দক্ষিণে চারিটী বালক পীতবর্ণ বৈজয়ন্তী হস্তে গাইতেছে

আহা মরি কিবা সুশোভন,
সবে মিলে একাসনে যেন এক প্রাণ মন
পলাইল দুঃখ ঘোর আঁধার ফুটিল বিমল হাসি সুখ চন্দ্রমার
একতা সরসে হাসিছে হরষে, আজি আশা-কুমুদকানন
ভুলি পরভাব মিলিছে কেমন, ইহুদী পারসী শিখ য়ুনানী মুসলমান,
বঙ্গবাসী সনে, পরাণে পরাণে, মিশিয়াছে রাজপুতগণ।

বামে অর্দ্ধ বলয়াকারে ইহুদী, পারসী, শিখ, য়ুনানী, মুসলমান, বাঙ্গালী এবং রাজপুত লোহিত বৈজয়ন্তী হস্তে দণ্ডায়মান। মধ্যস্থলে লতা মণ্ডপে বসিয়া একটী গৌরবর্ণ বালক হারমোনিয়ম বাজাইতেছে হারমোনিয়মের

সম্মুখে চিত্রাপিত সিংহ ও মেষ সঙ্কেতে চক্ষু সঞ্চালন করিতেছে। উপরে আলোক অক্ষরে লিখিত Harmony is strength, United we stand, জ্বলিতেছে। এই সমস্ত দৃশ্যগুলি অনন্ত-সাগরে ভাসমান সামান্য জলবিম্বের ন্যায়, পঞ্চবিংশতি কোটি ভারতবাসীর ভাব সম্মিলনের আদর্শ দৃশ্য। দক্ষিণের বালক চতুষ্টয় উপরোক্ত সঙ্গীত সমাপ্ত করিল। ইঙ্গিতমাত্রে সৈনিকগণ বিদ্যুদ্বেগে জয় ভারতের জয় গাইতে গাইতে চলিয়া গেল। বলয়াকার ভঙ্গিয় ভারতীয় জাতির সম্মিলন সঙ্গে রেখাকারে তেমনি গাইতে গাইতে অন্তর্হিত হইল।

সঙ্গীতে যেমন ষড়্জ, ঋষভ, গান্ধার, মধ্যম, পঞ্চম, ধৈবত নিখাদ, সপ্তস্বর আছে, মানব প্রকৃতিও তেমতি সপ্তস্বরে বাঁধা। মনুষ্য কখনও ষড়জে, কখনও পঞ্চমে, কখনও নিখাদে সংসারের কার্য্য করিতেছে। এত বিভিন্ন প্রকৃতির লোকের মিলন মন্ত্র কি? মিলন মন্ত্র Harmony হারমোনি। যন্ত্র তখন বাজে ভাল, যখন যন্ত্রে হারমোনি থাকে। মানবজাতি তখন দেখায় ভাল, যখন তাহাতে একতা বাঁধে। বিচ্ছিন্ন জাতিকে সেই ব্যক্তি একত্রিত করিতে পারেন, এক উদ্দেশ্যে একাসনে বসাইতে পারেন, যিনি মানব প্রকৃতিতে হারমোনিয়ম বাজাইতে জানেন। তিনি জানেন সা মোটা স্বর, নি চিকণ স্বর কিন্তু সা এবং নি দুই পার্শ্বে থাকিয়া রি, গা, মা, পা ধার হারমোনি রক্ষা করে। এই হারমোনি কখনও তারায়, কখনও উদারায় কখনও বা মুদারায় সঙ্গত হয়। যিনি এই হারমোনিয়মের বাদক তাঁহার অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ আর কেহ নাই। অবনিয়ম্ তাঁহার অনুচর; ডেভিড তাঁহার দ্বারে চিরবন্দী। জাতীয় মহানির্ম্মাণ রত্নের মূল সূত্র ইঁহারই হস্তে। এই ঐকতানে যমুনার জল উজান বহিতে পারে, মৃগ মীন দৌড়িয়া নিকটস্থ হয়, এই শক্তিতে পাষাণ গলে, পশু পক্ষী এই মন্ত্রে মুগ্ধ। ইহার প্রসাদে জাতিতে জাতিতে সম্মিলন; সিংহ মেষ

হিংসা দ্বেষ ছাড়িয়া একই ব্রতে ব্রতী। এই ঐকতান সঙ্গীতের লয়ে জাতীয় জীবনের আরম্ভ ইহার তান মূর্চ্ছনায় জাতীয় উন্নতির পরিচয়। ইহার গমক গিটকিরীতে জাতীয় শক্তির পূর্ণ প্রকাশ ছাত্রসভায় যে দৃশ্য দেখিয়াছি তাহার ফল আশু নহে, ভবিষ্যৎকালে সুফলা প্রসূ ইচ্ছা করি, বিচ্ছিন্ন ভারতীয় জাতিতে এই ভাবে একতার সৃষ্টি হউক, শত জীবনের স্রোত মিলন মধ্যে চলিয়া যাউক

ভারতমিহির—২রা চৈত্র, ১২৮৮

জাতীয় মহাসঙ্গীত

সঙ্গীতে সবাই তুষ্ট সঙ্গীতে, শমনও অর্ফিয়সের প্রার্থনা গ্রাহ্য করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন বৃন্দাবনে গোঁসাই হরিদাস সঙ্গীত করিবা মাত্র চকিতচঞ্চল পক্ষীজাতি ঝাঁকে ঝাঁকে উড়িয়া তাঁহার শরীরে চিরপরিচিত বন্ধুর ন্যায় উপবেশন করিত। ইতর জন্তু অবধি সংগীতে মুগ্ধ মানুষের কথা লিখিব কি, তুমি সেকেন্দর সাহই হও, আর নেপোলিয়ানই হও, তুমি নাদীর সাহই হও, আর নীরোই হও, তোমার পাষাণহৃদয় সঙ্গীতে পুলোকিত হইবেই হইবে মনুষ্য মাত্রেই সঙ্গীতে প্রফুল্ল হয়; কিন্তু সকলে সঙ্গীত বুঝিতে পারে না। যদিই বা সঙ্গীত বুঝিল, জাতীয় সঙ্গীত বুঝিয়া উঠা কঠিন তাহার পর যদিই বা জাতীয়-সঙ্গীত বোধগম্য হইল, জাতীয় মহাসঙ্গীতের মাহাত্ম্য এবং আবির্ভূতমূর্ত্তি হৃদয়ঙ্গম করা ততোধিক কঠিন ব্যাপার এই প্রস্তাবে আমরা সাধারণ ভাবে সঙ্গীত এবং জাতীয়সঙ্গীতের কথা উল্লেখ করিয়া বিশেষভাবে জাতীয়মহাসঙ্গীতের আলোচনা করিব।

এ বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড ভাষাময় ভাষা কখনও নীরব কখনও সরব নীরব প্রাকৃতিক ভাষা ভাবে পরিপূর্ণ আকার ইঙ্গিত তাহার মালা সরব ভাষা শব্দময়ী, শব্দ স্বরময় চন্দ্র, সূর্য্য, গ্রহ, নক্ষত্র, গিরি, নদী বৃক্ষলতা, ফল, পুষ্প, ঋতুর পরিবর্ত্তন, জ্যোতিষ্কের পরিভ্রমণ, সাগরের তরঙ্গলীলা, বৃক্ষের নব পত্রসমাগম সমস্তই ত্রিভুবনপতির প্রাকৃতিক সঙ্গীতের ইঙ্গিত মাত্র তানলয়বিশুদ্ধ শব্দই সঙ্গীত সঙ্গীত রাগ-রাগিণী সমন্বিত নাভি, কণ্ঠ, তালু তিন গ্রামে ইহার অধিষ্ঠান মন্দির সা, ঋ, গা, মা, পা, ধা, নি—সপ্ত স্বর ইহার আরোহণার্থ সোপানাবলী বেণু, বীণা, বাহুলীনে কণ্ঠ সঙ্গীতের অনুকরণ হইয়া থাকে তান লয় রক্ষার্থ বাদ্য যন্ত্রের প্রয়োজন সঙ্গীত একাকী বা বহুজনে গীত করিতে পারা যায় স্বর যতদূর যায় ততদূর ইহার শক্তি। স্বরে ইহার আরম্ভ, স্বরেই ইহার শেষ গমক, গিটকিরী স্বরেরই আরোহণ, অবরোহণ একজন বা দুইজনের সুখ দুঃখ, শোক তাপ, বিরহ মিলন সঙ্গীতের বিষয়—সুতরাং দুই চারিজন বা শতজন শ্রোতার উপর ইহার অধিকার এ সঙ্গীতের উদ্দেশ্য মনোরঞ্জন।

জাতীয় সঙ্গীত একজন বা দুইজনে গীত করা যায় বটে ; কিন্তু এক জন বা দুই জনের ভাব ইহার বিষয় নহে জাতীয় শোক, তাপ, সুখ, দুঃখ, বিরহ, মিলন জাতীয়সঙ্গীতের উপাদান সাধারণ সঙ্গীতে ভাষা এবং ভাব আবশ্যক, জাতীয়সঙ্গীতেও ভাষা এবং ভাব আবশ্যক কিন্তু জাতীয়সঙ্গীতে ভাবের প্রাধান্য না থাকিলে, তাহার কোন মাহাত্ম্য থাকে না যে স্থানে শত হৃদয়ের ছিন্ন যন্ত্রে তন্ত্রী বদ্ধ করিতে হইবে, শত প্রাণে একই প্রবাহিণী প্রবাহিত করিতে হইবে, যে স্থানে জাতীয় মানস কাননে যুগপৎ একই পুষ্প প্রস্ফুটিত করিতে হইবে, সে স্থানে ভাষা দৌতকার্য্য করিতে পারে বটে, কিন্তু ভাব না থাকিলে হারমোনি অথবা

মিলন অসম্ভব সঙ্গীতের সাধারণ উদ্দেশ্য মনোরঞ্জন জাতীয়সঙ্গীতের উদ্দেশ্য একতা সংস্থাপন একতা এবং হার্‌মোনি একই কথা ভাব উভয়েরই প্রাণ অভাবেই ভাবের উৎপত্তি জাতীয়সঙ্গীত জাতীয় অভাবের সময়েই সমধিক স্ফূর্ত্তি পাইয়া থাকে। অভাবে না পড়িয়া কে কোথায় মর্ম্মস্পর্শী ভাবময় সঙ্গীত লিখিয়াছে? "কোথায় আনিলে আমায়", "তোমরা সব ফিরে যাও ভাই তিস্থুরে", "নির্ম্মল সলিলে বহিছ সদা", "বন্দে মাতরং" প্রভৃতি বাঙ্গয় সঙ্গীতাবতার ইহার চূড়ান্ত প্রমাণ

সম্প্রতি শিক্ষার প্রভাবে জাতীয় অভাবের প্রতি আমাদের দৃষ্টি পড়িয়াছে। আমরা জাতীয় সঙ্গীত গাইতে আরম্ভ করিয়াছি। তান সেন, ব্রজ বাওরা, হরিদাস প্রভৃতি ইহার ত্রিসীমায় ছিলেন না। থাকি বার কোন কারণও ছিল না পতিত ভারতসন্তানকে উদ্ধার করিতে জাতীয়সঙ্গীতের পুণ্য গঙ্গা প্রবাহিত করা কর্ত্তব্য ইহা বুঝাইবার জন্য তখন একটী ভগীরথও জন্মগ্রহণ করেন নাই রাজস্থানে চাঁদ কবি জাতীয়সঙ্গীত গাহিয়াছিলেন, রাজস্থান তাঁহার নিকট ঋণী সম্প্রতি এ দেশে যুবকহৃদয়ে জাতীয়সঙ্গীত এক অভিনব জীবন ঢালিয়া দিয়াছে। এক ভাষায় গীত জাতীয়সঙ্গীত, সেই ভাষায় অনভিজ্ঞ লোকের মনে কোনই কার্য্য করিতে পারে না "বন্দে মাতরং" শতবার গাইলেও একজন ফরাসী তাহার কি বুঝিবে? বাঙ্গালির কানে ফরাসীর "আ লামার্সেজ" নিষ্ফল ও নিরর্থক

সঙ্গীত, জাতীয়সঙ্গীত এই জাতীয়মহাসঙ্গীত সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। ইহার বিশেষ উদ্দেশ্য জাতীয় উন্নতি। মনোরঞ্জন ও একতা ইহার সহায়। জাতীয়মহাসঙ্গীত মনোরঞ্জন, একতা এবং উন্নতির সাগরসঙ্গম অথবা ইহা একতার নিগূঢ় পরীক্ষা ইহার উচ্চারণ যন্ত্র স্বতন্ত্র, ইহার তান

লয় বক্ষার্থ বাদ্যযন্ত্র পৃথক জাতীয় মহাসঙ্গীত বুঝিবার সময় আজিও সম্পূর্ণ উপস্থিত হয় নাই, বুঝাইবার সময় কথঞ্চিৎ উপস্থিত হইয়াছে পাঁচ বৎসর পূর্ব্বে হইলে এ প্রস্তাবের অবতারণাই ব্যর্থ হইত কেবল ভাষায় ইহার রচনা হয় না, কেবল ভাবেও ইহা স্ফূর্ত্তি পায় না ক্রিয়ায় ইহার পূর্ণ প্রকাশ প্রাকৃতিক ভাষা ইহার উজ্জ্বল পরিচ্ছদ। ইহা চৈতন্যময়ী অবতীর্ণা মহাশক্তি ভাষায় আমরা ইহা তেমন করিয়া বুঝাইতে পারিব না। ইহা অনন্তের অনুরূপ, অনন্ত কণ্ঠে নিনাদিত Vox Populi Vox Dei। অনন্তের অনুরূপ হইলেও অনুভবের অতীত নহে আমরা উদাহরণে ইহা বুঝাইতে চেষ্টা করিব এক দিন শাক্যসিংহ জাতীয় মহাসঙ্গীতের প্রথম তান ধরিয়াছিলেন বৃন্দাবনে হরিদাসের সঙ্গীতে মুগ্ধ পক্ষীর ন্যায় চতুর্দ্দিক হইতে মানবমণ্ডলী আসিয়া তাঁহার সঙ্গে কণ্ঠ মিলাইল গুরু শিষ্য মিলিয়া ভাবে ভাষায় এবং ক্রিয়ায় জগৎবাসীকে যাহা শুনাইল, তাহা সদয় জাতীয়মহাসঙ্গীত ইহার গমক গিটকিরী এক দেশ হইতে অন্য দেশে চলিয়া গেল ইহার প্রভাবে ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের দুর্ভেদ্য দুর্গ ভাঙ্গিয়া পড়িল। ঈশার শিষ্যেরা জাতীয় মহাসঙ্গীতের মূলমন্ত্রে দীক্ষিত। ভারতবর্ষ ইহাঁদের অধিকারে ইহারই মাহাত্ম্য। লুথর, মহম্মদ, চৈতন্য, নেপোলিয়ন, ওয়াসিংটন, রাবেন্জি, মেটসিনী এক একটী অভিনব জাতীয়মহাসঙ্গীতের অধ্যাপক বৌদ্ধ, বৈষ্ণব, মুসলমান, খ্রীষ্টান ধর্ম্মের অজেয় জাতীয়মহাসঙ্গীত, কখন দীপক, কখন মেঘ, কখনও বা নটনারায়ণ রাগে গীত হইয়াছে বৈষ্ণব ধর্ম্ম মেঘ রাগ, বড় বর্ষা, বড় প্রেমের বন্যা মুসলমানধর্ম্ম রাগে নটনারায়ণ—যুদ্ধ প্রধান বৌদ্ধধর্ম্মে দীপক এবং মেঘ আধুনিক খ্রীষ্টধর্ম্মে তিন রাগই মূর্ত্তিমান ভারত যুদ্ধ, ফরাসী-বিপ্লব, রুষ-তুরস্ক-যুদ্ধ—যুদ্ধবিগ্রহ মাত্রেই নটনারায়ণ রাগের অধিকার জাতীয়মহা-

সঙ্গীতের বলে রাজা জন্ ম্যাগনা চার্টা স্বাক্ষর করিতে বাধ্য হইলেন; বীর শ্রেষ্ঠ নেপোলিয়ন সেণ্ট্ হেলেনায় বন্দী। সে দিন বসনিয়া, হর্জিগোভিনা মেঘরাগে সঙ্গীত গাইল। বিধাতা কল্যাণ বর্ষণ করিলেন। কোটি কণ্ঠের কোলাহল, কোটি কোটি হৃদয়ের ভাব স্রোত কোটি বাহুর বজ্রবল কাহার সাধ্য উপেক্ষা করিতে পারে? জিমূতবাহন বজ্রপাণি ইন্দ্রও ইহার নিকট অবনত।

ভারতবর্ষে জাতীয়সঙ্গীতের অনুশীলনে জাতীয়মহাসঙ্গীত আরম্ভ হইয়াছে। দিন দিন জাতীয় সাহিত্য এবং জাতীয় সংবাদপত্রের বহুল প্রচারে ইহার বিকাশ হইতেছে। সভাসমিতি ইহার বিহারস্থল ভূমি, সংবাদপত্র ইহার সুবৃহৎ দুন্দুভি। জাতীয় ভাব ভারতবাসীর মনে স্থান পাইয়াছে। যাই সিবিলসার্ব্বিস্ এবং প্রেস্অ্যাক্ট আন্দোলন ভারতবাসীর হৃদ্ যন্ত্র যুগপৎ সন্তাড়িত করিল অমনি জাতীয় মহাসঙ্গীত আরম্ভ হইল। ভারতবাসী, সাধারণের বাগযন্ত্র বাবু লালমোহনকণ্ঠে ইংলণ্ডে এ সঙ্গীতের প্রতিধ্বনি করিলেন। ইংলণ্ড তাহা না শুনিয়া পারিলেন না। সে দিন মহাত্মা রীপণের আত্মশাসনপ্রণালী প্রতিষ্ঠায় প্রসন্ন হইয়া সমগ্র ভারত বাসী সমতানে গ্রামে নগরে ভাষা ভাব ও ক্রিয়ায় যাহা শব্দিত করিল, তাহা জাতীয়মহাসঙ্গীতের দ্বিতীয় অভিনয়। কোন দেশনায়কের জন্য শোকপ্রকাশে যাহা গীত হয় তাহাতে নগরের পর নগর, দেশের পর দেশ কম্পিত হইয়া উঠে, এক ভাষা অপর ভাষার সঙ্গে মিশিয়া জাতীয় মহাসঙ্গীতের দেবভাষা সৃষ্টি করে। পিতৃশোকে মাতৃশোক উথলিয়া উঠে, পঁচিশকোটি কণ্ঠে সকলে মা মা বলিয়া শোকসঙ্গীত গাহিয়া থাকে। সিবিলসার্ব্বিসের জন্য সঙ্গীত উঠিল, ইহা শক্তির প্রাতরুদ্বোধন—রাগিণী ভৈরবী। আত্মশাসনে সন্তোষ সঙ্গীত—ইহা রাগ বসন্ত। জননায়কগণের অভাব-জন্য শোকসঙ্গীত, প্রকারান্তরে জন্মভূমির

জন্য শোকসঙ্গীত—ইহা রাগিণী জয়জয়ন্তী। এ তিনই একতার নিগূঢ় পরীক্ষা উন্নতির পরিস্ফুট চিহ্ন, ভাবের সাগরসঙ্গম

জাতীয় মহাসঙ্গীতে বীণ, বাঁশরী, মৃদঙ্গ, মন্দিরা, খোল, করতালের কোন প্রয়োজন নাই ভাবপূর্ণ মানব হৃদয়ই এখানে যন্ত্র। মনুষ্য মৃদঙ্গ ভাঙ্গিয়া অঙ্গতাড়নে এই সঙ্গীতের তান লয় রক্ষা করে। মানব সমাজ বাহুলীন ভগ্ন করিয়া স্বীয় বাহুতে স্বর উত্তোলন করে জাতীয় সৈন্যের প্রতিপদবিক্ষেপে, লৌহকারের প্রতি আঘাতে—প্রতি অগ্নি স্ফুলিঙ্গ নির্গমে, বাষ্পীয় শকটের ঘনঘোররবে ইহার সমতাল রক্ষিত হয় নদী, তরঙ্গে বাষ্পীয়-যান চক্রতাড়নে, জল-তরঙ্গের ধ্বনি তুলিয়া একতায় উন্নতি, উন্নতিতে জাতীয় মনোরঞ্জন মিশাইয়া দেয় এ সঙ্গীতে শরীর অবধি কোলাহলময় হইয়া উঠে। এ "বন্দে মাতরং' কোটিকণ্ঠে ব্যোম-ভেদী, এ মহাসঙ্গীতে বুঝিতে ইংরেজ ফরাসী সমান অধিকারী, ইহারও সোম ফাক আছে জাতীয় মহাসঙ্গীতে সোম, ফাক না বুঝিয়া যাহারা যোগ দান করে, তাহারা কেবল হট্টগোলকারী—হার্‌মোনি অথবা মিলনের বিরোধী, সমাজের কর্ম্মকণ্টক যাঁহারা জাতীয় মহাসঙ্গীতে সিদ্ধি লাভ করেন, তাঁহাদের প্রধান চিহ্ন এই যে, তাঁহারা অবধি সঙ্গীতে পরিণত হইয়া যান। তাঁহাদের হৃদয় মন সঙ্গীতপূর্ণ, চক্ষু সঙ্গীত প্রকাশ করে; রসনা সঙ্গীত উদগীর্ণ করে। তাঁহাদের সর্ব্ব শরীর সঙ্গীতময়। চলিতে বলিতে তাঁহারা সঙ্গীত সামান্য সঙ্গীত গাইলেই ফুরাইল, জাতীয় মহাসঙ্গীত গাইলে ফুরায় না, গায় লাগিয়া থাকে। এদেশে ইংরেজ, জাতীয়মহাসঙ্গীত। একটী ইংরেজ দাঁড়াইল, শত জনে তাঁহাকে মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় দর্শন করে ভারতবর্ষে অতি অল্প লোকেই জাতীয় সঙ্গীতে পরিণত হইয়াছেন যাঁহাদিগকে দর্শন করিবামাত্র শত সহস্র জনের হৃদয় একত্রে নৃত্য করে, আনন্দে করতালি দিতে ইচ্ছা হয়, ইঁহারা

তাঁহারা ইহাঁদের নাম করিলে সুখ, কিন্তু নাম করিব না মানব সমাজ, জাতীয় উন্নতির মুখে মূর্ত্তসঙ্গীত, রাগ রাগিণীতে সচল সবল ও জীবন্ত যে জাতিতে ইহার অভিনয় নাই, সে জাতি বস্তুতই মৃতজাতি।

মেঘ মল্লার, দীপক, হাম্বির, গৌরী, নটনারায়ণ, বসন্ত, ললিত, ছয় রাগ ছত্রিশ রাগিণীতে জাতীয়মহাসঙ্গীত গীত হইতে পারে শান্তির সঙ্গে উন্নতি, উন্নতির সঙ্গে শান্তি যাহার উদ্দেশ্য, তাহা দেবসঙ্গীত। বিপ্লব যাহার উদ্দেশ্য, তাহা জাতীয়মহাসঙ্গীব হইতে পারে, কিন্তু তাহা অসুর সঙ্গীত—অত্যাচারের ভিন্ন মূর্ত্তি জাতীয়মহাসঙ্গীত মাত্রেই মহাশক্তি প্রতিষ্ঠার বীজমন্ত্র নিদ্রিত জাতির নিদ্রা ভঙ্গের উগ্র উদ্বোধন

সঞ্জীবনী—২৭শে জ্যৈষ্ঠ, ১২৯০।

পৌরাণিক রহস্য—নং ১।

তিন নীতি।

কিছু দিন হইল আমি এক চিত্রকরের গৃহে উপস্থিত হইয়াছিলাম। চিত্রকর প্রশংসিত, তাঁহার চিত্রাগার মনোহর। পৌরাণিক ও ঐতিহাসিক অনেকগুলি চিত্রে গৃহখানি সুসজ্জিত। গৃহে প্রবেশ করিয়া দেখিলাম, শিল্পী একখানি বিস্তীর্ণ আস্তরণে পৌরাণিক পৃথিবীর চিত্র অঙ্কিত করিতেছেন অনন্ত সহস্র ফণা বিস্তার করিয়া পৃথিবী ধরিয়া আছেন এক প্রকাণ্ড হস্তী স্থির ভাবে অনন্তকে বহন করিতেছেন। বিশাল দেহ দৃঢ়-পৃষ্ঠ এক কূর্ম্ম আপনি আপনাতে মগ্ন থাকিয়া হস্তীর ভার, অনন্তের ভার, পৃথিবীর ভার অম্লান চিত্তে সহ্য করিতেছেন পটে নক্ষত্রমণ্ডল, বায়ুমণ্ডল, জলমণ্ডল দক্ষতার সহিত যথাবৎ অঙ্কিত হইয়াছে চিত্রখানি

প্রশংসার উপযুক্ত, দেশীয় শিল্পীর গুণবত্তার সুস্পষ্ট চিহ্ন ইহাতে মনোবিজ্ঞান ও সমাজদর্শন আছে ইহাতে অপূর্ব্ব কল্পনার যোতকে পটারে ফলাহার লাগিয়াছে

আমার পদশব্দে চিত্রকরের চৈতন্য হইল না, আমি সহসা তাহার নিকটবর্ত্তী হইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম—"ছবি আঁকিতেছেন, ছবিখানা বুঝিয়াছেন ত?" বুদ্ধির উপর আঘাত পড়িয়াছে দেখিয়া তাহার কিঞ্চিৎ চেতনা হইল চিত্রকরের সঙ্গে আমার পরিচয় ছিল চিত্রকর বলিলেন—"পৌরাণিক ছবি, এ আবার বুঝিব কি, অনন্ত, হস্তী এবং কূর্ম্ম পৃষ্ঠে পৃথিবী" উত্তর শুনিয়া মনে করিলাম এ চিত্রকর, না চিনির বলদ। মনে করিলাম এই জন্যই দেশীয় অনেক চিত্রে ভাব থাকে না চিত্র না বুঝিয়া অনুচিত্রের এই ফল বর্ণ সংস্থান চিত্রের গৌরব নহে, ভাবের বিকাশেই ইহার মাহাত্ম্য যাঁহারা দশ দিকের অর্থে দুর্গার দশ হস্ত কল্পনা করিয়াছেন, ত্রিনয়নে ত্রিকাল, 'সিংহে বিক্রম, অসুরে কলুষ, মূষিক-পৃষ্ঠ বাহনে বিজ্ঞান কৌশল, শিবে মঙ্গল, লক্ষ্মী সরস্বতীর বর্ণ পার্থক্যে জ্ঞান ধনের তারতম্য বুঝাইয়াছেন, তাঁহাদের কল্পনায় অনন্ত, হস্তী, কূর্ম্ম কি কেবল জন্তু না ভাবের জীবন্ত অবয়ব? যাঁহারা সঙ্গীতের স্ত্রীপুরুষ কল্পনা করিয়া মূর্ত্তি প্রদান করিয়াছেন, ভাবের অবয়ব প্রদান ভিন্ন যাঁহাদের তৃপ্তি হয় নাই, মনে করিলাম এ অনন্ত, হস্তী, কূর্ম্মও কোন ভাবের অবয়ব হইবে। দিব্যচক্ষে দেখিলাম, পৃথিবী মানবসমাজ বা মানব সংসার, এ অনন্ত—রাজনীতি, হস্তী—সমাজনীতি; কূর্ম্ম, ধর্ম্মনীতির প্রগাঢ়, পরিণত জীবন্ত প্রত্যক্ষ অবতার

অনন্তাদির আনুক্রমিক অবস্থান আমার সম্পাদ্যের প্রমাণ করিবে বর্ব্বর অবস্থাতে মানবমণ্ডলী, ধর্ম্মসমাজ শূন্য, রাজনীতি শূন্য, প্রবৃত্তির উপাসক। ক্রমে মানবের সমাজ আবশ্যক হয় কিন্তু ভিত্তি কোথায়?

ধর্ম্মনীতি না হইলে একদিকে ব্যক্তিগত স্বাতন্ত্র্য, অন্যদিকে সমাজের বন্ধন থাকিতে পারে না ধর্ম্মনীতির প্রতি গভীর অনুরাগের অনুপাতে সমাজের অচ্ছেদ্য দৃঢ়তা হিন্দু ইহা জানিতেন তাই ধর্ম্ম অথবা কূর্ম্ম ভিত্তি হইয়া বসিলেন দশ লইয়াই হউক সহস্র লইয়াই হউক, সমাজসৃষ্টির পূর্ব্বে রাজা নাই প্রথমত দশজনের মিলন, তাহার পর রাজার নিয়োগ ধর্ম্ম যাই ভিত্তি হইয়া আপনার শরীর পাতিয়া দিলেন অমনি বিশাল দেহ সমাজের প্রতিষ্ঠা হইল হিন্দু কূর্ম্ম পৃষ্ঠে হস্তী স্থাপন করিলেন। সমাজ প্রতিষ্ঠার পর রাজনীতির প্রতিষ্ঠা। হস্তী পৃষ্ঠে অনন্ত আরোহণ করিলেন ভূমণ্ডল অথবা মানবমণ্ডলী অনন্তের মস্তকে স্থাপিত হইল কল্পনার কি চমৎকার পরিণতি দেখিতে রাজনীতিই মানবসমাজের সঙ্গে নিকটাবদ্ধ কিন্তু মধ্যে প্রবেশ না করিলে সমাজনীতির জ্ঞান জন্মে না, গভীর তলে না ডুবিলে ধর্ম্মনীতির সঙ্গে সাক্ষাৎ হয় না।

বাইবেলে সর্প সয়তান, পুরাণে অনন্ত রাজনীতির অবতার রাজনীতির ফোঁস ফোঁস গর্জ্জন সর্প ভিন্ন কে প্রকাশ করিবে ? গর্জ্জন— অনন্ত গর্জ্জন। রাজা হইতে মন্ত্রী মন্ত্রী হইতে প্রহরী পর্য্যন্ত রাজশক্তির ভিন্ন ভিন্ন মুণ্ড ভিন্ন ভিন্ন দর্পে গর্জ্জন করিতেছে, ভিন্ন ভিন্ন অবয়বে পৃথিবী শাসন করিতেছে। হাইকোর্টের 'আস্তে চুপ, চুপ আস্তে" ও সেই একই হুঙ্কার কিন্তু লাঙ্গুল একটি ভিন্ন দুইটী নয় স্বয়ং রাজা পদশূন্য, সমাজের জনসাধারণ তাহার নির্ভর স্থান, সর্প সরীসৃপ সর্পের কুণ্ডলী আর রাজনীতির চক্রব্যূহ একই কথা। রাজা রাজভোগ সেবী, সর্প দুগ্ধ কদলীতে সন্তুষ্ট, তবে সময়ে সময়ে ভেক ভক্ষণ রাজশক্তির দুর্নীতি। পদ দৃঢ় বন্ধন করিয়া গোদুগ্ধ পান সর্পের প্রকৃতি, সময়ে সময়ে সবলে সমস্ত ধন রত্ন দোহনও রাজশক্তির প্রকৃতি হইয়া উঠে। সর্প

এবং রাজশক্তি উভয়েই বিষ উদগীর্ণ করিয়া থাকে উৎকট রাজবিধি উহার এক একটী তীব্র বিষনিশ্বাস সর্প এক চর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া অন্য চর্ম্ম ধারণ করে, রাজশক্তিও সময়ে সময়ে গাত্রাবরণ পরিত্যাগ করিয়া থাকে পূর্ব্ব পুরুষদের ভূত ভবিষ্যৎদর্শি কল্পনার নিকট কি আমরা মস্তক অবনত করিব না ?

বিশালদেহ বারণে সমাজনীতি আরোপিত হইয়াছে। চক্ষু ক্ষুদ্র, কর্ণ বৃহৎ সমাজ আপনার বৃহৎ দেহের সর্ব্বাংশ কখনই দেখিতে পায় না কিন্তু স্বীয় প্রশংসা শ্রবণে সর্ব্বদাই বৃহৎকর্ণ। সমাজ সাবধান, হস্তীও সাবধান হস্তীর আহার কদলীবৃক্ষ, অসার সমাজের আহার অসার চিন্তা আমার মনে হয় যখন হিন্দু সমাজ ক্ষুদ্রচক্ষু হইয়া গিয়াছিল, যখন জাতিবর্ণ ভেদে স্বাধীনতা এবং শিক্ষার গৌরব হ্রাস হইয়াছিল, তখনই এই কল্পনা হইয়া থাকিবে ইহাতে সম্ভবতঃ পৌরাণিক সময় যে অতি প্রাচীন সময় নয়, তাহাও প্রমাণিত হইতে পারে হিন্দুসমাজ এক জনের ব্যবস্থার দাস, হস্তীও পরিচালকের অঙ্কুশের নিকট অবনত সমাজ এক সময়ে এক জনের বাধ্য হস্তীর পরিচালক এক সময়ে একটী ভিন্ন দুইটী কোথায় দেখিয়াছ ? কোন ভূমিতে পড়িলে হস্তীর অব্যাহতি নাই, পতিত সমাজের উদ্ধার সুকঠিন হস্তীর দুই দন্তেই শোভা, সমাজ নর নারীতে মনোহর। আসন দন্তী কত সুন্দর। যে সমাজে নর নারীর সমান অধিকার নাই তাহা কুৎসিত বই আর কি ? হস্তীতে সমাজ কল্পিত হইয়া কল্পনার বিড়ম্বনা হয় নাই

অস্ত্রবল যে হিন্দু জাতির কেশ স্পর্শ করিতে পারে নাই, সেই জাতির বিশালদেহ কূর্ম্মরাজ ধর্ম্মনীতির অবতার কূর্ম্ম দৃঢ়পৃষ্ঠ, ধর্ম্মও দৃঢ়পৃষ্ঠ ধৃ ধাতু ধারণ, দৃঢ়ত্ব না থাকিলে কি ধারণ ক্ষমতা জন্মে ? ধর্ম্মনীতি আপনি আপনাতে মগ্ন, কূর্ম্মও আপনি আপনাতে লুকায়িত ধর্ম্মনীতি

যখন স্থলে অথবা কার্য্য ক্ষেত্রে তখন ঊর্দ্ধ দৃষ্টি—ঐশী শক্তিতে শতচক্ষু নদী তীরে দেখ নাই কি, কচ্ছপশ্রেণী ঊর্দ্ধ মুখে চাহিয়া রহিয়াছে কুর্ম্ম এবং ধর্ম্মের সমান সহিষ্ণুতা এখানেও কল্পনার জয় স্বীকার করিতে হইবে

পুরাণে অনন্ত, হস্তী এবং কূর্ম্মের প্রকম্পন ভূমিকম্পের কারণ বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে রাজশক্তির শতমুণ্ডে অশনিপাত, সমাজ শক্তির উপপ্লব, ধর্ম্ম বিপ্লব এক একটী গুরুতর ভূমিকম্প কথিত হইয়াছে ঃ—

কচ্ছপে চলিতে মৃত্যু দুর্ভিক্ষমথ পন্নগে
কুশলং সর্ব্বরাজ্যেষু পৃথিব্যাং চলিতে গজে ।

ধর্ম্ম বিপ্লবের শেষ ফল কুসংস্কারের মৃত্যু বই আর কি? রাজ নৈতিক বিপ্লবে দুর্ভিক্ষ স্পষ্ট পরিণাম সমাজ বিপ্লবে সর্ব্বত্রই কুশল হইয়া থাকে। যতদূর বুঝিতে পারিতেছি অনন্ত, হস্তী, এবং কূর্ম্মের আদি মধ্য শেষ, রাজ, সমাজ ও ধর্ম্ম এই তিন শক্তি অথবা তিন নীতির মূর্ত্তা পরিণতি

সময় দেখিয়া অবস্থা বুঝিয়া প্রাচীন হিন্দু, তিন নীতির মূর্ত্তি স্থির করিয়া গিয়াছেন নব্য চিত্রকর তাহা বর্ণে অঙ্কিত করিতেছেন আমরা এ চিত্র হইতে কি ভাব, কি সার সংগ্রহ করিব? এ চিত্রে শিক্ষা এবং সার সংগ্রহের যথেষ্ট রহিয়াছে। যাঁহারা আজকাল রাজনীতির মুখপাত্র, সমাজ নীতির পরিচালক এবং ধর্ম্মনীতির প্রচারক হইতে ইচ্ছা করেন এবং সর্ব্বোপরি যাঁহারা মানবজাতিকে পৃথিবীতে অনন্ত উন্নতির পথে পরিচালিত করিতে অভিলাষী, তাঁহারা প্রথমতঃ এ চিত্রের প্রতি একবার দৃষ্টি নিক্ষেপ করুন্। নব্যসমাজ রাজনীতি চর্চ্চায় মনোনিবেশ করিয়াছেন। বর্ত্তমান সময়ে তাঁহারা মনে রাখিবেন, সর্পনীতি রাজনীতি

হইবার যোগ্য নয়। শক্তিশাসন নিষ্প্রয়োজন বিরোধ হইতে ধর্ম্ম অধিক বলশালী। গঠিত সমাজের স্থির পৃষ্ঠে ভিন্ন রাজনীতির নিজের স্থান নাই। সমাজনীতিকে ক্ষুদ্রচক্ষু কাবলে চালিবে না। অবস্থা এবং সময় বুঝিয়া উহার নীতির প্রতিষ্ঠা চাই। চক্ষু সুবৃহৎ করিয়া দেখ দেখ, নরনারীতে ভারতবর্ষে পঞ্চবিংশতি কোটী যে কেবল অধিবাসী জন্মভেদে ও বর্ণভেদে গুণের তারতম্য নাই। লোকে বলে যদি হস্তী আপনার দেহ দর্শন করিতে পারিত তবে তাহার বল প্রয়োগের সাহস জন্মিত। আমিও বলি যদি ভারতবর্ষ দেখিতে পাইত "পঞ্চবিংশতি কোটি আমরা" লইয়া এই বিশাল সমাজ, তবে ভয় কি ছিল? সর্ব্বোপরি বর্ত্তমান সময়ের প্রত্যেক লোকের স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য, ধর্ম্মনীতির দৃঢ়পৃষ্ঠ ভিন্ন রাজনীতিই বল, আর সমাজনীতিই বল কিছুই তিষ্ঠিতে পারে না। যিনি বলেন ধর্ম্মনীতিতে জলাঞ্জলি দিয়া রাজনীতির, সমাজনীতির আলোচনা করিব, তিনি ঘোর ভ্রান্ত। তিনি ভিত্তি না গড়িয়া অট্টালিকার ছাদ প্রস্তুত-প্রয়াসীর ন্যায় বদ্ধ বাতুল। কূর্ম্মের প্রকম্পনে মৃত্যু। যদি তুমি ধর্ম্মকে দূরে নিক্ষেপ কর তবে যে, তোমার রাজ, সমাজ, পৃথিবী সবই চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া যাইবে। রাজনীতির অনন্ত ফণা দেখিতে সুন্দর কিন্তু ধরিতে ঔষধ চাই, সে ঔষধ ধর্ম্ম। ধর্ম্মবল ঘটীকা যন্ত্রের স্প্রিংবৎ, সমাজের শরীর ভেদ করিয়া তৎপর রাজনীতির গতি চক্রে শক্তি সঞ্চার করে; মূর্খ যে, সে কেবল রাজনীতির দোলকের পর্য্য পরিবর্ত্তন দেখিতে এবং নিয়মিত টংকার শুনিতে পায়। গভীরদর্শী সর্ব্বমূলে ধর্ম্মকে দেখিয়া বলে "ধর্ম্মই শক্তি, সাধুতাই শক্তি যতোধর্ম্ম স্ততোজয়ঃ"। সে জানে—রাজনীতি এবং সমাজনীতির সমবেত শুষ্ক শক্তি ধর্ম্মনীতির শক্তির নিকট দণ্ডায়মান হইবার ক্ষমতা ধারণ করে না। সে জানে—শত বিকন্‌স্‌ ফিল্‌ড চূর্ণ করিলেও একজন

ঈশ হয় না, সহস্র চাণক্য ও কণাদ এক জন বুদ্ধের সমকক্ষ নহে, লক্ষ মেকিয়াভেলি এক হইলেও যুধিষ্ঠিরের কেশ স্পর্শ করিতে অক্ষম আবার সে জানে ধর্ম্মের অবতার কূর্ম্ম Slow but sure' তুমি আজ অগ্রে দৌড়িয় স্বার্থসিদ্ধির জন্য অপরের ইষ্ট নষ্ট করিয়া অধর্ম্মের দুর্গে আপনার জয়পতাকা উড্ডীন কর ধীরে হউক কিন্তু দৃঢ় পদে ধর্ম্ম অধর্ম্মের বৈজয়ন্তী ছিন্ন করিয়া ফেলিয়া দিবেন

প্রমাণ চাও, সর্ব্বত্র ইহার প্রমাণ পাইবে। বোয়াডেসিয়ার সম্মুখে ড্রুইড ঋষির উচ্চারিত "Rome shall perish", নিনেভা সম্বন্ধে মহর্ষি নেহমের ভবিষ্যৎবাণীর সারসংগ্রহে ধর্ম্ম "Slow but sure" গ্রীসে ফ্রান্সে একই কথা তোমার সামাজিক দ্বন্দ্ব, পারিবারিক কলহে সেই কথা রাজনৈতিক আন্দোলনে ঐ একই ব্রত, একই কথার প্রমাণ পাইবে। রামায়ণ এবং মহাভারত, ইলিয়ড এবং অডিসি "ধর্ম্মস্য সূক্ষ্মাগতি" উদাহরণে পরিপূর্ণ রাবণবংশ এবং কুরুবংশ ধ্বংসে কবি "যতোধর্ম্মস্ততো জয়" মহিমা কীর্ত্তন করিয়াছেন। বর্ত্তমান সময়ে জন ব্রাইট, ন্যায়ের মাহাত্ম্য বজ্র গম্ভীর স্বরে কীর্ত্তন করিতেছেন আজি হউক শত বৎসর পরে হউক তাহা শুনিতেই হইবে ধর্ম্মের চক্ষে শত বৎসর এক মুহূর্ত্ত মাত্র সর্পের গর্জ্জন আছে শুনিতে পাওয়া যায়, হস্তীর বৃংহতি গাছে কর্ণে প্রবেশ করে কূর্ম্মের ধ্বনি নাই, ইনি আপনি আপনাতে মগ্ন অথচ সব শক্তির মূল ইনিই কার্য্য স্রোতের কূলে বসিয়া সতত ঊর্দ্ধদৃষ্টি, ঈশ্বরের কৃপার ভিখারী। অনেক সময় নব্য সমাজের অনেককে এই গভীর তত্ত্বে মূর্খ অথচ রাজনীতি, সমাজনীতির অগ্রণী দেখিয়া আশঙ্কা হয়। কবে এমন দিন আসিবে যে দিন ভারত সন্তান ধর্ম্মে নির্ভর করিয়া সমাজনীতি, রাজনীতির চর্চ্চা করিবেন, কবে সংসার, সমাজ এবং পৃথিবী পরিচালনের জন্য পৌরাণিক রহস্য ভেদ

করিয়া তাঁহারা তিন নীতির পরস্পর সম্পর্কজনিত শক্তি, শক্তিজনিত উন্নতির প্রকৃত অধিকারী হইবেন

সঞ্জীবনী ৩০শে ভাদ্র ১২৯০।

পৌরাণিক রহস্য—নং ২।

জাতীয় অধঃপতন।

আবার সেই চিত্রকর গৃহে ঘন ঘন সে স্থানে কেন যাই তাহার একটী কারণ আছে। সঙ্গীত সহায়ে জাতীয় চরিত্র পরিপুষ্ট হয়। চিত্র চরিত্রগঠনে সামান্য অবলম্বন নহে। রেফেল, মাইকেল এন্জেলো প্রভৃতি চিত্রকরগণ কেবল মনোরঞ্জন করিয়া যান নাই, তাঁহাদের চিত্রনৈপুণ্য লোকচিত্তে অসাধারণ শক্তি ঢালিয়া দিয়াছে ইউরোপের এতদ্রুত জ্ঞান বিকাশের একটী প্রধান কারণ সচিত্র পত্রিকার বহুল প্রচার। মনে করিলাম একজন চিত্রকরকে এই ব্রতে ব্রতী করিতে পারিলে জাতীয় ভাব উদ্দীপক ভাবপূর্ণ চিত্র প্রচারের যথেষ্ট সুবিধা হইবে পৌরাণিক রহস্য ভেদ করিয়া আধুনিক ভাবে পৌরাণিক বিষয় গুলি চিত্রাকারে জনসমাজে উপস্থিত করিতে পারিলে উপকারের সম্ভাবনা আছে চরিত্র সমাজের শক্তি, চিত্র তাহার চিরসখা

আজি চিত্রাগারে প্রবেশ করিয়া দেখিলাম চিত্রকরের হস্তে একখানি বৃহদায়তন চিত্র পুস্তক। তিনি পুস্তকের পত্র ফিরাইতেছেন আর উৎসাহ আনন্দে বিভোর হইতেছেন কখনও বা চিত্র তাঁহাকে গ্রাস করিতেছে, কখনও তিনি চিত্রে ফুরাইয়া যাইতেছেন আমি একটু লজ্জিত হইলাম—সে দিন ইহাঁর সম্বন্ধে কর্কশ কথাটী বলা সঙ্গত হয়

নাই তাঁহার অভিনব পরিবর্ত্তন হইয়াছে কেন হইয়াছে তাহা আমি বলিতে পারি না তিনি আমাকে দেখিবা মাত্র বলিলেন "আমি আর কখন বৃথা চিত্র আঁকিব না, আমোদ কানন' আঁকিয়া আর চিত্রবিদ্যার কলঙ্ক করিব ন যাহাতে আমার হৃদয় নাই তাহাও আমি আঁকিব না হৃদয় না ঢালিয়া বক্তৃতা, না বুঝিয়া চিত্র, আর প্রাণশূন্য পুত্তলিকা তিনই সমান" বলিতে বলিতে চিত্রকর চিত্র পুস্তকের প্রথম পৃষ্ঠা খুলিয়া বলিলেন এই দেখুন।

দেখিলাম উন্মত্ত ঐরাবত পৃষ্ঠ হইতে অবতরণ করিয়া ত্রিলোক অধিপতি ইন্দ্র, সভয়ে করযোড়ে দণ্ডায়মান। এক অপূর্ব্ব পারিজাতমালা হস্তীপদতলে ছিন্ন ভিন্ন হইয়া পড়িয়া আছে প্রভুর দশা দেখিয়া বারণ রাজ স্থিরনিশ্চল ইন্দ্রের সম্মুখে 'শঙ্করস্যাংশঃ অশান্তিসারসর্ব্বস্বঃ' দুর্ব্বাসা। ক্রোধে অভিমানে জটাকলাপ সজারু কণ্টকবৎ দণ্ডায়মান হইয়া ধক্ ধক্ জ্বলিতেছে; উত্তরীয় বিশৃঙ্খল, হস্তসহিত পলাশদণ্ড প্রকম্পিত ভ্রূকুটীকুটিল মুখমণ্ডল, রক্তাকার চক্ষু হইতে জ্যোতিরেখা মদনভস্মে হরকোপানলরেখার ন্যায় নির্গত হইয়াছে। তীক্ষ্ণ তারাকার একটী রেখায় লেখা আছে :—

ঐশ্বর্য্যমত্ত দুষ্টাত্মন্ অতিস্তব্ধোঽসি বাসব।
শ্রিয়োধাম স্রজং যস্ত্বং মদ্দত্তাং নাভিনন্দসি।

অপর রেখায় সূক্ষ্ম অক্ষরে :—

ময়াদত্তামিমাং মালাং যস্মান্ন বহু মন্যসে।
ত্রৈলোক্য শ্রীরতো মূঢ় বিনাশমুপযাস্যতি।

অন্য একটী রেখায় :—

মদ্দত্তা ভবতা যস্মাৎক্ষিপ্তা মালা মহীতলে
তস্মাৎ প্রনষ্টলক্ষ্মীকং ত্রৈলোক্যং তে ভবিষ্যতি

আমি দেখিয়া মনে করিলাম, এত দিনে হৃদয়শূন্য চিত্রের কীর্ত্তিপূর্ণ হইয়াছে, প্রাণ মনের উৎসর্গে চিত্রের প্রাণপ্রতিষ্ঠা হইয়াছে এবং চিত্র চেতনপদার্থ বলিয়া বোধোদয়ের উদাহরণভুক্ত কারণে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সাগরের এক বিন্দুও ক্ষয় হইবার সম্ভাবনা নাই।

তিনি চিত্রপুস্তকের অপরপৃষ্ঠা খুলিলেন দেখিলাম, দুর্ব্বাসার অভিসম্পাত অনুসরণ করিয়া লক্ষ্মী অন্তর্হিতা হইতেছেন, আর "নিঃশ্রীকং ভুবনত্রয়ম্" বৃক্ষে পত্র নাই, নদীতে জল নাই তড়াগ শুষ্ক, কাননে পুষ্প নাই, বীজে শস্য নাই গোপ গোদোহন করিয়া দুগ্ধ পায় নাই বলিয়া হতাশমনে গালে হাত দিয়া বসিয়া আছে চিত্রকর অপর পৃষ্ঠা খুলিলেন, দেখিলাম লক্ষ্মী আরও দূরে অন্তর্হিতা হইয়াছেন দুর্ভিক্ষের দেবতা ধূমাবতী কাকধ্বজরথে অবতীর্ণা, দিবাকালে শিবাগণ লোকালয়ে মিলিত হইয়াছে মনুষ্যকুল ক্ষুধায় তৃষ্ণায় আতুর "নিশ্বরাঃ সকলা লোকা লোভাদ্যুপহতেন্দ্রিয়াঃ" একে অন্যের বস্ত্র হরণ করিয়া ধৃত হইয়াছে। তিনি আর এক পৃষ্ঠ খুলিলেন, দেখিলাম "ন যজ্ঞাঃ সংবর্ত্তন্তে ন তপস্যন্তি তাপসাঃ" হোম অর্চ্চ অনুষ্ঠানে বন্ধ, তাপসেরা তপস্যা ছাড়িয়া শূন্য দৃষ্টিতে গগনপানে তাকাইয়া আছেন। লোক মাত্রেই বল শূন্য। কেহ স্বীয় ধনু ধরিয়া টানিতেছে উঠাইতে পারিতেছে না সন্তান মাতার ক্রোড়ে উঠিবার জন্য চেষ্টা করিতেছে, ক্ষীণকায় জননী তাহাকে ক্রোড়ে তুলিতে পারিতেছেন না চিত্র দেখিয়া যেন আপনাকে জনশূন্য প্রান্তরে নিরাশয় বলিয়া বোধ করিতে লাগিলাম তিনি বলিলেন চিত্রের নিগূঢ় রহস্য ভারতে লক্ষ্মীছাড়া-জাতীয় অধঃপতন

আজ আমি শ্রোতা, চিত্রকর বক্তা চিত্রকর বাগ্মী হইয়াছেন। উভয় বিদ্যার সম্মিলন সম্ভূত উদ্দীপন শক্তি বলে তিনি ব্যাখ্যা

করিতে লাগিলেন—"হিন্দুর কল্পনায় শত সহস্র প্রণিপাত, সহস্র লোচন ইন্দ্র রাজা; ঐ ঐরাবত সমাজ রাজা চিরদিন সমাজপৃষ্ঠে পদ দলিত মাল্যের দলিত পুষ্প—সন্তানক,—ভক্তি আর "শক্রবজ্রাংশঃ" ভীষণ বিদ্যুৎ শক্তি যে শক্তি ঈশ্বর অনুবাধে অক্ষতিস্পর্শ সর্ব্বস্ব যাহার হস্তে অন্যায়ের জন্য শাস্তি বিধান সুনিশ্চিত শত যুধিষ্ঠির, শত অগষ্টস্, শত আকবর, শত আলফ্রেড, পিটর যাহার চরণতলে পড়িয়া গড়াইলেও শাসনের তৌল দণ্ড একটুকুও চঞ্চল হইবে না। সেই শিবশক্তির অবতার দুর্ব্বাসা। শ্রী শক্তির প্রসাদ ভিন্ন ভক্তি অপ্রাপণীয়া; তাই বিদ্যাধরী হস্ত হইতে দুর্ব্বাসা ভক্তি অথবা সন্তানক মালা গ্রহণ করিয়াছিলেন।" চিত্রকর ভাবে সমধিক বিভোর হইয়া বলিতে লাগিলেন- "কুক্ষণে লোকপতি রাজা ভক্তি শক্তিকে তুচ্ছ করিয়া সমাজের মস্তকে ভক্তি সেবার ভার অর্পণ করিলেন, কুক্ষণে তিনি মনে করিলেন, রাজনীতিসেবাকের জন্য ভক্তি নহে, মনে করিলেন, যাহার হস্তে বজ্র, কোমল মাল্যে ভক্তি পুষ্পে তাহার প্রয়োজন নাই। বুঝিলাম, সেই দিন ভারতে লক্ষ্মীর আসন কম্পিত হইয়াছে, সেই দিন জাতীয় অধঃপতনের সূচনা হইল। সূচনা হইল, কিন্তু তখনও পূর্ণ অধঃপতন হয় নাই; কারণ তখন সমাজের মস্তকে ভক্তি, কৈলাস শিখরে জহ্নবীর ন্যায় শোভা পাইতেছিল। মদমত্ত সমাজ যখন আত্মহারা হইয়া মন্দারমালা ভূতলে ফেলিয়া চরণে ছিন্ন করিল তখনই জাতীয় অধঃপতনের একশেষ হইল।"

দেখিলাম, "ভক্তি দলিলেই শক্তির মরণ"—চিত্রকর বৃহদক্ষরে চিত্রের শিরোভাগে লিখিয়া রাখিয়াছেন।

স, ৬ আশ্বিন, ১২৯০।

পৌরাণিক রহস্য—নং ৩।

সমাজ সংস্কার।

ধর্ম্মতলার প্রকাণ্ড পথে পণ্যশালার একটী প্রকাণ্ড অট্টালিকার শুভ্র অঙ্গে দেশীয় বিদেশীয় কতকগুলি বিজ্ঞাপন নানা প্রকার অক্ষরে, চিত্রিত প্রতিকৃতিতে অস্তগামী সূর্য্যালোকে শোভা পাইতেছে। কোথাও বৃহৎ অক্ষরে দেবীকর সেনের আগমন বার্ত্তা, কোথাও বা পশ্চিমের চর্ব্ব ধূলি প্রদানের সংবাদ, কোন স্থানে অপূর্ব্ব চিত্রে চিরেনিসের সুশিক্ষিত অশ্বের ধাবন কৌশল, কোন স্থানে উইল্সনের পিঞ্জরাবদ্ধ সিংহ চতুষ্টয় সহ সিংহপালকের ভয়ানক আলিঙ্গন, কোথাও নাট্যশালার সভঙ্গী বিজ্ঞাপন নিবদ্ধ হইয়াছে। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিজ্ঞাপনের সংখ্যা করা যায় না। বাল্য-বিবাহনিবারিণী, বিধবাবিবাহপ্রচারিণী, সুরাপাননিবারিণী, হিন্দুধর্ম্ম-রক্ষিণী, পশুর প্রতি দয়াপ্রকাশিনী, প্রভৃতি অসংখ্য সভার বিজ্ঞাপন, ক্ষত বিক্ষত দেহে প্রলেপ পট্টিকার মত অট্টালিকাকে ভারত সমাজের প্রতিমূর্ত্তি বলিয়া ভ্রম জন্মাইতেছে। সূর্য্য ডুবিল, গ্যাসালোকে রাজবর্ত্ম আলোকিত হইল। ক্রমে লোকের গমনাগমন হ্রাস পাইতে লাগিল। পণ্যশালার অধিপতি দ্বারে অর্গল আবদ্ধ করিয়া গৃহে যাইবেন এমন সময় কয়েকটী লোক উক্ত অট্টালিকার অঙ্গে উল্লিখিত বিজ্ঞাপনগুলির উপরিভাগে কয়েকখানি বিস্তীর্ণ চিত্রপট নিবদ্ধ করিতে আরম্ভ করিল। অধিপতি প্রথমতঃ ইহাদিগকে বারণ করিলেন, কিন্তু অগ্রসর হইয়া চসমা সজ্জিত চক্ষু ঊর্দ্ধে উঠাইয়া দেখিলেন, চিত্রগুলি অত্যন্ত মনোহর হইয়াছে। তিনি ব্যবসায়ী—জাতিতে ব্রাহ্মণ, মনে করিলেন এই চিত্র দেখিতে অনেক লোক এখানে সমবেত হইবে, সুতরাং দ্রব্যাদি বিক্রয়ের

যথেষ্ট সুবিধা হইবে যখন স্বার্থ রহিয়াছে, তখন তিনি অট্টালিকার অঙ্গক্ষতের কথা বিস্মৃত হইয়া চিত্রের প্রশংসা করিতে করিতে অনুমতি প্রদান করিয়া গৃহে প্রস্থান করিলেন চিত্রপট নির্ব্বিবাদে যথোচিত স্থানে দর্শনানুকূল নিবদ্ধ হইল

পরদিন প্রত্যুষে একটী দুইটী করিয়া অসংখ্য লোক চিত্র দর্শনার্থ সমবেত দেবীকর সেনের হাস্য রসোদ্দীপক মুখভঙ্গী নাই, শ্রীমতী পমিবয় অন্তর্হিতা, অশ্ব সিংহ অদৃশ্য, ইলবার্টবিলনাশিনী, কৌলিন্য প্রথানিবারিণী প্রভৃতি সমস্ত বিজ্ঞাপন আচ্ছাদন করিয়া বিস্তীর্ণ চিত্রপটে ক্ষীরসমুদ্র শোভা পাইতেছে সমুদ্রে নানা ওষধি নিক্ষিপ্ত হইয়াছে সমুদ্রগর্ভে কূর্ম্ম, কূর্ম্মপৃষ্ঠে মন্দর পর্ব্বত বাসুকী মন্দর বেষ্টন করিয়াছে, ক্ষীরসমুদ্রের এক তীরে তাহার শির, অপর তীরে তাহার লাঙ্গুল সহস্র সহস্র অসুর শির ধরিয়া আকর্ষণ করিতেছে, সহস্র সহস্র অমরগণ লাঙ্গুল ধারণ করিয়াছে মন্দর বিঘূর্ণনে সমুদ্র সফেণ, সুর এবং অসুরের মুখে উৎসাহের চিহ্ন জাজল্যমান । চিত্রকরের কি অদ্ভুত বর্ণসমাবেশ ক্ষমতা—সুর এবং অসুরের উৎসাহের তারতম্য বিশদ চিত্রিত হইয়াছে ভাষায় তাহা বর্ণনা করা অসম্ভব সুরগণের উৎসাহ যেন ধনঞ্জয়রথে বিশ্বম্ভর—অটল এবং অচল অসুরের উৎসাহ যেন খধূপ—আকাশে ক্ষণিক উজ্জ্বল দেবতার ধৈর্য্য যেন লাঙ্গুলাবদ্ধ রাবণকে সমুদ্রে নিমজ্জিত রাখিয়া তপস্যানিরত বালী—বলবান এবং একাগ্রচিত্ত অসুরের উৎসাহ যেন সায়াহ্ন-সূর্য্য সুরগণের দৃঢ়তা যেন নাসাগ্রনিবিষ্ট-দৃষ্টি-যোগাসনবদ্ধ মহাদেব—ধীর এবং গম্ভীর দানবের স্থিরতা যেন পত্র-শীর্ষে উজ্জ্বল শিশিরবিন্দু অমরে অসুরে বাসুকী আকর্ষণ করিয়া ক্ষীরসমুদ্র মন্থন করিতেছে। উভয়েরই আশা অমৃত লাভ—নষ্ট লক্ষ্মীর পুনরুদ্ধার—পতিত সমাজের আমূল সংস্কার

অপর চিত্রে ঘর্ষণ মর্ষণে ক্ষীরসমুদ্র হইতে বারুণী দেবী উত্থিত হইতেছেন এই উচ্চৈশ্রবা আকাশপথে চলিয়া যাইতেছে এই কৌস্তুভ মণি, সন্তানক পুষ্প, এই সুধাকর—সুধাকর শিবশিরে এই যিনি অন্তর্হিতা হইয়া জগৎ অন্ধকার করিয়া গিয়াছিলেন, সেই দেবী জগৎলক্ষ্মী আবির্ভূতা,—কাননে পুষ্প প্রস্ফুটিত হইল, বিহঙ্গম সঙ্গীত গাইল, বসুমতী পুনরায় শস্যশালিনী হইলেন দেখিতে দেখিতে ধন্বন্তরি অমৃতভাণ্ড লইয়া উপস্থিত—সুরাসুরমণ্ডলে ভয়ানক কোলাহল উপস্থিত হইল

এখনও মন্থন শেষ হয় নাই, এই তৃতীয় চিত্রে বাসুকী বিষবমন করিতেছেন তার কালকূটের ঘ্রাণ জগতে ব্যাপ্ত হইল—সৃষ্টি অচেতন সৃষ্টি রক্ষার আর উপায় নাই ঐ দেখ একজন ক্ষীরসমুদ্রের তীরে দণ্ডায়মান—বিশ্বপ্রেমে অঙ্গ ঢল ঢল করিতেছে চিরপরিচিত মূর্ত্তি—"যোগী হে তোমায় যেন চিনি চিনি, যেন বা কোথায় দেখেছি তোমারে" তপোবর্দ্ধিত বপু ঈষদানত করিয়া ভোলানাথ গণ্ডূষে গণ্ডূষে বিষপান করিতেছেন এক গণ্ডূষের পর অপর গণ্ডূষ—রজনীর পর প্রভাত এক গণ্ডূষের পর আরও এক গণ্ডূষ—অচৈতন্যের পর চেতনা। মহাদেব আকণ্ঠ পরিমাণ বিষ গণ্ডূষ করিয়া—নরদেহ মহাদেব নীলকণ্ঠ হইলেন, সমস্ত জগৎ চেতনা লাভ করিল—সৃষ্টি রক্ষা পাইল

চতুর্থ চিত্রে এক পংক্তিতে দেবতা, অপর পংক্তিতে অসুর বসিয়াছে মধ্যস্থলে দিঙ্মণ্ডল আলোকিত করিয়া লম্বিতবেণী স্বর্ণকুণ্ডলা, লাবণ্যপ্রতিমা মোহিনী অমৃতভাণ্ড লইয়া দণ্ডায়মানা বহু দানব দেবরূপ ধারণ করিয়া অনুকূলে আসন লইয়াছে অসুর অমর হইবে, ন্যায়ের শাসন স্থির প্রতিষ্ঠিত রাখিবার জন্য দেখিতে দেখিতে সুদর্শন চক্র দেবরূপী রাহুর মস্তকচ্ছেদন করিল, দানবকুলে মহা বিশৃঙ্খলা উপস্থিত সুরা-

সুরে পলায় বৃদ্ধ যুদ্ধ নিপুণতার সহিত চিত্রিত সুরগণের জয়পতাকা নানাবর্ণে চিত্রিত হইয়া অসংখ্য দর্শকের মনোযোগ আকর্ষণ করিতেছে। পতাকায় স্বর্ণরেখায় "সত্যমেব জয়তে" লিখিত রহিয়াছে এই চিত্রে দেবতা অমৃত পান করিয়া অমর হইলেন

চিত্র চতুষ্টয়ের বিষয় এই, রহস্য ভাবিলে মনে স্বতঃই উৎসাহের সঞ্চার হইয়া থাকে সমাজসংস্কারের উপদেশ ইহার অপেক্ষা বিশদ আর কোথায় পাইব? মানব সমাজের চিত্র ইহার অপেক্ষা যথাযথ আর কোথায় মিলিবে? ইতিহাস অন্বেষণ কর, সমাজ সংস্কারে দুই দল আছে দুই দলের আবশ্যকতা আছে। যে সংস্কারক মনে করেন, অন্যায় পক্ষাবলম্বী বিপক্ষেরা নিরস্ত হইলেই আমাদের জয়, তিনি সম্ভবতঃ সংস্কারতত্ত্বের এক অক্ষরও পাঠ করেন নাই এক দিকে অহ্‌মজদ্ অপর দিকে অহ্রিমান একদিকে রক্ষণশীল অপর দিকে উন্নতিশীল—একদিকে আস্তিক অপর দিকে নাস্তিক এক দিকে সয়তান অপর দিকে মিসায়া—এক দিকে বাসুদেব অপর দিকে শকুনি,—একদিকে Necessity এবং Utility অপর দিকে Stern Justice, একদিকে কণাদ অপর দিকে সঞ্জয় একদিকে মেকিয়াভেলি এবং চাণক্য অপর দিকে শরশয্যায় রাজনীতির উপদেষ্টা ভীষ্মদেব পক্ষ দুই—শুক্ল এবং কৃষ্ণ শত্রু শক্তিদাতা পৃথিবী হইতে পুত্তিকা এবং মূষিকবংশ অন্তর্হিত হইলে মানবের অর্দ্ধেক উৎসাহ হ্রাস পাইয়া যাইত যদি তোমার সমস্ত শত্রু দেশ হইতে চলিয়া যায়, যদি তুমি বীর হও, তবে তুমি তাহাদের জন্য না কাঁদিয়া পারিবে না পুরাণকার সমাজতত্ত্বে পণ্ডিত ছিলেন, তাই সৎ ও অসৎ দেবতা ■ অসুরে আরোপ করিয়াছেন। ক্ষীরসমুদ্র সমাজ, মন্দর ন্যায়দণ্ড—কূর্ম্ম ধর্ম্ম, বাসুকী ইচ্ছা রজ্জু ইহার এক দিকে বিষ, অপর দিকে অমৃত সৃষ্টি কৌশলে চিরকাল অসতেরা বিষ-বুদ্ধি

বা ইচ্ছার আশ্রয় গ্রহণ করে, গ্রহণ করিয়া শেষে ক্লান্ত হয় এবং দেবতার উপর ঈশ্বর কৃপাবারি-বর্ষণের সহায়তা করে "তেনৈব মুখনিশ্বাস বায়ুনা স্তবলাহকৈঃ" "পুচ্ছ-প্রাদেশে বর্ষন্তিস্তথা চাপ্যায়িতাঃ সুরাঃ।" অস্যার্থ Opposition begets Strength এর মাহাত্ম্য রক্ষা করিতেছে। সমুদ্র মন্থনের পূর্ব্বে নানা ওষধি উহাতে নিক্ষিপ্ত হইল, সমাজ সংস্কারের পূর্ব্বে সমাজে জ্ঞান, বিজ্ঞান, দর্শন ইত্যাদির চর্চ্চা প্রবিষ্ট করা প্রয়োজন নচেৎ সমাজ সংস্কার অসম্ভব ন্যায়কে দণ্ড এবং ধর্ম্মকে ভিত্তি না করিয়া কেহ কখনও সমাজ সংস্কার করিতে পারেন নাই তুমি সংবাদ পত্রই লেখ এবং বিদ্যালয়ই সংস্থাপন কর, বক্তৃতাই কর, আর প্রবন্ধই লেখ, যাই ন্যায় এবং ধর্ম্ম হইতে এক চুল স্খলিত হইবে, অমনি সমাজসংস্কার তোমাকর্ত্তৃক অসম্ভব হইল মন্থনে সুরাসুর উভয়েই বাসুকী দ্বারা মন্দর আকর্ষণ করিতেছে সমাজে প্রতিকূল অনুকূল উভয় দলের লোকই "ন্যায় ন্যায়" করিয়া চীৎকার করে। অন্যায়ও যখন 'ন্যায়' গম্ভীরে নিনাদিত করিতে থাকে, তখন তাহাকে ন্যায় শব্দ-মাত্রে কথঞ্চিৎ বলবান দেখিয়া ন্যায়েরই মাহাত্ম্য অনুভব করি সমাজ সংস্কারে ঘর্ষণ মর্ষণ আবশ্যক, প্রথম চিত্রে তাহাই সূচিত হইয়াছে ম্যাগ্নোচার্টা হইতে মুদ্রাযন্ত্র আইনের অন্তর্দ্ধান সকলই ঘর্ষণ মর্ষণ, সকলই বিরাটকাণ্ড, সকলই সংস্কার ব্যাপার

দ্বিতীয় চিত্রে সমাজের শক্তির জন্য যাহা কিছু আবশ্যক, তাহাই আজ্জল্যমান *সর্ব্বপ্রথমে মহাঘূর্ণিত লোচনা বারুণী দেবীর আবির্ভাব* এ বারুণী খোলাভাটি নহে; কিন্তু হৃদয়মনের মৈত্রীবিধায়িনী মত্ততা। যে সুরাপান করিতে করিতে শ্রীচৈতন্য অচৈতন্য, ইহা তাহা, যে গুণে "কৃষ্ণনগর ডুবু ডুবু নদে ভেসে যায়" ইহা তাহা যাহার বলে বুদ্ধ গৃহ ত্যাগী, ঈশা ক্রুস-বিদ্ধ, ইহা তাহা শত শত শূর বীর ইহার বলে

প্রাণ বিসর্জ্জন করিয়াছেন ইহার কবি হাফেজ, জীবন চরিত-লেখক ফক্স্ বারুণী দেবী এবং সন্তানক বৃক্ষ এক সময়ে উত্থিত হইল। মত্ততা এবং ভক্তি একবৃক্ষে দুইটী পুষ্প। সমাজ, যে ভক্তিপদে দলন করিয়াছিল —যাহার অভাবে লক্ষ্মী অন্তর্হিতা, সেই ভক্তি—ধর্ম্মবল পুনরায় আবির্ভূতা সমাজে মত্ততা, এবং ভক্তি যাই প্রবেশ করিল, অমনি রাজশক্তির চিহ্ন উচ্চৈঃশ্রবা, সমাজশক্তির চিহ্ন ঐরাবত, সৌভাগ্যের চিহ্ন কৌস্তুভমণি উত্থিত হইল—যশোরূপচন্দ্রের জ্যোৎস্না সমাজময় ছড়াইয়া পড়িল। চন্দ্র অথবা যশ নীলকণ্ঠের ললাটে যে স্বার্থত্যাগী সর্ব্বত্যাগী যে পরের দুঃখ আপনার কণ্ঠে লইতে পারে, অক্ষয় যশ তিনি ভিন্ন আর কাহার প্রাপ্য ? ধর্ম্মবল, সমাজ শক্তি, রাজ শক্তি, সৌভাগ্য, সুযশ যখন সমাজের সম্পত্তি হইল, তখনই সমাজে লক্ষ্মীর সিংহাসন প্রতিষ্ঠিত হইল ধনবল বাহুবলকে আলিঙ্গন করিতেছে, বাহুবল জ্ঞানবলকে চুম্বন করিতেছে যখন ধনবল, বাহুবল ও জ্ঞানবল একত্রিত, তখন ধন্বন্তরি অমৃতহস্তে উপস্থিত এই ত সুখের সুসময় যাহা পান করিলে সমাজ অমর হয়, ইহা তাহাই ভক্তি, মত্ততা, সৌভাগ্য, শক্তি, যশ এবং লক্ষ্মীর ঘন একীকরণ—এক পাত্রে নারিকেল জল, বরফ, ওলা, লেবু, গোলাব জল, গোলকন্দ মিশ্রিত সুস্বাদু সরবৎ চিত্রকর এই চিত্রের পার্শ্বে আমেরিকার একখানি মানচিত্র অঙ্কিত করিয়া রাখিয়াছেন আমেরিকা দ্বিতীয় চিত্রের জীবন্ত উদাহরণ। ওয়াসিংটন প্রকৃত চন্দ্রশেখর।

তৃতীয়চিত্রে বাসুকীর বিষ উদগার সমাজ সংস্কারে বিষ উঠিয়া থাকে অত্যাচারই বিষ, উৎপীড়নই কালকূট ফক্সের বুক অব্ মারটার্স্ এই কথা বলিবে, ফ্রান্স ইটালী এই কথা বলিবে। অত্যাচার আবশ্যক। উৎপীড়ন সংস্কারকের অগ্নিপরীক্ষা। এখানে যিনি নীলকণ্ঠ তিনিই ধন্য। পালস্তিনে ঈশা নীলকণ্ঠ, গ্রীসে সক্রেটিশ নীলকণ্ঠ,

ইটালীতে ম্যাট্সীনী নীলকণ্ঠ, ভাবতবর্ষে ন নকপন্থী নীলকণ্ঠ ভারবে মহম্মদ, সুইজাবলণ্ডে উইলিয়ম টেল নীলকণ্ঠ প্রতিগৃহে বৃদ্ধ কর্ত্তা নীলকণ্ঠ অত্যাচাব ইহাদের গণ্ডূষ নীলকণ্ঠসম্প্রদায় দরিদ্র হইয়াও ধনী ইহাদেব শয্যা শ্মশান, ইহাবা কালিদাসের বর্ণিত জটিল তপস্বীর এক এক অবতাব যে দেশে যত নীলকণ্ঠ সে দেশ তত পুণ্যবান

চতুর্থ চিত্রে সমাজ সংস্কাবের ফল প্রাপ্তি—অমবত্ব লাভ মৃত্যুব অতীত হইয়া সর্ব্বদেশ ও সর্ব্বকাল সম্ভজনীয় হওয়া সমাজসংস্কাবকের শেষ পুবস্কাব এ কার্য্যে অসুর বিবোধী সুরা সুরগণ ভোগ্য, তথাপি পরিশ্রম সাব, পক্ষান্তবে বিপক্ষতা কবিয়া অমববর্গের শক্তি উৎপাদন সংস্কাবক অমব হইবে অসুরেব তাহা সহ্য কবিবে কেন? আপন ব খাইয়া অমৃতেব জন্য যুদ্ধ আবম্ভ কবিল সহজে কে কাহাকে অমব হইতে দেয়? বিষ পান কবিয়া Corruption of Grecian youths অমর হইলেন সংগ্রাম চাই মোহিনী অসুবেব প্রলোভন মোহিনী, অন্যায় পক্ষাবলম্বীর মোদক বিশেষ। প্রলোভন পাইয়া প্রতিপক্ষেরা শান্ত হয় বটে, কিন্তু বিনা যুদ্ধে যশোলাভ নাই অসুর অমর হইলে অনন্ত অসৎ সাব্যস্ত হয়। কিন্তু অনন্ত অসৎ না থাকিলেও সমাজ সংস্কাবে এক দল বাহুপ্রকৃতিব লোক আছে। ইহাবা সংস্কাবক দলে ছদ্মবেশী অসুব দেহ হইতে মস্তক বিচ্ছিন্ন যাহাবা বাজনীতি, সমাজনীতি, ধর্ম্মনীতি সংস্কারে একবাব অগ্রসব হইয়া স্বার্থসেবার উদ্দেশ্যে পশ্চাৎপদ হইয়াছে, তাহারা এই বাহুপ্রকৃতির লোক। দেশের সৌভাগ্য সূর্য্য যশোরূপচন্দ্রমা ইহারাই গ্রাস কবিয়া থাকে ইহাদিগকে বধ কবা অসম্ভব সুদর্শনচক্র অথবা বহুদর্শিতা বলে ইহাদের দেহ হইতে মস্তক বিচ্ছিন্ন হইয়াছে বলিয়া রক্ষা, নচেৎ ইহাদের জ্ঞানবল এবং বাহুবল একত্র হইলে পৃথিবী রসাতল যাইত চতুর্থ চিত্রেব শেষ কথা অসতের অধঃপতন।

কাণা শুক্র মন্ত্রী থাকিতে তাহাদের উদ্ধার নাই। সৎ অমরত্ব লাভ করেন এই সত্যের সংস্থাপন জন্যই চতুর্থ চিত্রের অবতারণ

উপসংহারে চিত্র চতুষ্টয়ের সার সংগ্রহ করিলে দেখা যাইবে, সমাজ সংস্কারে ইচ্ছা বলবতী চাই—ইচ্ছার অবলম্বনদণ্ড ন্যায়, স্থিতি ধর্ম্মে দুই পক্ষে ঘর্ষণ মর্দ্দণ আবশ্যক। মত্ততা চাই, ভক্তি চাই সমাজ সংস্কার করিতে অত্যাচারের পাদুকা প্রহার পুষ্প-বৃষ্টিবৎ জ্ঞান করিতে হইবে—নিন্দায় এবং চন্দনচর্চ্চায় প্রভেদ থাকিবে না, উৎপীড়ন অমৃত বলিয়া পান করিতে হইবে সমুদ্রমন্থনে সমাজ সংস্কারের পূর্ণপ্রণালী এবং যথার্থ উপদেশ বিবৃত হইয়াছে আধুনিক সমাজ সংস্কারকদের জন্য চিত্রকর এই চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন ইহা দেখিয়া যদি একজনও নীলকণ্ঠ হন, তবে চিত্রকর পরিশ্রম সার্থক জ্ঞান করিবেন চিত্র দর্শনে যথেষ্ট লোক সমবেত হইয়াছিল এই সমবেত লোকের মধ্যে একটী লোক বলিতেছিল, এই চিত্রগুলি "প্রদর্শনীতে" উপস্থিত করিলে চিত্রকর পুরস্কার পাইত আর একটা লোক বলিল ধর্ম্মতলায়—এ চিত্র স্থাপিত হইয়াছে, গড়ের মাঠে ইহা লইবার আবশ্যকতা কি? সখের প্রাণ গড়ের মাঠে রাখিয়া পুরস্কার মিলিতে পারে, কিন্তু সমাজ সংস্কার হয় না পাঠক এই উত্তর দাও তোমার সেই পরিচিত চিত্রকর

স, ১২৯০।

—

পৌরাণিক রহস্য—নং ৪।

শক্তিসংগ্রহ—বিঘ্নবিনাশ

রোমনগরে যখন পেসকুইনের মঞ্চপার্শ্বে অদ্ভুত রহস্যজনক বিজ্ঞাপন প্রতি রজনীতে গোপনে সংলগ্ন হইতেছিল, তখন নগরবাসীরা প্রত্যহ প্রভাতে তাহা দর্শন করিয়া অত্যন্ত চমৎকৃত হইত অমর কবি সার ওয়ালটার স্কট যখন স্বীয় নাম গোপন করিয়া ওয়েভার্‌লী উপন্যাসাবলী উপর্য্যুপরি প্রকাশিত করেন, তখন ইংলণ্ডবাসীরা বলিত "There are six Richmonds in the field" পাঠকের পরিচিত চিত্রকর তাহার পৌরাণিক চিত্রগুলি গ্রাম ও নগরে লোকের কৌতূহল এবং মনোযোগ আকর্ষণ করিবার জন্য এমত ভাবে স্থানে স্থানে সংলগ্ন করিতে আরম্ভ করিয়াছেন যে, দেশময় সমাজের মনে একপ্রকার অভিনব চিন্তাস্রোত ঢালিয়া দিয়াছে বলাবাহুল্য যে, মহানগরী কলিকাতায় যে সকল চিত্র প্রথম প্রকাশিত হয়, চিত্রকরের শিষ্যগণ তাহা অবিলম্বে গ্রামে গ্রামে প্রচারিত করিতে আরম্ভ করিয়াছে

কলিকাতার সুপ্রশস্ত রাজপথের পার্শ্বে এক সুবৃহৎ অট্টালিকার সিংহদ্বারে একখানি সুবৃহৎ চিত্র সংলগ্ন হইয়াছে চিত্র-দর্শক অসংখ্য চিত্রখানি পূর্ব্ব প্রকাশিত চিত্র হইতে বৃহদায়তন এবং সমধিক ভাবপ্রধান চিত্রের বহুতর ভাগ একভাগে সহস্রলোচন ইন্দ্র দণ্ডায়মান—

"ভগ্নচিত্ত যথা
দয়ালু দর্শক বৃন্দ নবমীর দিনে,
যূপ কাষ্ঠে বান্ধে যবে নির্দ্দয় কামার,

মহিষমর্দ্দিনী দশভূজা মূর্ত্তি আগে,
অসহায় ছাগ, মেষ পূজায় অর্পিতে ”
সম্মুখে দীর্ঘ শ্মশ্রুধারী তপঃবৃদ্ধ তেজঃপুঞ্জ দধীচি

দ্বিতীয়ভাগে জগতের হিতের জন্য ঐ ঋষিশ্রেষ্ঠ আপনার অস্থি প্রদান করিতে প্রস্তুত হইয়াছেন চতুর্দ্দিকে অশ্রুজলাভিষিক্ত শিষ্যমণ্ডলী দণ্ডায়মান এই আত্মত্যাগের জীবন্ত উদাহরণ মূর্ত্তিমান দেখিবার জন্য এত লোক সমবেত হইয়াছে যে কলিসিয়মে তাহার স্থান হইত কিনা সন্দেহ দধীচি আত্মত্যাগে সমধিক প্রফুল্ল দর্শকমণ্ডলী রোরুদ্যমান ঋষি স্বর্গীয় জ্যোতিঃ বিভাসিত করিয়া ইহলোক, পরলোক ও আত্মত্যাগ, মিশ্রিত করিয়া উদ্দীপনী বাগ্মিতা প্রদর্শন করিতেছেন চিত্রে লেখা আছে –

“কি কারণ,
হে বৎসমণ্ডলি, হেন সৌভাগ্যে আমার
কর সবে অশ্রু পাত ? এ ভব মণ্ডলে
পর হিতে প্রাণ দিতে পায় কত জন .
হিতব্রত সাধনেতে হৃদয়ে বেদনা ?.
হে ক্ষুব্ধ তাপস বৃন্দ, হে শিষ্য মণ্ডলি
জগত কল্যাণ হেতু নরের সৃজন,
নরের কল্যাণ নিত্য সে ধর্ম্ম পালনে
নিস্বার্থ মোক্ষের পথ এ জগতী তলে ”

ধর্ম্মবীরের গৌরব, তপস্যার শেষফল, পরোপকারের চরম উদাহরণ, আত্মত্যাগের অক্ষয় স্তম্ভ হইয়া দধীচি স্বীয় অস্থি বাসবহস্তে প্রদান করিয়া ইহলোক পরিত্যাগ করিবেন

তৃতীয় ভাগে বিশ্বকর্ম্মার শিল্পশালা-

"পড়িছে কেটি মুদ্গর শর্ম্মীতে আঘাত।'

জামালপুরের শত লৌহকারখানা একত্র করিলেও ইহার তুলনা হয় না। দেবশিল্পী

"দাঁড়াইয়া শূর্ম্মীপাশে স্থাপটী মুদ্গর।
——দধীচির অস্থি এক পাত্রে রাখি
উত্তাপিছে বিশ্বকর্ম্মা দ্রবস্ত উত্তাপ
ধরি তাড়িৎতাপ যন্ত্র—দুই কেন্দ্র ছাড়ি
ছুটিছে বিদ্যুৎ স্রোত বিপুল তরঙ্গে।"

বজ্র নির্ম্মিত হইল। বিশ্বকর্ম্মা অশনি মন্ত্রপূত করিয়া ইন্দ্রের হস্তে অর্পণ করিলেন।

চতুর্থভাগে দেবতা অসুরে সংগ্রাম—বৃত্র বাসবে যুদ্ধ—শুভ এবং অশুভে দ্বন্দ্ব। উভয়দলে সমরসজ্জার ত্রুটী হয় নাই, অস্ত্র শস্ত্র লইয়া অসুর সজ্জিত, অস্ত্র শস্ত্র লইয়া অমর সজ্জিত। একের অস্ত্রকার কণিক চাণক্য শংসিত "অন্যায় এণ্ড কোম্পানি", অপরের অস্ত্রকার স্বয়ং বিশ্বকর্ম্মা। দুই দলে ঘোরতর সংগ্রাম—অসুর বাঁচে কি অমর টলে। বাসব

"বজ্র দিলা ছাড়ি
ঘুরিতে ঘুরিতে বজ্র চলিল অম্বরে
পড়িল বৃত্রের বক্ষে পড়িল অসুর,
বিন্ধ্য ধরাধর যেন পড়িল ভূতলে
"হা বৎস, হা রুদ্রপীড় বলিতে বলিতে
মুদিল নয়ন ত্রর দুর্জ্জয় দানব।"

শক্তিসংগ্রহ এবং বিঘ্নবিনাশের উচ্চতম উদাহরণ প্রদান করিয়া পুরাণকার যশস্বী হইয়াছেন। আত্মত্যাগের শ্রেষ্ঠতর দৃষ্টান্ত এমন আর

কোথায় পাইবে? আত্মত্যাগ এবং স্বার্থত্যাগ ভিন্ন শক্তির অন্য মূল নাই। শক্তি চাও, স্বার্থ ত্যাগ কর। সমাজের বল চাও, প্রাণ বিসর্জ্জন কর। তপঃবর্দ্ধিত অস্থি বাহির করিয়া সমাজের হস্তে প্রদান কর। যে সমাজে যত দধীচি সে সমাজ তত শক্তিশালী। বৃত্র শব্দের অর্থ যজ্ঞ, যজ্ঞ শব্দের অর্থ শ্রেয়। অসুর অর্থ বিঘ্ন, বৃত্রাসুর শ্রেয় বিঘ্ন। "শ্রেয়াংসি বহু বিঘ্নানি" তাহা কে না জানে? এ বিঘ্ন বিনাশ করিতে শক্তি চাই। দধীচি সম্প্রদায় আত্মত্যাগ করিতেছেন। যিনি বিশ্বকার্য্যে নিরন্তর ব্যাপৃত থাকিয়া সূর্য্যে উজ্জ্বলতা, চন্দ্রে জ্যোৎস্না, প্রদান করিতেছেন সেই বিশ্বকর্ম্মা ভিন্ন শক্তির অন্য নির্ম্মাতা নাই। তিনি আত্মত্যাগ মাহাত্ম্য লইয়া শক্তি-বজ্র নির্ম্মাণ করিতেছেন। বজ্র ইন্দ্রের হস্তে, সমাজের হস্তে। দধীচি বর্গ কখনও ক্লিষ্ট হইতেছেন না। আত্মত্যাগী কে কোথায় কাঁদিয়াছে, তাহাদের কে কোথায় ক্লিষ্ট হইয়াছে, শুনিয়াছ? যে দেশ বিঘ্ন বিনাশ পূর্ব্বক শুভ অনুষ্ঠান করিয়া শক্তিবলে উন্নত হইয়াছে, সে দেশেই জানিবে দধীচিবংশ জন্মগ্রহণ করিয়াছে। ওয়াটারলুর যুদ্ধে শত ইংরেজ আপনার অস্থি চূর্ণ করিয়া ইংলণ্ডের হস্তে বজ্র করিয়া দিয়াছিল তাই ইংরেজের বিঘ্নবিনাশিনী শাসন ক্ষমতা। রুষ তুরস্ক যুদ্ধে শত তুরকী অম্লান চিত্তে প্রাণ বিসর্জ্জন করিয়াছে, তাই ইউরোপের মানচিত্রে তুরস্কের নাম আজিও লুপ্ত হয় নাই। লুথারের আত্মত্যাগে পোপের রাজত্ব ধূলি হইয়া উড়িয়া গেল। প্লাটিনার, বিড্লী এক এক জন অসাধারণ দধীচি। দাসব্যবসায়ের উচ্ছেদ দধীচি বংশের গুণে। খৃষ্ট ঈশার আত্মত্যাগে খৃষ্ট ধর্ম্মের শক্তি। রাজপুত্র বুদ্ধের দধীচি ভাবে বৌদ্ধ ধর্ম্মের বৃদ্ধি। ম্যাট্‌সিনী, গ্যারিবল্‌ডী ইহাই বলিতেছেন। ডাণ্টি, সেভোনারোলা, জোয়ান অব্ আর্ক, উইলিয়ম টেল, নাইটিংগেল, মেরি কার্পেণ্টার প্রভৃতি দধীচির প্রিয় শিষ্য ও শিষ্যা। যিনি বলিয়া ছিলেন—

'স্নেহং দয়াং তথা সৌখ্যং যদিবা জানকীমপি
আরাধনায় লোকস্য মুঞ্চতো নাস্তি মে ব্যথা।"

তিনি দধীচির অদ্বিতীয় অবতার যাঁহারা স্বার্থানুসন্ধান করিতেছেন, তাঁহারা "কেন দেহ ভার বয়ে যগে দাও ফাঁকি" এই তীব্র মন্তব্যের উপযুক্ত পাত্র জগৎ বলিতেছে, স্বার্থ সন্তজনায় সমাজের শক্তিলাভ হয় না, আত্মত্যাগই শক্তির মূলাধার বীজ বলিতেছে—আমি মরি, অঙ্কুর। তুমি উৎপন্ন হও সূর্য্য বলিতেছে আমি ডুবি, চন্দ্র। তুমি উদয় হও অন্ধকার বলিতেছে, আমি পলাই, জ্যোৎস্না! তুমি আসিয়া জগৎ অধিকার কর প্রেমিক বলিতেছে—প্রাণাধিক, আমি মরিয়া বক্ষ পাতিয়া দেই, তোমার চরণে একটী কুশাঙ্কুরও যেন বিদ্ধ না হয় দিন মরিতেছে, রাত্রি মরিতেছে একের জন্য অন্যে প্রতিযোগিতা করিয়া মরিতেছে প্রকৃতি মরিয়া অভিনব প্রকৃতির স্থান করিতেছে, তাই এ বিশ্ব বাসের যোগ্য, বিশ্ব, শক্তির আধার প্রকৃতিতে যদি আত্মত্যাগ না থাকিত, তবে শক্তি বিরহিত ব্রহ্মাণ্ড কণা হইয়া এতদিন উড়িয়া যাইত বিঘ্ন বহুল ব্রহ্মাণ্ড বাসের অযোগ্য হইত

স, ১২৯০

চুল।

ঘোর বর্ষা, ঘাটে মাঠে কাণেকাণ জল কলিকাতা সহরে পাকা উঠানে কৈ মাছ উজান উঠিয়াছে রাজপথে গঙ্গার স্রোত,—রোহিত কাতল কাতার বাঁধিয়া ছুটিয়াছে বৃষ্টি—বৃষ্টি—বৃষ্টি তিন দিন তিন রাত্রি চন্দ্র সূর্য্যের সঙ্গে সাক্ষাৎ নাই আকাশ ভাঙ্গিয়া বৃষ্টি পড়িতেছে।

পথে পথিকের পথচলা বন্ধ, গাড়ী ঘোড়া বন্ধ, দোকান পশার বন্ধ কিন্তু তাই বলিয়া পেটের ক্ষুধা বন্ধ নয় আটা মেঘের ঘটা দেখিয়া, নিষ্কর্ম্মার সুযোগ বুঝিয়া, এক গুণ ক্ষুধা পাঁচ গুণ হইয়াছে,—বিদ্রোহী অঙ্গপ্রত্যঙ্গ শিষ্য সেবক সমীপে নিষ্কাম ধর্ম্মের সর্ব্বপ্রধান বক্তা উদরে, খাণ্ডব ক্ষুধার আগুন জ্বলিয়া উঠিয়াছে। এদিকে এই বাদল বর্ষার পেটের ক্ষুধায় কাঁদিবার জন্য চোখ আছে, রাঁধিবার জন্য শুকনা কাঠ কিন্তু ভিজিয়া গিয়াছে কেবল তাহাই নহে, রান্না ঘরে হাঁটু জল চারিদিকে চাহিয়া দেখ, এই বর্ষার দুর্দ্দিনে কচি ছেলে পিলে নিয়ে কত গৃহস্থের চক্ষু জলে ভাসিতেছে। রান্নাঘরে হাঁটুজল— খোকা খুকীর কান্নায় কত গৃহিণীর চক্ষে দরধারে সাঁতার জল বহিয়া চলিয়াছে

আমি গৃহস্থ নই, গৃহিণী শব্দ অভিধানে পড়িয়াছি মাত্র এ ঘোর বর্ষায় ছেলেপিলের কান্নাও আমার কাণে পৌঁছিতেছে না কাঠ কুন্দার সঙ্গে আমার কোন সম্পর্ক নাই, ভিজা কি শুকনায় আমার কিছু আসিয়া যায় না। বেলা ১টা আমি এই ঘোর বর্ষায় ঘরে বসিয়া কেরোসিন ষ্টোভে কলাইর দাইল সিদ্ধ করিতেছি। শাঁখা সিঁদুরের সঙ্গে সাক্ষাৎ নাই ষ্টোভের অনুগ্রহেই পাতে ভাত, তাহাও এক সন্ধ্যা পরিবারের মধ্যে ঐ কৃষ্ণবর্ণা, জ্বলন্ত অথচ অবগুণ্ঠনাবৃতা, ধূমশূন্যা, বিবাহবর্জ্জিতের একমাত্র অন্নদায়িনী পরম এবং চরম সহচরী সাধের চুলা কেরোসিন তেলের জোরে জ্বলিতেছে এ চুলা লইয়া আছি ভাল কাঠ কয়লার দাসত্ব নাই, ফুৎকার চীৎকারের ঘটা নাই, ধূমায় চোক ফুলাইতে হয় না। বিশেষতঃ ষ্টোভে রান্না উঠাইয়া কাজ কর্ম্ম করিবার বড়ই সুবিধা এই দেখ না, চুলায় দাইল চড়িয়াছে, এদিকে মাথায় চিন্তা চলিয়াছে হাতে কলম আজ থাক্ তোমার ধর্ম্মকর্ম্ম, সমাজ

সাহিত্য, পিপল্ পলিটিকস্ আজ থাক্,—এই চুলাই লিপিব। চুলাটা কি অবজ্ঞার বিষয় হইল ?

ভাবিয়া দেখুন, রাজা প্রজা, সম্পাদক, সাহিত্যকার, বিদ্বান, বক্তা, সকলেই এক বাক্যে বলিতেছেন, আমাদের চুলা ভাল করিয়া জ্বলিতেছে না; আমরা সুতরাং উপযুক্ত আহার পাইতেছি না বলিয়াই দেশ শুদ্ধ লোক সহ ধর্ম্মকর্ম্ম, সমাজ সাহিত্য, শিক্ষা সংস্কার, সব চুলায় যাইতেছে; দেশে জাল জুয়াচুরী, পরপীড়ন, পরস্বাপহরণ বাড়িয়া চলিয়াছে ঐ চুলার দুর্দ্দশায়, স্ত্রী স্বামীর উপর, পিতা পুত্রের উপর, ভাই ভাইর উপর মায়া মমতা স্নেহহীন হইয়া উঠিতেছে ভারতবর্ষের এক পঞ্চমাংশ লোকের চুলা দিনে এক বারের অধিক জ্বলে না দুর্ভিক্ষ দ্বারস্থ। অন্নাভাব অহরহ। কত কোটি লোকের চুলা,—হায়, মা অন্নপূর্ণা!—বলিতে এই বর্ষার বারি ধারার ন্যায় চক্ষে জল আইসে—সম্মুখে অভুক্ত পুত্র কন্যা, কত কোটি কোটি লোকে দিনান্তে একবারও আহার করিতে পায় না।

মদ্‌গেহে মুষলীব মূষিক বধু
মূর্ষীব মার্জ্জারিকা
মার্জ্জারীব শুনী শুনীব গৃহিণী
বাচ্যা কিমন্যো জনাঃ
অন্নাভাব শিশূন অহন্ বিজহতঃ
সংবিক্ষা ঝিল্লী রবৈ
লূতা৩ন্তু বিতান সংবৃত মুখী
চুল্লী চিরং রোদিতি

দেশময় চুলার কান্না, এখন আর তেমন চুলা জ্বলে না কাজেই চুলার মুখে মাকড়সা চিরতরে জাল বুনিয়াছে চুলার ভিতরে ঝিল্লী

নির্ভয়ে ঝিঁ ঝিঁ রব করিতেছে। অন্নাভাবে ইন্দুরীটা টীকটীকিটার মত, বেড়ালীটা ইন্দুরীটার মত, কুকুরীটা বেড়ালীটার মত হইয়া গিয়াছে। অন্যে পরে কা কথা, গৃহিণীটী কুকুরীটার মত হইয়াছেন শিশু সন্তান আহার অভাবে মরিয়া গিয়াছে এই সব দেখিয়া মাকড়সার জালরূপ বস্ত্রে মুখ ঢাকিয়া ঝিঁ ঝিঁ রবচ্ছলে চুলা, কেবল দিবানিশি ক্রন্দন করিতেছে যখন দেশের এই দশা, যখন দেশের সর্ব্বপ্রকার উন্নতি একই কারণে চুলায় যাইতে বসিয়াছে, তখন চুলা লিখিব না ত কি লিখিব?

তবে এখন এ কথা স্থির হইল, চুলাটা উপহাসের বিষয় নহে ঘরে ঘরে বেশ ভাল করিয়া দেখিলে ইহা বুঝা যাইবে, যে আয়োজন উপকরণে চুলা জ্বলিলে আমরা মানুষ হইতে পারিতাম আমাদের সে আয়োজন উপকরণ নাই। যাহাদের চুলা একবারেই জ্বলিতেছে না, তাহারা শ্মশানের শেষ চুলায় আশ্রয় লইতেছে। যাহাদের জ্বলিতেছে, তাহাদের অধিকাংশে অপ্রচুর অন্ন পাইতেছে। চাউল হইলে, না চুলা জ্বলিবে? চাক্রি হইলে, না চাউল মিলিবে? শক্তি থাকিলে, না চাক্রি পাইবে? ভক্তি থাকিলে, না শক্তি হইবে? ভোজন থাকিলে, না ভজন ভক্তি আসিবে? শুকনা ডালে ফুল কোথায়? মড়ার হাড়ে বল কোথায়? ভারতবাসীর দেহ দিন দিন এত শীর্ণ হইতেছে যে, আর কিছুদিন এরূপ চলিলে যাঁহারা মানুষ, ইহারা তাঁহাদের সম্মুখে আসিলে, তাঁহারা আগে মাটিতে ইহাদিগের ছায়া পড়ে কি না, চাহিয়া দেখিবে

এক দিকে উদরে কি ভয়ানক অগ্নি অন্য দিকে ভারতবাসীর জন্য হোটেলে কি হবিষ্য ঘরে, গৃহিণীর শাঁখা-নাড়ায়, কি পাচক ব্রাহ্মণের হাতা-তাড়ায় যাহা কিছু পাক হইতেছে, তাহা কত অসার এবং অপ্রচুর! রান্না দেখিলে বস্তুতই কান্না আইসে।

বন্ধন শালাতে যাই, কপালের দোষ নাই,
পেটের জ্বালায় বসি কাঁদি

ত্রিশ কোটি লোকের মধ্যে কয় জন লোক শাকে নুন খাইতে পায়? কয় জন লোকে অন্নে দুধ মিলাইতে পায়? "ঋণং কৃত্বা ঘৃতং পিবেৎ" যে লিখিয়াছিল, সে শরীর-ধর্ম্মের সার বুঝিয়াছিল কিন্তু কয় জন লোক দাল ডালনায় ঘৃত স্পর্শ করিতে পারে? যিনি লিখিয়াছিলেন "শরীমাদ্যং খলু ধর্ম্মসাধনং" তিনি ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ চতুর্ব্বর্গের ফল দিব্য চক্ষে দর্শন করিয়াছিলেন কিন্তু এদেশে চুলার দুর্গতিতে শরীরের মাংস চর্ম্ম সব শুকাইয়াছে। হাড় ক খানা আর কদিন টিকিবে?

অনেকে মনে করিতে পারেন, কাঠ কয়লা কেরোসীন হইলেই ত চুলা জ্বালান যায়। সুন্দর বন, রাণীগঞ্জ, নিউকেসেল থাকিতে, তা যায় বই কি? কিন্তু সিদ্ধ করিবে কি আর্য্য গৌরবের মাথা? তাহারা কি খাইত, তাহার খবর রাখ কি? বলিবে, তাঁহারা হরিতকী কিম্বা হাওয়া খাইয়া কি না করিয়াছেন? কিন্তু তাঁহারা যে অন্ন খাইয়া অমৃতের অধিকারী হইয়াছিলেন, তোমরা চর্ম্মচক্ষে তাহা দেখিতেও পাইতেছ না, কেবল খোষাভুষি লইয়া ভুয়োবাজি খেলিতেছ চুলা না জ্বালাইয়াও চরম এবং পরম বস্তু লাভ করা যায়, এ কালের লোকের মুখে অন্ততঃ এখন একথা শোভা পায় না কিরূপে ভাল আহার করা যায়, কিরূপে চুলাটা ভাল জ্বলে, তাহা দেখাই ভাল

ইংরেজ এদেশের শাসনকর্ত্তা তাহার চুলা দেখিয়াছ কি? নিবাসে, প্রবাসে, হোটেলে হাতীতে, ঘোড়ার পীঠে, গাড়ীর কাঠে তাহার চুলার কামাই নাই উদরকে পূর্ণ করিয়া হস্ত পদ মাথাটাকে কার্য্যক্ষম রাখিবার জন্য সে অষ্ট প্রহর চুলা জ্বালাইয়া রাখিয়াছে তাহার উপর তাহার এক-জনের চুলায় যত পয়সার মাল চড়ে, তোমার বহু গোষ্ঠীর জন্য তাহার এক

সিকিও নয় চড়িবে কি, প্রতি ইংরেজের বার্ষিক আয় গড়ে চারি শত টাকা, তোমার বার্ষিক আয় ত্রিশ টাকা উড়িষ্যায় জগন্নাথ মন্দিরে সহস্র পাত্রের সহস্র চুল, সদাব্রতের উদাহরণ উহাতে ত্রিশ কোটির ব্যক্তিগত উদরায়ের কোন কথাই নাই ইংরেজ চুলার মর্ম্ম জানে, চুলা জ্বালাইবার তাহার ক্ষমতা আছে তুমি যেটুকু জ্বালাও, তাহাও আবার কাঁদিয়া চক্ষের জলে নিভাইয়া ফেল ইংরেজ জানে, কাঠ কয়লা কেরোসিন কোন্ বনে কোন্ ভূমিতে সংগ্রহ করিতে হয় কেবল "শস্য শ্যামলাং মলয়জ শীতালাং" বলিয়া কীর্ত্তন ধরিলে হয় না একবার কর্ত্তাল ভাঙ্গিয়া কাস্তে কোদাল গড়িয়া শস্য শ্যামলার বুকে বসাইয়া বসুধার বক্ষ তুলিতে হয় কেবল এডাম স্মিথ, মিল, বক্ল বকিলে চলে না। বেদের টীকায় আর্য্যামির উৎসাহ আগুন ধরাইয়া তোক্ষর বস্তনার গঞ্জিকা ও তাম্রকূট পোড়াইয়া বেদম ধুমা খাইলেও হয় না শিল্প বাণিজ্যের উন্নতি করিতে হয় ইংরেজ সুকৃষক, ইংরেজ সুবণিক, ইংরেজ সুশিল্পী, এই জন্য ইংরেজের চুলা অষ্ট প্রহর জ্বলে আর এদিকে বচন-সর্ব্বস্ব, পূর্ব্ব গৌরবান্ধ কুসন্তানের চুলায় মাকড়সায় বাসা বাঁধে, ঝিঁ ঝিঁ পোকায় মরণ-সংগীত গীত করে যদি বা জ্বলে, তাহাতেও ভিক্ষান্ন মাত্র সিদ্ধ হয় সভ্য জাতির সুনাম চট্কাইয়া আপনাদের অহং বুদ্ধির ঘানিজাত তৈল মাখাইয়া একটু কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ডের পর লঙ্কা পোড়াইয়া আহার ইহাতে না হয় উদরের পূর্ত্তি, না হয় শরীরের পুষ্টি মনটা মড়ার মত পড়িয়া থাকিবে না ত কি?

জগতের তামাম জীবন সংগ্রাম সব "চুলা কো ওয়াস্তে।" মন্দিরে মসজিদে, হরি নাম, হোসেনায় এক সুর চুলা যেন বজায় থাকে, পুত্র কন্যা পরিজন যেন ভাতে ক্লেশ না পায়

চুলার দুর্গতিতে আমরা অনেক মূল্যবান বস্তু চুলায় দিয়াছি

বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মীঃ
তদৰ্দ্ধং কৃষি কর্ম্মণি
তদৰ্দ্ধং রাজ সেবায়াং
ভিক্ষায়াং নৈবচ নৈবচ

এমন মহামন্ত্র অবধি চুলায় গিয়াছে বাণিজ্য নাই, কৃষি নাই শিক্ষিতেরা রাজদ্বারে চাকুরীর জন্য মহা ব্যস্ত এক বলিতে, এক শত ধাইতেছে ইহার পরের সীঁড়ি কৌপিন কমণ্ডলু আর চুলায় যাইবার রাকী কি? আমরা বস্তুতই এই ত্রিশ কোটি প্রাণী চুলার কথাটা ভাল রূপে ভাবিয়া কাজ করিলে, এমন করিয়া চুলায় যাইতাম না।

স, ৭ শ্রাবণ ১৩০৩

ঊনবিংশ শতাব্দী।

এক দিন একটী বন্ধু আফিসের ফেরতা মিউনিসিপাল মার্কেট হইতে একটা জিনিষ কিনিয়া রুমালে ঢাকিয়া বাড়ী লইয়া যাইতেছিলেন বাজারের বিজাতীয় বস্তুতে বন্ধুটীর বড় একটা অরুচি নাই, কিন্তু "পাছে লোকে কিছু বলে" এই ভয়টা বিলক্ষণ আছে পথে ধর্ম্মতলার মোড়ে আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ আমি রুমাল ঢাবার দিকে লক্ষ্য করিয়া জিনিষটা কি জিজ্ঞাসা করিলাম বন্ধুবর বলিলেন, "আর কিছু নয়, ঊনবিংশ শতাব্দী"। উত্তরে বড়ই কৌতুহল জন্মিল। লোকগুলি এদিক ওদিক সরিয়া পড়িলে রুমাল ফেলিয়া দিয়া দেখিলাম, এক প্রকাণ্ড পাঁউরুটী— বস্তুতই মূর্ত্তিমান ঊনবিংশ শতাব্দী, যেন আঠার শত তিরানব্বই বৎসরের উন্নতিতে ফুলিয়া উঠিয়াছে, অহঙ্কারে কতক অংশ ফাটিয়া গিয়াছে তিনি

চলিয়া গেলেন আমি বাসায় আসিয়া ভাবিতে লাগিলাম,—পাউরুটি, এ কেমনতর উনবিংশ শতাব্দী। ভাবিতে ভাবিতে আমাদের উনবিংশ শতাব্দী সম্বন্ধে কতকগুলি কথা প্রস্ফুট হইল :—

১ জাতিভেদ এক আস্ত পাঁউরুটি, কপটতার রুমালে ঢাকা

২ গৃহিণীরা কিছু বাবু হইয়াছেন

৩ ঘর হইতে বাজার, শস্তা সুবিধার আদর।

৪ অহঙ্কারটা খুব ফুলিয়া উঠিয়াছে

৫ রুটির জন্যই সব।

এই পাঁচ কথা লইয়া আমাদের উনবিংশ শতাব্দী

১ জাতিভেদ বাস্তবিক নাই, কিন্তু বিষয়টা কপটতার আবরণে গা ঢাকিয়া আছে লোকে বলে, "ইষ্টে সেন, উইল্‌ সেন, কেশব সেন, এই তিন সেনে জাতিভেদের বৈতরণী করিয়াছে, যাহা কিছু বাকী ছিল, হিন্দু-রিজেনারে সেন তাহা নষ্ট করিয়াছে।" তা, সেনেই সব নষ্ট। লক্ষ্মণ সেনে বাঙ্গালা নষ্ট, বল্লাল সেনে বংশ নষ্ট, সেনের সঙ্গে গুপ্তের একটা ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে গুপ্ত—চোবা—মার উইলসেনে খাবে, গা ঢাকা দিয়ে যাও ষ্টেসনে কেল্‌নারে খাবে, পরদা আড়াল দিয়ে খাও; গাড়ীতে ফিরিয়া হিন্দু বন্ধুকে বল, প্রকৃতির আহ্বানের উত্তর দিতে গিয়াছিলাম, আপদ চুকিয়া গেল। বিলাত যাবে, পণ্ডিতের পাতি লইয়া যাও হবির দুয়ারে বিস্‌কিট খাবে, বাতাসা বলিয়া খাও বেদাধ্যায়ী ব্রাহ্মণ হইয়া ষ্টিমারে খালাসীর জলে আচমন করিয়া বাখরখানি খাও; যদি নিতান্তই ধরা পড়, বচন উদ্ধৃত করিয়া বলিয়া ফেল, "পাঁচ জনে যাহা উঠাইতে না পারে, ঋষিগণ তাহা দ্বীপ বলিয়া গিয়াছেন।" পঞ্চ মকার চলুক, মালা তিলকে বার্ণিস দেও। রুমালে ঢাকা পাঁউরুটি আর কপটতা ঢাকা জাতিভেদ, এক রকম নয় কি ?

২ গৃহিণীদের অনেকেই কিছু বাবু হইয়াছেন, নচেৎ বাজারের রুটি বাড়ী চলিয়াছে কেন ? ময়া নান খাঁতান,—ঘি আছে, চিনি আছে, সুজী আছে, কেবল জল নাই,—বাড়ীতে কাঠ আছে, কয়লা আছে, উনান আছে, আগুন আছে, ময়ান ময়দা সব আছে, কেবল গৃহিণীর সময় নাই। সময়টা বড় বেল্লিক বজ্জাত, ভূত, গৃহিণীর জন্ত কিছুতেই থাকে না কেবল তাহাই নহে অনেক গৃহিণী প্রথম প্রথম রাঁধেনও ভাল,—এক চড়াতেই অন্ন, আমঅন্ন, পীঠা, পরমান্ন —যা সিদ্ধ হয়, তা অন্ন, যা সিদ্ধ হয় না, তা আমঅন্ন, যা তাল পাকাইয়া যায়, তা পীঠা, যা গলিয়া সত্যনারায়ণের প্রসাদ হয়, তাই পরমান্ন সুতরাং বাবু, আফিসের ফেরতা পাঁউরুটি আনিতে বাধ্য হন "গৃহিণীর সময় নাই," "গৃহিণী রাঁধেন ভাল," একথা গুলি রুমালে ঢাকা রুটি, বাহিরের লোককে বলিতে নাই। প্রকাশ করিলে পাতে ভাত অবধি উঠিয়া যাইবে আসল কথা, গৃহিণীর গঞ্জনা ঝড় বয়, বড় ভয়

৩ ঘর হইতে বাজারে শস্তা সুবিধার আদর ইহা এ শতাব্দীর শিক্ষা এখন ঘরে মুড়ীমুড়কী লাড়ু বড়ী থাকে না। বালক বালিকার খাবারে, বন্ধুবান্ধবের আদরে, ময়রার গণ্ডা, মনোহরার পসার অধিক ঘরে দুখানা সেঁকা রুটী একটু মোহনভোগ যদি হয়, দেখ্‌তেও পরিপাটী খেতেও পরিষ্কার আর বাজারের পাঁউরুটি, কিফায়েতুল্লা কি ভবতারণ চট্টোপাধ্যায় তাহার কুষ্ঠগ্রস্ত হস্তে দলিয়াছে, দলিতে দলিতে গলিত-ঘর্ম্ম পাঁউরুটির পরতে পরতে প্রবেশ করিয়াছে তবু বাড়ীর রুটি ছাড়িয়া বাজারের রুটিতে রুচি রুচি, কেননা সুখ সুবিধা —গৃহিণীর চোখে ধুমা লাগে না, জল পড়ে না,—সময় নষ্ট হয় না কিন্তু বাজারের বিষাক্ত খাবার খাইয়া উদরে অসুখ হইতেছে। ভেজাল ঘৃতে ঘন উদগারে অম্বল উঠিতেছে হোমিওপ্যাথির পিলে পিলে পয়সা যাইতেছে, এলোপ্যাথির

আউন্সে আউন্সে আধুলি বাহির হইতেছে, সে দিকে দৃষ্টি নাই সবাই এসব বুঝি, অথচ ৺বস্ত্র বকে রুমালে ঢাকা রুটির মত লুকাইতেছি এ শতাব্দী শস্তা, সুবিধা খুব দিতেছে কিন্তু "শস্তার তিন অবস্থা" আমরা অনেক সময় এ কথাটা ভুলিয়া যাই। কেরোসীন খুব সস্তা। কেরো সীনের আলো না হইলে আমাদের গৃহ আলোকিত হয় না—মন্ পুলকিত হয় না ঘরে ঘরে কেরোসীন কৌটায় আলো যে চোকের আলো না থাকিলে তোমার কেরোসীনের আলো, দীপের আলো, বিদ্যুৎ প্রভা দূরের কথা, চন্দ্র সূর্য্য গ্রহ নক্ষত্রের আলো নিষ্ফল হয়, কেরোসীন আলোর কল্যাণে কিন্তু সেই চোকের আলো দিন দিন নিবিয়া যাইতেছে। আমা দের চোক গেল, সলমন ও লরেন্স মেয়ো, শ্রীমানী ও মল্লিকের দুঃখ,—চশমা কেন লোকে সর্ব্বাঙ্গে পরে না, চশমা বেন তেমন কাটে না তা বটেই ত? "পাঠা বলে প্রাণে মলেম্, গৃহস্থ বলে আলুনী খেলাম" যত সস্তা ছেঁড়া, তত হবায় আমদানী আমাদের ছেঁড়ায় মেনচেষ্টার মানুষ হইল। যত ভাঙ্গা তত গড়া। ঠুনকোতেই ঊনবিংশ শতাব্দীর ঠমক, আমাদের চোকে চমক লাগিয়াছে এ সব কথাই বুঝি, কিন্তু রুমালে ঢাকা রুটি, মুখ ফুটিয়া বলিতে নাই

৪ অহঙ্কারের বড় স্ফূর্ত্তি সেঁকা রুটী আর পাঁউরুটিতে প্রভেদ বিস্তর সেঁকা রুটি, ফুলিয়া হাতে ঘৃতের ঘসায় আবার দুই পাট মিলিয়া যায়; পাঁউরুটি তা যাইবার নয়। পরতে পরতে স্পঞ্জ—ফুলিয়া যে উঠিয়াছে, ফুলিয়াই আছে ঐ দেখনা, হরি মণ্ডল হাল গৃহস্থী করিয়াছিল ভাল কিন্তু তার ছেলে কয়টা হাল ছাড়িয়া বাবু হইয়াছে এখন মণ্ডলের গো-শালায় গরু মরিতেছে, ক্ষেতে ঘাস গজাইয়াছে, ধানের গোলা ইন্দুরে ইজারা নিয়াছে স্থূল কথা, হরি মণ্ডলের ভিটায় ঘুঘু চরিতেছে। পূর্ব্বে ছেলে কয়টার বিনয় ভক্তিতে লোকে কত তুষ্ট ছিল।

মাটি চষিত, মাটিতে বসিত, মনটাও মাটির মত ছিল, মাথাটাও মাটিতে নোয়াইত এখন মনটা কাঠের মত, হৃদয়টা লোহার মত হইয়া গিয়াছে, মাথাটা আর নোয়ায় না গোঁফের রেখার সঙ্গে সঙ্গে গুরুজনে অভক্তি গজাইয়া উঠিয়াছে এখন তাঁহাদিগকে দেখিলে না-সেলাম, না-হেণ্ড-সেক সেলাম ছোট লোকের লক্ষণ জ্ঞান, হেণ্ডসেক করিতে যাইলে, পাছে বাবু যদি হাত আগু বাড়িয়া না দেয়, এই ভয় কিছুদিন হিন্দুমতে নমস্কারের অনুকরণটা চলিয়াছিল প্রথম প্রথম করযোড়ে খড়গাকারে কপালস্পর্শ। তার পর কিছু দিন পাঁচ অঙ্গুলী প্রসারণ করিয়া এক হস্তে মুখ ও বুকের অর্দ্ধপথে উপসংহার তৎপর কেবল বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ প্রদর্শন অতঃপর হাওয়ায় মাথা ঠোকা। ক্রমে তাহাও উঠিয়া গিয়াছে, আপদ গিয়াছে সঙ্গে সঙ্গে বিনয় ভক্তি টুকু যে গিয়াছে, ঐ বড় দুঃখ যোড়লের পুত্রেরা মহা ফুলিয়া উঠিয়াছে, ফুলিয়াই আছে কেবল তাহারা কেন? যত্রতত্র যাই, একটু বুদ্ধি বালকের পেটে ঢুকিয়াছে, বালক ফুলিয়াই আছে; একটু বিদ্যা শিক্ষকের পেটে গিয়াছে, শিক্ষক ফুলিয়াই আছেন। একটু শক্তি বক্তার মুখে লাগিয়াছে, বক্তা ফুলিয়াই আছেন একটু ক্ষমতা লেখার হইয়াছে, লেখক ফুলিয়াই আছেন একটু হাকিমী পদ পাইয়াছেন, হাকিম ফুলিয়াই আছেন। ইনি রূপসী, রূপের গৌরবে ফুলিয়াই আছেন। মধ্যে মুড়গীর ডিম্ব তালের তাড়ী লইয়া রুটি যেমন স্ফীত, পাঁউরুটি পেটে করিয়া ইনি কিন্তু টিকীওয়ালা আর্য্য, আর্য্যামির গৌরবে ফুলিয়াই আছেন ইনি পেণ্টালুন-পরা বাঙ্গালি সাহেব, সাহেবীআনার তেজে ফুলিয়া মুখে কেবলই চুরট ফুঁকিতেছেন ইনি শ্রীযুক্ত বড়লাট-প্রসাদ মহারাজা, ইনি শ্রীযুক্ত ছোটলাট প্রসাদ রাজা, ইনি শ্রীযুক্ত ললাট-প্রসন্ন রায় বাহাদুর, ইনি সেলামপরস্ত নবাব, ইনি খানা খয়রাতী ছি! আই! ই! উপাধির

উপসর্গে ফুলিয়া ফাঁপিয়া পড়িতেছেন। ধনের গৌরবে, বিদ্যা বুদ্ধি, রূপ রঙ্গ, যশ মান, ঐশ্বর্য্যের গৌরবে মানুষ গুলা কেবল ফুলিয়াই আছে। ছুরীর আঘাতে টুকরা হইয়া আগুনে টোষ্ট না হওয়া পর্য্যন্ত রুটি ফুলা পরিত্যাগ করে না এ শতাব্দীর ধনাভিমান, ধর্ম্মাভিমান, যশের অহঙ্কার, মানের গরিমা, ঐশ্বর্য্যের অহমিকা, জ্ঞানের ধারাল ছুরী কাটা না করিলে, তীব্র সমালোচনার আগুনে টোষ্ট করিয়া টেষ্ট না করিলে যাইবার নয় তাই ভাবিতেছি, কেনই বা পাঁউরুটির মত ফুলিয়া আছি স্পঞ্জের ছিদ্রে ছিদ্রে পরস্পর বিচ্ছিন্ন হইয়া দিন কাটাই কেন; কেনই বা এই ত্রিশ কোটি প্রাণী পরতে পরতে পরেটার মত স্বাধীন স্বতন্ত্র অথচ ঘন সন্নিবিষ্ট হইতেছি না। এই কি আমাদের ঊনবিংশ শতাব্দীর উচ্চ শিক্ষা? কবে তবে ভাই ভাই মিলিয়া পরতে পরতে পরেটা হবো.

৫। রুটির জন্যই সব রুষিয়া ভারত সীমায় "চিড়ার থলের কাছে, বৈরাগী ঘুরে ঘুরে নাচে" কেন? আমাদের শ্রমজীবীর জন্য বিদেশীয় চোকে কুম্ভীর কান্না কেন? কেননা আমাদের শ্রমজীবীরা অনেক ঘণ্টা কাজে কষ্ট পায় এসব উত্তর শুন্‌তে বেশ্। কিন্তু এ উত্তরগুলি স্বার্থনীতির রুমালে ঢাকা রুটি নয় কি? রুটির জন্যই রাজ্য জয় গাড়বার জয়ে প্রতিনিবৃত্ত হইবার কালে "আর একটু হইলেই এক মুষ্টি ভুট্টার জন্য আমি ভারত-সাম্রাজ্য হারাইছিলাম" শের সাহের এই সরল উত্তরে শত সাধুবাদ ঊনবিংশ শতাব্দীতে ইউরোপের মন্ত্রশিষ্য আমরা, আমরাও রুটি চাই, কিন্তু কাহারও কাড়িয়া খাইতে প্রবৃত্তি রাখি না রুটিমন্ত্র আমরা কপটতার রুমালে ঢাকা দিব না জাতীয় মহাসমিতি করি, দেশের রুটি বাড়াইবার জন্য, রুটির কথাতেই জুরীর পক্ষে জোর পৌঁছে শাসন-বিভাগ হইতে বিচার-বিভাগ পৃথক্ করিতে

চাই, তাও ঐ রুটির জন্য সবিনয়ে নিবেদন করি, যাঁহারা এদেশের সবল বিশ্বাসী সুসন্তান, তাঁহারা যেন রুটির কথা কমালে না ঢাকেন যে সন্ন্যাসী সেও চেঁচায়, "চড়্‌নে কো টাট্টু, পবনেকো পট্টু, খানাকো লাড্ডু, দেলায়ে দে রামজী" আর যে গৃহস্থ, তাহার কি মুক্তকণ্ঠে সর্ব্ব কার্য্যে রুটির জন্য গলদ্ ঘর্ম্ম শ্রম করা উচিত নয়?

ইংরেজ উৎযোগী পুরুষ তাঁহার জাতীয় নিশানে সিংহ আঁকা আমাদের জাতীয় নিশান করিতে কেহ বলেন, "পদ্ম আঁক," কেহ বলেন "পলাশ লেখ" আমি বলি, যে দেশে কোটি কোটি দরিদ্র, নিত্য নিত্য দুর্ভিক্ষ, সে দেশের জাতীয় নিশানে "রুটি" লেখ কেবল লেখা কেন, আস্ত রুটি খুলিয়া নিশানের শিখায় বাঁধিয়া দেও, দেখ, অযুত অভুক্তের মনে বল আইসে কিনা? রুটি, মহাবল গর্ত্তে খাবার ছিল বলিয়াই ইন্দুর ভিক্ষুকের ভিক্ষায় "উৎপ্লুতা" খাইতে সাহসী হইয়াছিল দূত বঙ্গদেশ দর্শন করিয়া সম্রাটকে সংবাদ লিখিয়াছিলেন, "যে দেশে খোদা নারিকেল গাছে দুই টুকরা রুটি এবং এক পেয়ালা জল রাখিয়া দিয়াছেন, সে দেশ জয় করা সহজ নয়" ঘরে খাবার থাকিলে যমে ভয় করে, মানুষ শত্রু ত ছোট কথা পুরোহিত কাণে মন্ত্র পড়ুন রুটি, রুটি, রুটি গুরু দীক্ষা দিন রুটি, রুটি, রুটি প্রত্যেকে রুটি উপার্জ্জনে শ্রমশীল হউক, কেহ যেন পরমুখ প্রেক্ষী, পরের গলগ্রহ না থাকে। অহঙ্কারস্ফীত, শতছিদ্র, বিচ্ছিন্ন, পাঁউরুটি নয়, কিন্তু স্বাধীন স্বতন্ত্র অথচ ঘন-সন্নিবিষ্ট ত্রিশ কোটি প্রাণের সাধুতা, শ্রমশীলতা, সৎসাহস উপার্জ্জিত ত্রিশকোটি পরতে পরতে পরোটা রুটি ঊনবিংশ শতাব্দীর উচ্চ শিক্ষা হউক

স, ২১শ্রাবণ, ১৩০০।

মুমূর্ষু শতাব্দীর শোকাশ্রু।

আমরা কলিকাতার মৃত্যু তালিকা পড়িয়া থাকি, কিন্তু ইহার সাপ্তাহিক শোকভার পরিমাণ করি না, পরিমাণ করিতে পারি না। কত মা সন্তান হারাইয়া হাহাকার করিতেছে, কত সন্তান পিতৃমাতৃহীন হইতেছে, কত পতির গৃহ শূন্য হইতেছে, কত সতী পতিশোকে সংসার আঁধার দেখিতেছে। কলিকাতা একটী লোকের পরিবার হইলে, একজন গৃহস্থ ইহার সকল শোক পাইলে, তাহার জীবন, কি ভয়াবহ হইত! আমরা যখন সকলের শোক আপন বলিয়া অনুভব করিতে চাই, তখন একবারে অধীর হইয়া পড়ি; তখন একখানি অশ্রুকাবোর পবিত্র প্রবাহ আমাদের হৃদয়ের প্রতিস্তর ভিজাইয়া দেয়। একটী নগরের সাপ্তাহিক শোকাঘাত এইরূপ। একটী মহাদেশের শোকভার সাগর তুল্য। পৃথিবীর মাসিক, বার্ষিক এবং শতাব্দীর সঞ্চিত শোক কে ধারণা করিতে পারে? যে পারে সে দেবতা। এক শোকাতীত পুরুষ অনন্তকালের অনন্ত অশ্রুকণা গণনা করিতেছেন, নরনারী সেই এক আনন্দময়ের চরণে সকল বেদনা নিবেদন করিয়া সান্ত্বনা পাইতেছে, সংসার চলিতেছে।

আমরা গত পূর্ব্ব সপ্তাহে এক সঙ্গে ভাস্করানন্দ ও রমেশচন্দ্রের শোকসৎকার করিয়াছি। এক দিকে ধর্ম্মময় জীবনের জলন্তশ্মশান, অপর দিকে কর্ম্মময় জীবনের করালসমাধি। কেবল বাঙ্গালী নহে, ভারতবর্ষের সর্ব্বত্র সকলে এ শোক আপনার বলিয়া অনুভব করিয়াছে। আমরা ইহার, উহার, তাহার অভাব অনুভব করি না। কিন্তু জগতে এরূপ লোক জন্মে, যাহারা সকলের ও সকল সময়ের। ইহাঁরা শতাব্দীর

অমূল্য সম্পত্তি ইহাঁদের অপূর্ব্ব কর্ম্ম লইয়াই ইতিহাস আপন অঙ্গ পুষ্ট করিয়া থাকে উনবিংশ শতাব্দীর বিসর্জ্জনের দিন যতই নিকটবর্ত্তী হইতেছে আমরা ততই ঘন ঘন শোক পাইতেছি মুমূর্ষু শতাব্দীর এক বৎসর অবশিষ্ট আছে, আশঙ্কা হইতেছে উহা আমাদিগকে কম কাঁদাইবে না।

ভারতবর্ষে যাঁহারা উনবিংশ শতাব্দীর যুগসৃষ্টি করিয়াছিলেন তাঁহারা একে একে বিদায় লইতেছেন, যে দুই একজন আছেন তাঁহারা কবি কেম্বেলের "শেষ মানুষের" ন্যায় একাকী এক পার্শ্বে দাঁড়াইয়া মহা প্রলয় দেখিতেছেন পূর্ব্বগত সুহৃদ্‌গণের আকর্ষণে তাঁহাদের শেষের দিনও ঘনাইয়া আসিতেছে ইহাঁদের অভাবে আমাদিগের আর সমস্বরে আহা বলিবার সুযোগ থাকিবে না যে জাতি একই মুহূর্ত্তে সহস্র চক্ষুতে কাঁদিবার অবসর পায় না, সে জাতি অতিশয় হতভাগ্য এতদিন আমরা শোকে সৌভাগ্যশালী ছিলাম রাজা রামমোহন হইতে সে দিনের মিত্র-শোক পর্য্যন্ত মহাশ্মশানের যে পবিত্র চিতাভস্ম বহিয়াছে তাহা পশুপতিরও অঙ্গরাগ যোগ্য যখন শতাব্দীর শোক আমাদিগকে আঘাত করে, তখন যেন ভারতযুদ্ধের অবসানে ধর্ম্মক্ষেত্র কুরুক্ষেত্রে নারী পর্ব্বের অশ্রু-অধ্যায় খুলিয়া যায় তখন আমরা দিশাহারা হইয়া কাহারও উত্তরীয়, কাহারও পরিধেয়, কাহারও কার্ম্মুক কবচে আপন জনের পরিচয় লই—শতবার তাহাদিগকে দেখিয়াও হৃদয়ের তৃপ্তি হয় না। এক অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষা থাকিয়া যায় এই আকাঙ্ক্ষাই জীবনচরিতের প্রাণ আমরা এদেশে জীবন চরিতের যোগ্য চরিত্র দেখিতে পাইতেছি, ইহা কম সৌভাগ্যের বিষয় নহে আমরা আজ মুমূর্ষু উনবিংশ শতাব্দীর সমগ্র শোকাশ্রুর পরিমাণ করিতে চাই না, ভারতবর্ষের বেদনার কথাও ভাবিব না, বঙ্গদেশের সন্তাপের চিত্র গ্রহণ করিব ধর্ম্ম, সমাজ,

রাজনীতি ও শিক্ষা সাহিত্য এই চিত্রের চারি অঙ্গ। আমাদের জাতীয় অশ্রুকাব্য চারি সর্গে বিভক্ত

ধর্ম্মবীর রাজা রামমোহন ব্রিষ্টলে চিরবিশ্রাম লাভ করিয়াছেন, যখন তাঁহার সম্বন্ধে অক্ষয়কুমারের আর্ত্তনাদ পড়ি, তখন সমস্ত রোমকূপ হইতে যেন অশ্রুপাত হইতে থাকে তিনি বিলাতের মুক্ত বায়ুতে অন্তরীক্ষে থাকিয়া কোন্ মহাশক্তির ফুৎকার করিতেছেন তাহা তিনি ভিন্ন কেহ জানেন না এখনও তাঁহার সমাহিত অস্থির তেজ বুঝিবার সময় হয় নাই যখন সময় হইবে তখন আমরা তাঁহার ব্রিষ্টলে তিরোভাবের বিধিনির্ব্বন্ধ বুঝিতে পারিব ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র, পরমহংস রামকৃষ্ণ, ভক্ত বিজয়কৃষ্ণ এক একটী দর্শনীয় চরিত্র। আমরা ইহাঁদের সঙ্গে সরস্বতী দয়ানন্দ, তৈলঙ্গ স্বামী, বিশুদ্ধানন্দ ও ভাস্করানন্দকেও গ্রহণ করিব তাঁহারা উত্তর পশ্চিমের হইয়াও বাঙ্গলার। কেননা তাঁহারা সকলের—ভারতের ইহাঁদের শোকে বঙ্গদেশ অতি কাতরে অশ্রুপাত করিয়াছে ইহাঁদের তুল্য কেহ রহিল না, বাঙ্গালী কাহার দিকে তাকাইবে ?

সমাজের শিরে সেই রাজা রামমোহন, চিতার পার্শ্বে দাঁড়াইয়া সতীর অশ্রু মোচন করিতেছেন, গঙ্গাসাগরে নিক্ষিপ্ত সন্তানকে ক্রোড় পাতিয়া গ্রহণ করিতেছেন। তাঁহারই পশ্চাতে দয়ারসাগর ঈশ্বরচন্দ্র—বিধবার "বেঁচে থাক বিদ্যাসাগর"। রাসবিহারীর জন্য পূর্ব্ব বঙ্গ কাঁদিয়াছে বঙ্গদেশে আমরা অধিক সংখ্যক সংস্কারক দেখিতে পাই না। বাঙ্গালীর সমাজ অনেকাংশে নিশ্চল ও নিশ্চিন্ত। সরলতা থাকিলে আমরা এখানে আরও অধিক সংখ্যক মহাপুরুষের সাক্ষাৎ পাইতাম। পণ্ডিত ডাইওজেনাস্ দিবসে লণ্ঠন লইয়া পথ চলিতেন, কেহ জিজ্ঞাসা করিলে বলিতেন—"সরল সাধু লোক খুঁজিতেছি" সরল সাধু লোক বাস্তবিক

বড় দুর্লভ সামাজিক কপটাচারের বাহুল্য বশতঃ আমরা সমাজসংস্কার অধিক দেখিতে পাই নাই এখানে জাতীয় অশ্রুপাতের সময় অবসর উপস্থিত হয় নাই

রাজনীতি প্রজার রাজনীতি চর্চ্চা, সেদিনের বস্তু সে রামগোপাল কই? সে হরিশ্চন্দ্র কই, সে কৃষ্ণদাস কই? বঙ্গদেশে যাঁহারা রাজনীতিচর্চ্চা ব্রত বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাঁহারা আর নাই যুগস্রষ্টাগণের তিরোভাব হইয়াছে; যাঁহারা আছেন তাঁহাদের অভাব জন্য, সময় হইলে বিংশ শতাব্দী শোক করিবে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে যেরূপ কলহের সূচনা হইতেছে, নিন্দিত নীতির যেরূপ প্রসার বাড়িতেছে, তাহাতে পরস্পর হত্যার সম্ভাবনাই অধিক শোকের জন্য কিছু থাকিবে কি না জানি না হত্যায় মৃত্যু ঘটিলে জাতীয় শোকের আর সম্ভাবনা কি? অপমৃত্যুর জন্য ব্যবস্থা স্বতন্ত্র

শিক্ষা ও সাহিত্যে—আবার সেই রামমোহন ও বিদ্যাসাগর অতুলনীয় যুগল মূর্ত্তি রামতনু, দ্বারকানাথ, রাজেন্দ্রলাল, কৃষ্ণমোহন, শিক্ষার উৎকৃষ্ট ফল সাহিত্যের ফল,—অক্ষয়কুমার, বিদ্যাসাগর, মধুসূদন, দীনবন্ধু, বঙ্কিম, ঈশ্বরচন্দ্র যেমনটী গিয়াছে তেমনটী আর হইবার নহে বর্ত্তমান সময়ে সাহিত্যের যে অবস্থা, তাহাতে লোকে ইহাঁদের অভাব পদে পদে অনুভব করে

ধর্ম্ম বলিয়া নয়, সমাজ বলিয়া নয়, রাজনীতি, শিক্ষা, সাহিত্য বলিয়া নয় দ্বারভাঙ্গার মহারাজা লক্ষ্মীশ্বরের জন্য বঙ্গদেশ চিরদিন কাঁদিবে। মনের সামর্থ্যে হৃদয়ের সবলতায় এরূপ লোক এদেশে অধিক জন্মে নাই মহারাণী শরৎসুন্দরী, মহারাণী স্বর্ণময়ীর জন্য কে না কাঁদে, বল? কি ধর্ম্ম, কি সমাজ, কি রাজনীতি, কি শিক্ষা কি সাহিত্য সমস্ত বৃক্ষ ফলহীন পত্রহীন হইয়া পড়িয়াছে শুষ্ক শাখায় বসিয়া কর্কশকণ্ঠ

কৃষ্ণকায় বায়সকুল কোলাহল করিতেছে চাহিলে চিত্ত উদাস হইয়া পড়ে

বঙ্গদেশে এই ঊনবিংশ শতাব্দীতে যখন মুসলমান রাজত্বের অবসান, ইংরাজ রাজত্বের আরম্ভ, এই সন্ধিসময়ে মহাপুরুষগণ জন্মগ্রহণ করিয়াছেন শতাব্দী যতই মরণের পথে অগ্রসর হইয়াছে, শাসননীতি, সমাজনীতি যতই ভিন্ন পথ অবলম্বন করিয়াছে, ততই খর্ব্বশক্তি পুরুষের আবির্ভাব হইতেছে দুই একটী বিরোধী দৃষ্টান্ত না আছে এরূপ নহে, কিন্তু আমরা মহাপুরুষের শোকে অশ্রুপাত করিবার সময় সর্ব্বদাই আক্ষেপ করিয়া থাকি,—তাঁহাদের আর দ্বিতীয় রহিল না এই আক্ষেপে আমাদের উক্তি প্রমাণ করিতেছে

মুমূর্ষু শতাব্দীর শোকচর্চ্চার প্রধান ফল এই যাঁহারা অশ্রুকণা কহিনুর তুল্য মহামূল্য বলিয়া সাবধানে রক্ষা করিবেন, সময়ে সময়ে পরীক্ষা করিবেন তাঁহাদের জন্য বিংশ শতাব্দী বৃথা আসিবে না সকল মানুষ মনুষ্যোচিত জীবনযাপন করে না যাঁহারা করেন, তাঁহারাই স্মরণীয়, তাঁহারাই জাতীয় সম্পদ তাঁহাদের জন্য যে জাতীয়শোক, তাহা হইতে ভবিষ্যৎ যুগের উপাদান সংগৃহীত হইয়া থাকে শোকে চরিত্র শুদ্ধ হয়। এই শতাব্দীর সঞ্চিত শোকে বাঙ্গালীর চিত্ত নির্ম্মল হউক আমরা এখন মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ও গৃহস্থ তপস্বী রাজনারায়ণের দিকে চাহিয়া মুমূর্ষু শতাব্দীর শোকাশ্রু সংবরণ করিতেছি

স, ১৯ শ্রাবণ ১৩০৬

ঊনবিংশ শতাব্দির মানচিত্র।

শত বর্ষে চন্দ্র সূর্য্যের উদয় অস্তের একটা বিরাট অধ্যায় সমাপ্ত হইতে চলিল। আমরা এই গ্রহ উপগ্রহে সময়ের পরিমাণ করিয়া থাকি। সময়ের পরিমাণ পদ্ধতি আছে, কিন্তু উহার চিত্র আঁকিবার কোন যন্ত্র নাই। জ্যোতিষ্কগণের সহস্র বর্ষ পরিক্রমেও আকাশমণ্ডলে কোন পদচিহ্ন পড়ে না, আদি অন্তহীন কালেরও পৃথিবীতে কোন প্রত্যক্ষ চিত্র থাকে না। ইতিহাসে আমরা উহার প্রতিকৃতি রাখিতে যত্ন করি, কিন্তু উহা যুদ্ধ বিগ্রহ, শাসন সংরক্ষণ ও রাজ্য বিস্তারের সংবাদে পরিপূর্ণ। মাস তিথিতে লিপিবদ্ধ ঘটনাপুঞ্জের কঙ্কাল লইয়া ইতিহাস সময়ের সুন্দর সুন্দর সৌধ নির্ম্মাণ করে বটে, কিন্তু উহা সময়ের মানচিত্র নহে। ইতিহাসের অন্তরালে জাতীয় মানসপটে, বুঝিবার জন্য, ভাবিবার জন্য, অনুসরণ করিবার জন্য, যাহা অঙ্কিত হয়, তাহাই সময়ের চরিত্র—শতাব্দীর মানচিত্র।

ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম পদক্ষেপে ১৮০১ খৃঃ অব্দে শিখসূর্য্য রণজিৎ সিংহ "মহারাজা" উপাধি গ্রহণ করেন। মহারাজা একচক্ষু হইয়াও অতিশয় দূরদর্শী ছিলেন। "সব্ লালে লাল হো যাগা" ঊনবিংশ শতাব্দীর ভারতচিত্রে তাঁহার ভবিষ্যদ্বাণী সফল হইয়াছে। আমরা এই ভৌগোলিক মানচিত্রের কথা তুলিব না; পৃথিবীর উপর শতাব্দীর আলোক চিত্র ধরিবারও যত্ন করিব না। ভারতবাসীর জাতীয় চরিত্রে সভ্যতাসংশিত ঊনবিংশ শতাব্দীর কিরূপ প্রতিবিম্ব পড়িয়াছে, আমরা তাহারই কিঞ্চিৎ আলোচনা করিব।

ঊনবিংশ শতাব্দীর মানচিত্র বুঝিতে হইলে প্রথমে একটী বিষয়

ভাবিয়া দেখিতে হইবে ইহা গত শতাব্দী গুলির পরিপক্ক পরিণতি বাল্যের আলোকচিত্র দেখিয়া আপনাকে ঐরূপ বলিয়া বিশ্বাস হয় না, কিন্তু সেই—এই বাল্যের সেই সরল স্বভাব পরিচ্ছন্ন তুমি, আর এই যৌবনের দীর্ঘ অসিতশ্মশ্রু চোগাচ্ছাদিত চেইন চশমা ধারী তুমি, উভয় তুমি সত্ত্বায় এক, স্বভাবে অবয়বে অনেক পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে মাত্র এই উনবিংশ শতাব্দী, গত শতাব্দীগুলি কেন, চন্দ্র সূর্য্যের প্রথম উদয় এবং আদি মাতার প্রথম আবির্ভাবের সঙ্গে একই সূত্রে গ্রথিত জাতীয় স্বভাবের বহু বর্ণ-সংযোগ ও সমন্বয়ে এই উনবিংশ শতাব্দীর মানচিত্র অঙ্কিত হইয়াছে অষ্টাদশ শতাব্দীর মুখশ্রীর আভাস ইহাতে স্পষ্ট প্রকাশ পাইতেছে

মানুষেই সমাজের মানচিত্র অঙ্কিত করে তাহারা "মুমূর্ষু শতাব্দী"তে যাঁহাদের জন্য অশ্রুপাত করিতেছি, তাঁহারাই ইহাতে বর্ণযোজনা করিয়াছেন তাঁহাদের কর্ম্ম রেখায়ই দ্রাঘিমা ও নিরক্ষবৃত্ত চিহ্নিত হইয়াছে কর্ম্ম আদর্শসাপেক্ষ অষ্টাদশ শতাব্দীতে ভারতবাসীর সমক্ষে একটী অদ্ভুতকর্ম্মা জাতির আত্মস্বরূপ পূর্ণাকারে প্রকাশিত হইয়াছে ভারতে সপ্তদশ শতাব্দীর ইংরেজ, বণিক, অষ্টাদশ শতাব্দীর ইংরেজ—বণিক ও সৈনিক, উনবিংশ শতাব্দীর ইংরেজ—বণিক, সৈনিক ও সম্রাট্। ১৮০১ খৃঃ অব্দে ইংরেজ কর্ণাটের রাজা, ১৮০৪ অব্দে ইংরেজ ভারতের সর্ব্বময় প্রভু। ঐ সময় হইতে এই সময় পর্য্যন্ত ইংলণ্ডের কত মন্ত্রী, ভারতে কত রাজ প্রতিনিধির আবির্ভাব তিরোভাব হইয়াছে, কিন্তু এক অটল ব্রিটিশশক্তি ভারতের জাতীয় চরিত্রে যে বর্ণযোজনা করিয়াছে, তাহাতেই ভারতের মানচিত্রের বর্ত্তমান বিকাশ।

কিন্তু তাই বলিয়া ভারতবর্ষ ব্রিটনে সমাচ্ছন্ন হইয়া পড়ে নাই সপ্তদশ শতাব্দীর ওলন্দাজের ছায়া এখনও ক্ষীণ বিক্ষিপ্ত আকারে ভারতবর্ষে

বিদ্যমান রহিয়াছে নবম শতাব্দীর শঙ্করভাব বেদান্ত দর্শনের চর্চায় প্রকাশ পাইতেছে পঞ্চদশ শতাব্দীর পঞ্চদশ সহস্র শিষ্যের অধ্যাপক পক্ষধর মিশ্র, ভাস্করানন্দ প্রভৃতিতে আবির্ভূত হইয়াছিলেন বর্ত্তমান শতাব্দীর এই শ্রেণীর লোকশিক্ষকগণের শিষ্য সংখ্যা একবার গণিয়া দেখ। ভাস্করানন্দের সকল শিষ্যের এক সময়ে একত্র সমাবেশ দেখিলে প্রধান সেনাপতি স্যার উইলিয়ম লক্‌হার্টও শিহরিয়া উঠিবেন। অষ্টাদশ শতাব্দীর জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন, শ্রীরাম শাস্ত্রী, মহারাজ জয় সিংহ, জগদীশ তর্কালঙ্কার, রায় গুণাকর, কবিরঞ্জন, মহম্মদ মহসীন, অহল্যা বাই, রাণী ভবানী কাহারও স্পর্শ ঊনবিংশ শতাব্দী হইতে মুছিয়া যায় নাই; বরং শিক্ষিত সমাজের সাহিত্য, বিজ্ঞান, কাব্য চর্চ্চায় এবং মহারাণী স্বর্ণময়ী, শরৎসুন্দরী, মুন্সী কালীপ্রসাদ ও মিঃ টাটার দানশীলতায় তাহা ভিন্ন আকারে বিকশিত হইয়াছে। ঋষিগণের উপাসনা পদ্ধতি রাজা রাম মোহন রায়ের প্রবর্ত্তিত প্রণালীতে রহিয়া গিয়াছে। বুদ্ধের জ্ঞান, চৈতন্যের ভক্তি কিছুই জীর্ণ হইয়া যায় নাই পুরাতন যুগের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ কেমন এক নূতন ভঙ্গীতে অতীত শতাব্দীর চিত্র আনিয়া বর্ত্তমানকে বুঝাইয়া দিতেছে, ভাবিলে বিস্মিত হইতে হয়

অতীতের স্মৃতিতে, ব্রিটিশ জাতির আদর্শে, যুগস্রষ্টাগণের হস্তে চিত্রিত হইয়াছে—জ্ঞানার্জ্জনস্পৃহা, সাম্য ও স্বাধীনভাব কেহই আর অজ্ঞান অন্ধকারে থাকিতে চাহে না শিক্ষামন্দিরে সিদ্ধ উপাসক মেঃ আনন্দমোহন ও মেঃ পুরুষোত্তম পাবঞ্জপে ঊনবিংশ শতাব্দীর মানচিত্রে এক অপূর্ব্ব বর্ণপ্রভা ছিটাইয়া দিয়াছেন শিক্ষা হইতে সাহিত্যের স্ফূর্ত্তি হইয়াছে জাতীয় চরিত্রে সাহিত্যচর্চ্চার আকাঙ্ক্ষা ঊনবিংশ শতাব্দীর এক দর্শনীয় অংশ জনসাধারণ সাম্য চাহিতেছেন। প্রত্যেক ভারতবাসীর চিত্র পাঠ কর,—এই তিন বর্ণের আধিক্য দেখিতে

পাইবে এই যুগধর্ম্ম বোধ করিবার উপায় নাই বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার "সাম্য" সংহারে সদ্বিবেচনার কার্য্য করিয়াছেন, বলিতে পারি না। সাম্যের ফল—জাতীয় একতা সাম্যের পূজা না থাকিলে, আজি কংগ্রেস কোথায় থাকিত? রাজনীতির অনুসরণ কে করিত? শিক্ষা সাহিত্য, সাম্য, সৌহার্দ্দ্য সকলেরই আদি অন্ত স্বাধীনভাব ব্রিটনের আদর্শে ইহা এদেশে উৎকর্ষ লাভ করিতেছে স্বায়ত্বশাসনআকাঙ্ক্ষার উৎপত্তি এই স্থানে, স্ত্রীজাতির অধিকার ও তিষ্ঠার চেষ্টা এদিকে বাবু কালীপ্রসন্নের 'নারীজাতি বিষয়ক প্রস্তাব" সংহার দেখিয়া ঊনবিংশ শতাব্দী দুঃখ প্রকাশ করিতেছে স্বাধীনভাব এই মানচিত্রের অভ্যুন্নত হিমাচল; সাম্য ও সৌহার্দ্দ্য ইহার গঙ্গা যমুনা, শিক্ষা সাহিত্য ভারত সাগর তুল্য সুগভীর ও সুবিস্তৃত

মানচিত্র দেখিলে লাভ আছে ঊনবিংশ শতাব্দীর কর্ম্মময় জীবনের আদর্শ দেখিয়া, শতাব্দীর ভাব বর্ণ প্রত্যক্ষ করিয়া কে নিশ্চিন্ত থাকিতে পারে? ভৌগোলিক মানচিত্র দেখিলে সম্রাট্‌গণের রাজ্যবিস্তারস্পৃহা বলবতী হইয়া উঠে, সময়ের মানচিত্র দেখিলে মানবজাতির উন্নতির ক্ষেত্র প্রশস্ত হয় ভারতবাসীর জাতীয় চরিত্রে ঊনবিংশ শতাব্দীর পদচিহ্ন কি, তাহা সম্মুখে রাখিয়া কার্য্য করিলে কেহ ধর্ম্মকে মলিন করিতে পারেন না; সমাজ ও সাহিত্য কলঙ্কিত দেখিতে চাহিবেন না সময় গণনায় এই শতাব্দীতেই আমাদের "ঊন"র সঙ্গে প্রথম সাক্ষাৎ ইহাতে যে অনেক বিষয় অপূর্ণ রহিয়াছে, তাহা বলা বাহুল্য সভ্যতার সঙ্গে সঙ্গে মানচিত্রে বিলাসিতার কৃষ্ণচিহ্ন পড়িতেছে, সময়ে সময়ে নিন্দনীয় সাহিত্য সংগ্রাম ও আত্মদ্রোহ প্রকাশ পাইতেছে এই সকল "প্লেগ স্পট" দূর করিবার জন্য সকলেরই যত্ন করা উচিত। সময়ের স্থায়ী সুভাবগুলি লক্ষ্য করিয়া যদি আমরা জাতীয়জীবনের পথে অগ্রসর হইতে

পারি, তবে মনে করিব, ঊনবিংশ শতাব্দীর মানচিত্র নিষ্ফল অঙ্কিত হয় নাই।

স, ২৬ শ্রাবণ ১৩০৬

বিংশ শতাব্দীর পূর্ব্বাভাস।

"ছায়া অগ্রগামিনী" সকল দেশের কাব্য ও ইতিহাস সমস্বরে এই কথা স্বীকার করিতেছে। ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রকৃতিতে আমরা বিংশ শতাব্দীর পূর্ব্বাভাস প্রাপ্ত হইতেছি। যে সাম্য ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রাণ, ভারতবর্ষে যাহা ধর্ম্ম ও সমাজে ধীরে ধীরে স্থানলাভ করিতেছে, যাহা নাগরিক স্বায়ত্ত শাসনে বদ্ধমূল হইতেছে, বিংশ শতাব্দীতে উহার বিরাট ছায়া কল্পনা করিতেও শরীর পুলকিত হইয়া উঠে। সে দিনের স্বায়ত্ত শাসন, নানা বাধা বিঘ্নের মধ্যেও আপন শক্তি প্রকাশ করিতেছে। সময়ের স্রোত, রোধ করিবার কাহারও সামর্থ্য নাই।

অষ্টাদশ শতাব্দীর তৃণপুত্তলের উপর বর্ত্তমান শতাব্দী যেরূপ অবলেপ ও বর্ণরাগ যোজনা করিয়াছে, বিংশ শতাব্দী ঊনবিংশ শতাব্দীর উপর সেরূপ করিবার সময় পাইবে না। ভারতবর্ষের ইতিহাসে অষ্টাদশ শতাব্দী একটী স্মরণীয় সময়। মুসলমান রাজত্বের পতন ও ইংরেজ রাজত্বের প্রতিষ্ঠা—এই সন্ধিসময়ে লোকচরিত্রে যে অভিনব উচ্ছৃঙ্খলের সূত্রপাত ঘটিয়াছিল, তাহা ভারতবর্ষের ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে মুদ্রিত থাকিবে। ঊনবিংশ শতাব্দীতে শান্তি স্থাপিত হইয়াছে, শাসনসূত্রে সংবদ্ধ হইয়াছে, সমতানে শাসনশক্তি পরিচালিত হইতেছে। বিংশ শতাব্দীতে ব্রিটিস জাতি, আপনাকে অধিকতর সুদৃঢ় করিবার জন্য যত্ন করিবে। এই সঙ্গে

ভারতবাসীর জাতীয় জীবনও সুদৃঢ় ভিত্তির উপর স্থাপিত হইবে। প্রশান্ত সময়ে রাজশক্তি ও প্রজাশক্তি সমানুপাতে বলসঞ্চয় করিয়া থাকে।

কিন্তু প্রশান্ততা রক্ষার পক্ষে কতকগুলি রাজনৈতিক বিভীষিকা বর্ত্তমান আছে। ইউরোপের শক্তিপুঞ্জ একে অন্যের বিরুদ্ধে অভিযান করিলেও তাহাদের ব্যক্তিত্ব রক্ষার একটা মূলনীতি গঠিত হইয়া গিয়াছে। বার্লিনসন্ধি শক্তিসাম্যরক্ষার একটী অলঙ্ঘ্য শাস্ত্র। কিন্তু এসিয়ায় তাহাদের কোন শাস্ত্র সংহিতা নাই। জাপান, চীনের দীনতা দেখাইয়া কতদূর অবিবেচকতার কার্য্য করিয়াছেন, ইতিমধ্যেই তাহা প্রমাণিত হইয়াছে। চীন এখন ইউরোপের মধুচক্র, জাপান স্বয়ং লোভের সামগ্রী হইয়া পড়িতেছে। মৃগশিশুর শ্রী দেখিয়া যখন ব্যাধ শতমুখে তাহার প্রশংসা করে, তখন স্বতঃই মনে হয়, উহার শরবিদ্ধ হইবার আর অধিক বিলম্ব নাই। ইউরোপের প্রধান প্রধান সংবাদপত্রে জাপানের প্রশংসা একটী ভাবী বিপত্তির আভাস প্রদান করিতেছে। জাপানের সঙ্গে চীনের বন্ধুতার শব্দ শুনিয়াই রুষ গর্জ্জিয়া উঠিয়াছে। চীনের জন্য জাপানকে যদি প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয়, তবে উহা বিংশ শতাব্দীর সামান্য ঘটনা হইবে না। এই সূত্রে চীন জাপান সাগরে যে দুর্জ্জয় শক্তি সঙ্ঘাত হইবার সম্ভাবনা, তাহা ভাবিতেও শরীর শিহরিয়া উঠে। এসিয়ার কোষ্ঠিপত্র, জ্যোতিষ্কগণ অপেক্ষা ইউরোপের রাজগ্রহ উপগ্রহের গতিবিধির উপর অধিক পরিমাণে নির্ভর করে। সামরিক শতরঞ্চে কখন্ কিরূপে অশ্বচক্র ও হস্তী স্বয়ম্বর হইয়া যায়, তাহা কেহ বলিতে পারে না। ইউরোপের শক্তিপুঞ্জ এসিয়ার কুরুক্ষেত্রে রণরঙ্গে মত্ত হইলে ভারতের শান্তিভঙ্গের সম্ভাবনা। রুষিয়ার শান্তি ঘোষণার কোন মূল্য নাই। সম্রাট্ নিকলস্ বাণপ্রস্থ অবলম্বন করিলে বিংশ শতাব্দী হয় ত একটী বিপ্লব সম্মুখে করিয়াই ভূমিষ্ঠ হইবে। এদিকে গ্লাডষ্টোন, বিকন্‌স ফিল্ড ও বিসমার্কের ন্যায় লোকের স্থলবর্ত্তী

নাই বিংশ শতাব্দী সমতানে শ্রীশ্রীমতী ভিক্টোরিয়ার বিস্তৃত পুণ্যপ্রভা কোথায় পাইবে?

বিধাতার এক গূঢ় অভিপ্রায় সিদ্ধির জন্য ভারতবর্ষে ব্রিটিস জাতির আবির্ভাব হইয়াছে ইংরেজ সুচতুর ও সাবধান ইংরেজ ভারতবর্ষকে বহিঃশত্রুর আক্রমণ হইতে প্রাণপণে রক্ষা করিবে ইউরোপের শক্তিপুঞ্জ এসিয়ায় মল্লযুদ্ধে প্রবৃত্ত না হইলে, ভারতে ইংরেজ শাসন চারিদিকে শান্তি বিস্তারে সমর্থ হইবে উনবিংশ শতাব্দীতে ইংরেজের রাজ্যবিস্তার নীতি একরূপ উপসংহারে উপনীত হইয়াছে এখন ইংরেজ গবর্ণমেণ্ট আভ্যন্তরিক উন্নতি জন্য বিশেষ মনোযোগ প্রদান করিতে সমর্থ হইবেন লর্ড হামিল্টন সেদিন বজেট সমালোচনায় ভারতে কার্য্যকরী শিল্পশিক্ষার আবশ্যকতা বুঝাইয়াছেন, লর্ড কার্জ্জন দেশীয় শ্রমশিল্পের অকৃত্রিম সুহৃদ ও রেলওয়ে বিস্তারের অতিশয় পক্ষপাতী ইহাঁরা ভারতে বিংশ শতাব্দী আবাহন করিবেন ভারতবাসী কার্য্যকরী শিক্ষা চাহিতেছে বিংশ শতাব্দীতে ভারতে বাহ্য সম্পদের স্ফূর্ত্তির পূর্ব্বলক্ষণ স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে

রাজা প্রশান্তচিত্তে আভ্যন্তরিক উন্নতি জন্য যত্নবান হইলে সেই সুযোগে ধর্ম্ম, সমাজ, সাহিত্য সমস্তই সজীবতা প্রাপ্ত হইতে থাকে উনবিংশ শতাব্দীতে রাজা রামমোহন, সরস্বতী দয়ানন্দ, পরমহংস রামকৃষ্ণ প্রভৃতি ধর্ম্মজগতে এক নব শক্তি সঞ্চার করিয়াছেন প্লাবন স্রোতে যেরূপ এক দিকে পঙ্কিলতা ধুইয়া যায়, আবার অন্যদিকে অনেক আবর্জ্জনা ভাসিয়া আসিয়া থাকে প্লাবন অন্তে জল নির্ম্মল হয় উনবিংশ শতাব্দীর ধর্ম্মপ্লাবনেও অল্প অবর্জ্জনা সঞ্চিত হয় নাই কত রূপ—কত অপরূপ বিংশ শতাব্দীতে লোকে কেবল গৈরিক বসন, গৈরিক উষ্ণীষ, করঙ্গ কমণ্ডলুর আড়ম্বর দেখিয়া ভুলিবে না বেদ ও গীতা বলিতে গদ্‌গদ্

হইবে না, ধ্যান ধারণা বলিতে গলিয়া যাইবে না এখনই তাহার পূর্ব্বাভাস দেখা যাইতেছে যাঁহারা ধর্ম্মের আতসবাজীর আসরে হাউইর ন্যায় আকাশে উড়িয়াছিলেন, তাঁহাদের অনেকে এখন দগ্ধ তৃণখণ্ডের ন্যায় ভূমিতে গড়াইতেছেন হিন্দুসমাজ, কেবল অতীতে কি ছিলাম, তাহা ভাবিয়া বিভোর না হইয়ে ভবিষ্যৎ উহাকে উজ্জ্বল আলোক দান করিবে বিংশ শতাব্দীর লোক সহজে ধর্ম্মের পরিচ্ছদে মুগ্ধ হইবে না ধর্ম্ম মহাসমিতির প্রসাদে সাম্প্রদায়িকতার দুর্গ অনেক স্থানে ভাঙ্গিয়া পড়িবে

ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে সমাজের যেরূপ অবস্থা ছিল, এখন তাহার অনেক পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে সামাজিক সমিতিতে যে সকল সংস্কারের প্রস্তাবনা হইতেছে, সরলতার একটু হিল্লোল পাইলেই উহা কার্য্যে পরিণত হইবে রাজাস্থানে ওয়াল্টারকীর্ত্তি-সমাজ তাহার প্রমাণ অন্তরে আকাঙ্ক্ষা ও বাহিরে কপটতা লইয়া সমাজ অধিক দিন চলিতে পারে না শিক্ষার প্রসাদে মহিলা সমাজে যে পরিবর্ত্তন লক্ষিত হইতেছে, তাহাতে সমগ্র সমাজ আন্দোলিত হইবে বিলাতে মহিলা মহাসমিতি এক নূতন যুগের সূচনা করিয়াছে ভারতবর্ষ সে যুগপ্রবাহ হইতে দূরে থাকিতে পারিবে না

বিংশ শতাব্দীতে কাব্য সাহিত্য সম্বন্ধে আমরা উচ্চ আশা পোষণ করিতে পারিতেছি না বিজ্ঞানের পেষণে সাহিত্য দুর্ব্বল হইয়া পড়িতে পারে ভারতবর্ষ বিজ্ঞান চাহিতেছে বিজ্ঞান পাইবে বাঞ্ছাকল্পতরুর রাজ্যে জাতীয় আকাঙ্ক্ষা অপূর্ণ থাকে না। আমরা এই জন্যই এই শতাব্দীর শেষভাগে অধ্যাপক জগদীশচন্দ্রের উদয় দেখিতে পাইতেছি বিজ্ঞানে ভারতের দারিদ্র্য প্রশ্নের মীমাংসা হইলে সুখের সীমা কি? বিজ্ঞান ভারতবর্ষকে প্রচুর বাহ্য সম্পদ প্রদান করিবে

একথা সর্ব্ববাদীসম্মত—অষ্টাদশ শতাব্দীতে যাঁহারা যুগ সৃষ্টি করিয়াছিলেন, তাঁহারা একে একে তিরোহিত হইয়াছেন, তাঁহাদের স্থলবর্ত্তী কেহ থাকিতেছে না কেহ দাঁড়াইবে না কি? একটী শতাব্দী প্রতিভাশূন্য, নায়কশূন্য, ধর্ম্ম, সমাজ ও সাহিত্যে সেনাপতি শূন্য থাকিবে, ইহা আমাদের বিশ্বাস করিতে প্রবৃত্তি হয় না উনবিংশ শতাব্দীর তুল্য প্রতিভা কি কোন দেহে কাল প্রতীক্ষা করিতেছে না ভবিষ্যৎ দেখিবার কাহারও সামর্থ্য নাই আমরা ইহা দেখিতে পাইতেছি, যাঁহাদের উপর ধর্ম্ম, সমাজ, সাহিত্য ও রাজনীতির দায়িত্ব ন্যস্ত আছে, তাঁহাদের অনেকেই উগ্র সাধনার পথ ভুলিয়া যাইতেছেন সুসময়, ব্যক্তিগত জীবনের সাধনার সৃষ্টি সময় আপনা হইতে অমৃত বৃষ্টি করে না, বিশুদ্ধ চিত্তে কর্ম্ম যজ্ঞের প্রয়োজন কাতর প্রাণে ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিলে পুনরায় রামমোহনের ন্যায় মহাপুরুষ, ঈশ্বরচন্দ্রের ন্যায় লোক হিতৈষী, কেশবচন্দ্রের ন্যায় ধর্ম্মবক্তা, রামকৃষ্ণের ন্যায় সাধক আসিতে পারেন আসিবে না কি? যাঁহার হস্তে ত্রিশ কোটি নরনারীর ভবিষ্যৎ নির্ভর করিতেছে, যাঁহারা এ জাতির সুহৃৎ, যাঁহারা জাতীয় উন্নতি প্রীতির চক্ষে দেখিয়া থাকেন, তাঁহারা শতাব্দীসন্ধির সীমা রেখায় দাঁড়াইয়া তাঁহার চরণে একান্ত মনে প্রার্থনা করিলে বিংশ শতাব্দী বৃথা আসিবে না।

স ১ ভাদ্র ১৩০৬

রিফু কর্ম্ম অ-অ-অ।

খৃষ্টমাস অবকাশ সুযোগে চারিদিকে কতকগুলি সদনুষ্ঠান সজাগ হইয়া উঠিয়াছিল,—পুনায় কংগ্রেস, মান্দ্রাজে থিয়সফি, মোরদাবাদে

কায়স্থসভা, কলিকাতায় শিল্পমেলা কলিকাতায় এবারকার কাবুলী শীত, কম্বল কাঁথায় কিঞ্চিৎ পরাস্ত করিয়া আমার রোগাধীন শরীরটা শয্যায় পড়িয়াছিল, স্বাধীন মনটা গৃহে আবদ্ধ কগ্ন ফলাহারলোভী ব্রাহ্মণপুত্রের "লুচি মণ্ডার" চিন্তার ন্যায় ভাবিতেছিল,—এই কংগ্রেস অধিবেশনের জয়ভেরী বাজিয়া উঠিল,—এই সভাপতির বক্তৃতা আরম্ভ হইল, এই আনী বাসন্তী সুর ধরিলেন,—এই কায়স্থ কন্‌ফারেন্সে কোলাহল পড়িয়া গেল, -এই ঘরের কোণে শ্রম শিল্পের প্রয়োজনীয় প্রসঙ্গ উপস্থিত হইল "এই পাতে লুচি পড়িল" "এই মুখে সন্দেশ ও রসগোল্লা উঠিল" এই চিন্তার তরঙ্গের সঙ্গে সঙ্গে রুগ্ন ব্রাহ্মণ বালকের শরীরে উচ্ছ্বাস উঠিয়াছিল, উচ্ছ্বাসের আঘাতে তাহার বন্ধনরজ্জু ছিঁড়িয়া গিয়াছিল; সে ঊর্দ্ধশ্বাসে দৌড়িয়া ভোজনাগারে উপস্থিত হইয়াছিল। মনের বেগে আমার কিন্তু রোগ বন্ধন ছিন্ন হইল না আমি সেই ছত্রপতি শিবজীর রাজ্যে মহারাষ্ট্র জাতির পার্শ্বে বাঙ্গালী, বেহারী প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন জাতির রাজনৈতিক উৎসবের উৎসাহ ভাবিয়া রোগ শয্যায় আত্ম দুর্ভাগ্যের কশাঘাত সহ্য করিতেছিলাম কম্বল কাঁথার তলে কারু শরীর, অর্দ্ধ নিদ্রা অর্দ্ধ স্বপ্নের অবস্থা। এমন সময়ে রাজপথ ধরিয়া কে ক্ষীণ কণ্ঠে বলিয়া যাইতেছিল বিষ্ণু কম্ম অ অ অ কথাটা যেন কাণের সিঁড়ি বহিয়া প্রাণের নিভৃত প্রদেশে প্রবেশ করিল, স্বপ্নবশে শুনিতে লাগিলাম—কংগ্রেস, কন্‌ফারেন্স, ধর্ম্মসভা, শিল্পমেলা মণ্ডপের মণ্ডলে মণ্ডলে প্রতিধ্বনিত হইয়া এক মহা কোলাহল উঠিয়াছে বিষ্ণু কম্ম অ অ অ—

সহসা আমার বালিকাটী দৌড়িয়া আসিয়া ডাকিতে লাগিল, "একটা পয়সা দেও বাবা, আমি বিষ্ণু কম্ম খাব" এদিকে কাণে বিষ্ণু কম্মের কোলাহল, ওদিকে বালিকাটীর বিষ্ণু কম্ম খাইবার হাস্য রসাত্মক কথা—

ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল বিফু কম খাবার বস্তু নয় বুঝাইয়া বালিকাকে বিদায় করিলাম, কিন্তু ভাবিতে লাগিলাম, আমাদের রাজনীতি, সমাজনীতি, ধর্ম্মনীতি, অর্থনীতি চর্চ্চা, সকলই রিফু কর্ম্ম নয় কি ?

পরাধীন জাতির রাজনীতি চর্ব্বণ এক বিরাট রিফুকর্ম্মই বটে আমি ইহাতে অবজ্ঞা বা উপেক্ষা প্রকাশ করিতে বলিতেছি না আমরা একে পরাধীন, তাহে দরিদ্র ; রিফুকর্ম্ম ব্যবসাটাই দরিদ্রকে ধরিয়া দাঁড়াইয়া আছে লর্ড লেগিন, লর্ড সলস্‌বারী, ভিক্টোরিয়া ভাবতে খরীর রিফুকর্ম্ম ডাকিবার কোন প্রয়োজন নাই কিন্তু শতচ্ছিন্ন শীতবস্ত্র ভেদ করিয়া মাঘের সুখর উত্তর বায়ু, প্রতি ফুৎকারে যে দরিদ্র ভারতবাসীর শীর্ণ দেহ বিদ্ধ করিতেছে, রিফুকর্ম্ম ভিন্ন তাহার আর গতি কি ? কার কোন্ ইন্দুরে, কবে কোন্ কাঁটার কোন্ আঘাতে ভারত বর্ষের রাজনীতির শুভ্র অখণ্ড বস্ত্র ছিন্ন হইয়াছে, এখানে তাহার আলোচনা করিয়া কোন ফল নাই ভারতবর্ষের রাজনীতি ছিঁড়িয়া গিয়াছে, আমরা বক্তৃতার ব্যবসুঁই যোগে তাহা রিফু করিতে বসিয়াছি, এবং করতালি একটা আস্ত তালি, ইহা অতি সত্য কথা রিফুতে রিফু আরও বাড়িয়া চলিয়াছে। যতদিন কাপড়ে তালি না পড়ে, ততদিন চলে ভাল রিফুর হাত পড়িল কি, তালির উপর তালি চলিল ছিন্ন বস্ত্র দেখিলে শিশুরা একটু অধিক সয়তান হইয়া উঠে ; তাহারা দুষ্ট ক্ষুদ্র অঙ্গুলি ক্ষুদ্র ছিদ্রে প্রবিষ্ট করিয়া ফাৎ করিয়া বহুদূর ফাড়িয়া দেয় ভারতবর্ষে সর্ব্ব সম্ভব সিভিলিয়ান এবং সৈনিক দলে কতকগুলি দুষ্ট বালক আছে, তাহারা ভারতবর্ষের রাজনীতি বেশ্ একটু ছিঁড়িয়া দিতেছে। এক ছিদ্র রিফু করিতে আর এক ছিদ্র উপস্থিত রাব স্থাপক সভার ছিদ্রে রিফু হইতেছিল, এদিকে জুরী এবং ব্যবহারজীবী বিলে বিলক্ষণ ছিঁড়িবার উপায় হইতেছে কে, কলভিন, বাণুর্জী

সাবেবরের অর্থনীতি বিফুকর্ম্মের চেষ্টায় ধন্যবাদ কিন্তু চৈতন্য হইয়াছে, বাট্টাভাতায় লেঙ্কেশায়রের তাঁতিরা ভারতবাসীর জন্য কেবল সুতার কাপড় বুনিতে পারে, তাহা নহে, ইহাদের তাঁতে আঘাত দিলে, ইহারা তাঁতে আমাদের জন্য সুন্দর রাজনীতি বুনিয়া দিতে পারে বিলাতের মহাসভা অবধি তাঁতে চলে কিন্তু ভারতে বিলাতে সমসাময়িক সিবিল সার্ব্বিস পরীক্ষার প্রস্তাব ন যযৌ ন তস্থৌ করিয়া মহাসভা আপন অঙ্গে বিফুর কলঙ্ক লেপন করিয়াছেন মুচিরাম গুড়ের রাজনীতি বিফুতে চলিতে পারে, ইংরেজের অটল রাজত্বের রাজনীতি-শাস্ত্র বিফুতে চলিতে পারে না দেখিয়া শুনিয়া ভারতবাসী বিফু ছাড়িয়া মেঞ্চেষ্টারের মাকু ধরিলে, মনে করি বা মন্দ হয় না

সমাজটা সমস্তই বিফু বিফুর সঙ্গে আবার একটু রং, কপটতার সঙ্গে আবার একটু কৌশল চলিয়াছে। শিক্ষার সঙ্গে সয়তানী বাড়িতেছে "মারি মাছ, না ছুঁই পানি" এ পুত্রপণ নহে—পড়ার খরচ বিবিধ ব্যবস্থা, আচার ব্যবহারে কেবল তালির উপর তালি পড়িতেছে আবু করিমের চটি জুতা তালিতে তালিতে বড় ভারী হইয়া পড়িয়াছে তালিও শক্ত তালি কাপড় ছেঁড়ে ত সুতা ছেঁড়ে না দরিদ্রতার একশেষ—রাজ সেবায় ভাত মিলে না ওদিকে কলশিল্পে লোকের অনুরাগ নাই। মিস্ত্রির কাজে সুব্রাহ্মণের মন লাগে না শিল্পমেলায় ডাক্তার ওয়াইটের বক্তৃতা সামাজিক বিফুকর্ম্মের দোষে ব্যর্থ হইবে আশ্চর্য্য কি ? যাহারা বিফু-করা কাপড় পরে, তাহারা উহা ঢাকিবার জন্য বড় ব্যস্ত কিন্তু লোকের ধূর্ত্তচক্ষু ঐ দিকে সমাজের বিফু রগে রগে ধরা পড়িতেছে নীরেট নির্লজ্জতায় সমাজ পাকিয়া উঠিতেছে। পাকা নির্লজ্জদের একটা প্রবৃত্তি এই দেখা যায়, তাহারা আপনাদের দোষ দেখে না- পরের দোষে তাহাদের দিব্য চক্ষু বিবাহ-

পণ বাড়িয়া উঠিতেছে, এদিকে আমরা উচ্চকণ্ঠে ইংরেজকে বলিতেছি, সৈনিক ব্যয় তেইশ কোটি বিধবার অশ্রুজল মাতা বসুন্ধরা আর বহন করিতে পারিতেছেন না, আমরা চীৎকার করিতেছি, বিদেশের অত্যাচার অসহনীয় সমুদ্রযাত্রার পথ রোধ করি, এদিকে সিভিল সার্ব্বিসে প্রবেশাধিকার পূর্ণ মাত্রায় চাহিতেছি পরদোষ দর্শনে প্রবৃত্তি প্রবল বলিয়াই রাজনীতির ঢেউ এত প্রবল চলিয়াছে বিক্ষুর প্রতি আদর বলিয়াই, আমরা সমাজের জীর্ণকন্থা ছাড়িয়া উঠিতে পারিতেছি না সূঁই সূতা ছাড়িয়া সম্মার্জ্জনী হাতে লইলে হয়ত এতদিন বহু আবর্জ্জনা দূর হইত

বৈজ্ঞানিক, অবৈজ্ঞানিক, বৈদিক, বৈদান্তিক, তদ্রূপ তৈজসের তাল্লিতে ধর্ম্মসমাজ ফকীর দেওয়ানের আলখাল্লা হইয়া উঠিয়াছে টুকরাই বা কত, টুকরার বংহ বা কত তালির তলে কাঁটা যে ফুটিয়া উঠিতেছে, সে দিকে দৃষ্টি নাই যত অবধূত, তত উপদ্রব কত অবধূত স্বয়ং বিক্ষু, তাহার সংখ্যা হয় না রাজনীতিতে বিক্ষু বাখিয়া মাকু ভাল সমাজনীতিতে সূঁই ছাড়িয়া সম্মার্জ্জনী ভাল ধর্ম্মসমাজের অন্তত বিক্ষুকরা আলখাল্লায় আগুন ধরাইয়া দেওয়া ভিন্ন অন্য সুব্যবস্থা নাই ইহারই নাম হুতাশনে বিশুদ্ধি

রোগ শয্যায় শুইয়া আমার আর রাজনীতি, সমাজনীতি, ধর্ম্মনীতি ভাবিবার সময় নাই কম্পোজ কেসে বিক্ষুর ফ যেমন ফুরাইয়া আসিতেছে, দণ্ডে দণ্ডে আমাদের আয়ুষ্কাল তেমনি হ্রাস হইয়া পড়িতেছে আলস্য, আসক্তির আঘাতে এজীবনের সর্ব্বাংশই বিক্ষুময়, কোন্ দিকে তাকাইব, কাহার উপর শেষ ভরসা স্থাপন করিব? যিনি সমাজ হইতেও প্রবল, যিনি ধর্ম্ম হইতেও উচ্চ, রিপুর ভারে সকাতরে তাঁহারই নিকট করযোড়ে প্রার্থনা করিতেছি, দরিদ্র ভারতবাসীকে সর্ব্বপ্রথমে রিক্ষুময়

চরিত্র হইতে রক্ষা কর, প্রভো। ইহাই সকল ভারত উদ্ধারের সার ভারত উদ্ধার পরিষ্কার বুঝিতেছি, ব্যক্তিগত চরিত্র, বিপদ্‌দনের এহার শূন্য, রিফু কর্ম্মের সুতীক্ষ্ণ সূঁচ সুতার আঘাতের অতীত না হইলে শিক্ষালয়ে এবং সভামঞ্চে, সাহিত্য এবং সংবাদপত্রে ক্রমে আরও মর্ম্মান্তিক প্রবল প্রতিধ্বনি শুনিতে হইবে রিফু কর্ম্ম অ অ অ

স, ২১ পৌষ ১৩০২

বঙ্গমহিলার সাহিত্য চর্চ্চা।

সরস্বতী সর্ব্বত্র সর্ব্বঘটে সারস্বত শক্তি অজ্ঞ কৃষক অন্ধভাবে হইলেও এই শক্তির সেবা করে সদ্‌বিদ্বান শিল্পী, সজ্ঞানে ইহারই অর্চ্চনা করিয়া থাকে কি বণিক, কি ব্যবসায়ী সকলেই ইহার উপাসক। কিন্তু সাহিত্য সেবকই সারস্বত শক্তির সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সুসন্তান বলিয়া পরিগণিত হইয়া আসিতেছেন। নিবিষ্ট চিত্তে চিন্তা করিলে বোধ হয় যেন সাহিত্যই সরস্বতী, এবং ঐ এক অপরাজিতা সারস্বতশক্তি ওতপ্রোত ভাবে সাহিত্যের প্রাণরূপে অধিষ্ঠান করিতেছেন কেবল তাহা নহে, যেন ঐ একই শক্তির বীণাঝঙ্কারে শুষ্ক তরু মুঞ্জরিত হইতেছে, মরুভূমিতে মন্দাকিনী স্রোত প্রবাহিত হইতেছে,—কি কোকিলকণ্ঠ সঙ্গীতকার, কি সূক্ষ্মহস্ত শিল্পী, কি শাস্ত্রপাণি পণ্ডিত, কি শস্ত্রপাণি বীরপুরুষ, কি ধ্যাননিরত যোগী, কি কর্ম্মব্যস্ত গৃহস্থ, কি চন্দ্র, সূর্য্য, গ্রহ নক্ষত্র, জ্যোতিষ্ক-মণ্ডল যেন ঐ একই ঝঙ্কারে পুলোকিত হইয়া উঠিতেছে,—বনে মৃগ, জলে মীন, আকাশে বিহঙ্গ যেন উহারই ইঙ্গিতে উধাও হইয়া ছুটিতেছে।

সর্ব্বদেশেই বহুকাল হইতে কি পুরুষ, কি রমণী অল্পাধিক পরিমাণে সাহিত্যের সেবা করিয়া আসিতেছেন সাহিত্যের সুবিস্তীর্ণ ক্ষেত্রে পুরুষ সমধিক, মহিলা অল্প—অত্যল্প পুরুষ হস্তে সাহিত্যের সেবা কিঞ্চিৎ পরুষ ভাবাপন্ন কোমল প্রকৃতির গুণে মহিলার সাহিত্য চর্চ্চার প্রকৃতি কুসুম কোমল কোমলতা অশক্তি বলিয়া কেহ যেন উপেক্ষা না করেন এই কোমলতাই মাতৃরূপে জগৎকে সুশৃঙ্খল স্নেহ বন্ধনে বাঁধিয়া রাখিয়াছে সুকোমল চন্দ্রকিরণ স্পর্শে মহাসাগর উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিতেছে যেখানে অঙ্কুশধারী বজ্রবাহু বীরপুরুষ, সিংহ শক্তিকে বশীভূত করিতে অসমর্থ, সেখানে রমণীর কোমল হস্তের একটী মৃদু কুসুমনিপাত সম্মোহন মন্ত্ররূপে দুর্জ্জয় কেশরীকে মেষতুল্য নিরীহ করিয়া ফেলিতেছে আবার যে নিরীহ মেষপ্রকৃতি, সেও এই কোমল হস্তস্পর্শে বীরত্ব লাভ করিয়া ধনুর্ব্বাণ হস্তে রণক্ষেত্রে ধাবিত হইতেছে মহিলার হস্তে সাহিত্য, সাক্ষাৎ সরস্বতী হস্তে বীণা ঝঙ্কারমাত্র মূর্ত্তিমান মেঘ মল্লারাদি ছয়রাগ তুল্য পরাক্রান্ত, মূর্ত্তিমতী ললিত বিভাসাদি ছত্রিশ রাগিণী তুল্য কমনীয়। এ সাহিত্য সঙ্গীতে “তিষ্ঠ” বলিলে বুঝি বা কামান হইতে স্ফুটিত আগ্নেয় গোলক কামান গর্ভেই তিষ্ঠিয়া যায় —কামানের মূলে যে মানবীয় ক্রোধ, মহিলার সাহিত্য সঙ্গীতের একটী তান বুঝিবা সে ক্রোধ নির্ব্বাণ করিতে সমর্থ মহিলার সাহিত্য, প্রকৃতিপ্রদত্ত নারীপ্রবৃত্তি গুণে উজ্জ্বল ও মধুর, মহিমান্বিত ও মর্ম্মস্পর্শী তাই শ্রীমতী এনি বিসান্টের বাগ্মীতা অর্ফিয়সের সঙ্গীত তুল্য পুরুষের বাক্‌শক্তি আছে, কিন্তু রমণী কণ্ঠ সে কোথায় পাইবে? পুরুষের মন আছে, সাহিত্যের উৎস যে হৃদয়, তাহা রমণীর মাতৃধন। সংস্কারকেরা বলেন, “যদি জাতি এবং জাতীয় চরিত্র গঠন করিতে চাও, তবে অগ্রে সমাজে যাহাতে আদর্শজননী জন্মগ্রহণ করেন, তাহার চেষ্টা কর

আমি বলি, "মহিলা সাহিত্যের উৎকর্ষ বিধান কর, আদর্শ জননী লাভ সহজ হইয়া আসিবে "

বঙ্গ মহিলা আজি কতিপয় বর্ষ হইল সাহিত্য চর্চ্চায় মনোনিবেশ করিয়াছেন বঙ্গভাষার ইতিহাসে যাঁহারা অভিজ্ঞ, তাঁহারা অবশ্যই অবগত আছেন, বাঙ্গালা সাহিত্যে পুরুষেরা দীর্ঘকালে যে সফলতা লাভ করিয়াছেন, মহিলারা সেই সফলতা অতি অল্প দিনে উপার্জ্জন করিয়াছেন বঙ্গমহিলার বর্ত্তমান সাহিত্য সকলেই একটী বিষয় লক্ষ্য করিয়া থাকিবেন,—পুরুষেরা সাহিত্যের শ্লীলতার যে সীমা অনেক সময় লঙ্ঘন করিতেছেন, মহিলাগণ প্রকৃতি প্রদত্ত মাতৃভাব এবং লজ্জাশীলতার অনুরোধে সে সীমা রক্ষা করিয়া আসিতেছেন সাহিত্যের পবিত্রতা সাত রাজার ধন সম্পত্তি অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ সম্পদ।

পঁচিশ বৎসর পূর্ব্বে কুমারী রাধারাণী লাহিড়ী প্রভৃতি কতিপয় মহিলার কথনও কথনও একটী কবিতা কি প্রবন্ধ অতি প্রত্যূষে পাপিয়ার ধ্বনির ন্যায় নব সূর্য্যোদয়ের আভাস প্রদান করিত আজি বঙ্গ সাহিত্যের মধুকতকুঞ্জে মহিলার অভাব নাই কুমারী তরু বঙ্গ সাহিত্যের কেহ না হইলেও, তরুণ বয়সে তরু সাহিত্যের যে সেবা, যে সমাদর করিয়া গিয়াছে, তাহার তুলনা হয় না তরু, সাহিত্য কাননে এক অতি সুকণ্ঠ পাখী ছিল—অতি উচ্চ শাখায় বসিয়া উচ্চে শিষ দিতে ছিল—কিন্তু দেখিতে না দেখিতে কোন্ বনে কোথায় উড়িয়া গেল, কেহ তাহাকে আর খুঁজিয়া পাইল না কিন্তু সে যে সুস্বর ছড়াইয়া গিয়াছে, শব্দময় আকাশের মণ্ডলে মণ্ডলে তাহা যেন আজিও তাজমহলে প্রতিধ্বনিত সঙ্গীত-তরঙ্গ তুল্য ক্রীড়া করিয়া বেড়াইতেছে কি শ্রীমতী স্বর্ণকুমারী, কি কুমারী কামিনী সেন, কি শ্রীমতী গিরীন্দ্রমোহিনী, কি শ্রীমতী প্রসন্নময়ী, কি শ্রীমতী মানকুমারী, কি শ্রীমতী শরৎকুমারী, কি শ্রীমতী

শ্যামাসুন্দরী, কি দেবী প্রতিভা, কি দেবী সরলা বা ইন্দিরা ইঁহাদের কি কবিতা কি প্রবন্ধ কি সঙ্গীত আজি সমগ্র বঙ্গীয় পাঠককে তৃপ্ত করিতেছে স্বর্ণকুমারীর সর্ব্বতোমুখী প্রতিভা পুরুষের বিস্ময় উৎপাদিনী কামিনী সেনের কবিতা কবি হেমচন্দ্রকে ঈর্যান্বিত করিয়া তুলিয়াছে বামাবোধিনীতে "মা" স্বাক্ষরিতা মানকুমারীর প্রাচীন আর্য্য-মহিলার চিত্র অঙ্কনে লিপিচাতুর্য্য, যে কোন পুরুষ সাহিত্যকারের স্পর্দ্ধার যোগ্য। উল্লিখিত মহিলাগণের অনুসরণ করিয়া বাঙ্গলা সাময়িক পত্রিকায় অন্যান্য মহিলার সাহিত্য চর্চ্চা সম্প্রতি সামান্য নহে। কপট মহিলা সাহিত্যও মহিলা নাম মাহাত্ম্য আদর প্রাপ্ত হইতে দেখা গিয়াছে। "ভুবনমোহিনী প্রতিভা" পুরুষের সৃষ্টি হইলেও রমণীর সৃষ্টি তুল্য পূজা প্রাপ্ত হইয়াছে, এমন কি পূর্ব্বাঞ্চলের কোন রাজ হইতে উপহার অলঙ্কার আকর্ষণ করিতে সমর্থ হইয়াছিল এই দৃষ্টান্তে ইহাই বলিতেছি, মহিলা সাহিত্যের ছায়ার এত শক্তি, সত্য শক্তি অসাধারণ। যে স্থানে পুরুষের রমণী অভিনয় নাই, মহিলা, প্রকৃতি প্রদত্ত আদিম অকপটভাবে সাহিত্য মঞ্চে দণ্ডায়মান, সেখানে সকলই সুন্দর, সকলই মহান

বঙ্গে মহিলাগণ সাহিত্যচর্চ্চায় ভিন্ন ভিন্ন ভাবে যে শক্তি নিয়োগ করিতেছেন, আমরা সেই শক্তি সমন্বিত ভাবে নিয়োগ করিতে অনুরোধ করিতেছি পুরুষের হস্তে বাঙ্গালা সাহিত্যের যখন নব উচ্ছ্বাস, তখন বঙ্গদর্শনের সৃষ্টি বঙ্গদর্শন অবলম্বন করিয়া পুরুষের সাহিত্য সমধিক বংশভ করিয়াছিল সাহিত্যসেবিক বঙ্গ মহিলাগণ যাহাতে সমন্বিত ভাবে সাহিত্যের সমবেত উন্নতিসাধন করিতে পারেন, তজ্জন্য একটী সমিতি গঠন করুন এবং তাঁহারা সকলে মিলিয়া একখানি সাময়িক পত্রিকা প্রচার করুন। তাহাতে কেবল মহিলাদেরই উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ এবং কবিতা, সঙ্গীতাদি প্রকাশিত হইবে এইরূপ পত্রিকার ফল দুইটী।

এক মহিলা সাহিত্যের প্রচার, দ্বিতীয় মহিলা শক্তির উৎকর্ষ ও পরিপুষ্টি। পুরুষের উন্নত চিন্তা, বাগ্মীতা লিখিত আকারে সমাজের সর্ব্বত্র ছড়াইয়া পড়িতেছে। এক কেশবচন্দ্র, এক বঙ্কিমচন্দ্র, কোটি কেশব কোটি বঙ্কিম হইয়া সমাজের গৃহে গৃহে উপস্থিত। অন্তঃপুরে কত উন্নত চিন্তাশীলা মহিলা আকরে কোহিনুর তুল্য লুকাইত। তাঁহাদের চিন্তার প্রভাব অন্তঃপুরের প্রাচীর ভিন্ন অন্যত্র বিস্তৃত হইতে পারে না। আজি কালি যে সকল মহিলা সাহিত্যের সেবা করিতেছেন, তাঁহাদের সকলের প্রবন্ধ বা কবিতা পুস্তকাকারে প্রকাশিত করিবার সুবিধা নাই। মহিলাদের একখানি সাময়িক পত্রিকা হইলে, সে অসুবিধা দূর হইতে পারে এবং বহু মহিলা সাহিত্যচর্চ্চায় সমধিক উৎসাহ লাভ করিয়া দেশের মুখোজ্জ্বল করিতে পারেন।

কেবল মহিলা সাহিত্যের উৎকর্ষের জন্য আমাদের এ অনুরোধ নহে। অন্য একটী উদ্দেশ্য আছে। আমরা বাঙ্গালি, আমরা হৃদয়ে অতি হ্রস্ব। কেবল অগ্রপাত, কেবল কম্পাসের কাঁটার ন্যায় স্বগৃহাভিমুখিতা হৃদয়ের লক্ষণ নহে। হৃদয়ের উচ্চতার এবং প্রশস্ততার অপর কতকগুলি লক্ষণ আছে। এ জাতির উন্নতির জন্য এই লক্ষণ অথবা এই গুণগুলির বিকাশ এবং পরিপুষ্টি আবশ্যক। ধরিতে গেলে, মনে পিতার অধিকার, হৃদয়ে মাতার অধিকার। পুরুষ মনের স্রষ্টা, মহিলা হৃদয়ের মাতা। হৃদয় অতি মহা বস্তু—মন অপেক্ষাও হৃদয়ের আদর। এ জন্যই আমরা রাজেন্দ্র লালের কথা সকল সময় স্মরণ রাখিতে পারি না, কিন্তু বিদ্যাসাগরকে আমাদের বিস্মৃত হওয়া অসম্ভব। এমন যে মহাবস্তু হৃদয়, বাঙ্গালির এই হৃদয় প্রদান করিবার মহাব্রত মহিলারা গ্রহণ করুন। মহিলাদের দ্বারা পরিচালিত একখানি সাময়িক পত্র এই ব্রত পালনের একটী প্রশস্ত উপায়। ইহাতে মহিলার মঙ্গল—মহিলা সাহিত্যের মঙ্গল—বাঙ্গালি

জাতির মঙ্গল ভরসা করি, সাহিত্য সেবিকা মহিলাগণ এই বিষয়টী ভাবিয়া দেখিবেন

স, ১১ ম, ১৩০০।

বঙ্গ মহিলা—মানসিক।

ঊনবিংশ শতাব্দীতে বঙ্গ মহিলা, মানসিক উন্নতির পথে বহুদূর অগ্রসর হইয়াছেন এদেশে স্ত্রীশিক্ষা প্রচলিত না হইলে আমরা কখনই এরূপ উন্নতি দেখিতে পাইতাম না। স্ত্রীশিক্ষার ভাগীরথী ধারা অতি দ্রুতগতিতে এই অভিশপ্ত জাতিকে উদ্ধার করিবার জন্য প্রবাহিত হইয়াছে; কোন জহ্নু বিরোধ কিম্বা বারণ-বাধা ইহার স্রোতোমুখে তিষ্ঠিতে পারে নাই ১৮০৭ সনে হানা মার্সমেন এদেশে বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করেন, তখন তিনি জানিতেন না, স্ত্রীশিক্ষার এরূপ দ্রুত উন্নতি হইবে ১৮১৯ সনে ছাত্রী সংখ্যা ৮, ১৮২০ সনে ৩২, ১৮২১ সনে বিদ্যালয় সংখ্যা ৬, ছাত্রী সংখ্য ১৬০; ১৮২৫ সনে বিদ্যালয় সংখ্যা ৩০, ছাত্রী সংখ্যা ৫০০ আজি সমগ্র বঙ্গদেশে বালিকাদের জন্য প্রবেশিকা বিদ্যালয় ৭, মধ্য বাঙ্গলা ২২, উচ্চ প্রাইমারী ১৭০, নিম্ন প্রাইমারী ২৬১৮, ছাত্রী সংখ্যা ৫৮৮০৭ বাঙ্গালার স্ত্রীলোকের সংখ্যা (কুচবিহার, ছোটনাগপুর ও কুমিল্লা ব্যতীত) ৩,৬৬,৩০,৯৪৮ সর্ব্ব নিম্নশ্রেণীর শিক্ষা গণনা করিলে বঙ্গদেশে ১,০৪,৮১৫ বালিকা, বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করিতেছে। অন্তঃপুর স্ত্রীশিক্ষা-সম্মিলনী অল্প উপকার করিতেছে না। ভারতবর্ষের জন সংখ্যা ২৮,৬৯,০৫,৪৫৬, তন্মধ্যে বর্ণজ্ঞান বিশিষ্টের সংখ্যা ১,২০,৭১,৩৪৯, ইহ দের মধ্যে স্ত্রীলোকের সংখ্যা ৫,৪১,৬২৮। স্ত্রীশিক্ষা বিস্তারে পুরুষ-শিক্ষার

ন্যায় তেমন আয়োজন নাই, অথচ বঙ্গদেশে শিক্ষিতা অন্তঃপুরিকাগণের সংখ্যা ব্যতীত এক লক্ষ বালিকা শিক্ষা লাভ করিতেছে, ইহা বাঙ্গালীর পক্ষে অল্প আনন্দের বিষয় নহে বঙ্গ মহিলাগণের মধ্যে পাঁচটী এম, এ, ও আঠারটী বি, এ আছেন, ইহা গর্ব্বের বিষয় মনে করিলে ভরসা করি আমরা অপরাধী হইব না

স্ত্রীশিক্ষার আবশ্যকতা অস্বীকার করিবার উপায় নাই প্রাচীন আর্য্যগণ ইহার উপকারিতায় অন্ধ ছিলেন না আর্য্য বিদুষীগণের নাম স্মরণ করিলে এরূপ বর্ব্বর কে আছে যে, তাহার সর্ব্বশরীর ভক্তি বিস্ময়ে রোমাঞ্চিত না হয়? এই বিদুষী রমণী সমাজের ক্রোড়ে এক অমিত-তেজ পুরুষপংক্তি প্রতিপালিত হইয়াছিল, ইহাঁরা একদিন স্বদেশসেবক ছিলেন বঙ্গমহিলার মানসিক উন্নতি তদ্রূপ বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ বংশের শৌর্য্য সম্পদ প্রদান না করিলে স্ত্রীশিক্ষায় কাহারও শ্রদ্ধা থাকিবে না যাঁহারা মনে করেন, জননী অশিক্ষিতা হইয়াও রাজা রামমোহন রায়ের ন্যায় মহাপুরুষ গর্ভে ধারণ করিতে পারেন, আমরা তাঁহাদের সহিত আলোচনায় প্রবৃত্ত হইতে চাহি না ঈশ্বরচন্দ্র শিশুবোধ পড়িয়া বিদ্যাসাগর হইয়াছিলেন, সুতরাং সাহিত্য শিক্ষার প্রয়োজন নাই, যাঁহারা এইরূপ যুক্তি অস্ত্র অবলম্বন করেন, তাঁহাদের সহিত তর্কেও আমাদের প্রবৃত্তি নাই কিন্তু প্রচলিত স্ত্রীশিক্ষায় এদেশে বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ বংশের ভরসা কি, বলিয়া যাঁহারা প্রশ্ন করিয়া থাকেন, তাঁহাদের প্রশ্ন শ্রোতব্য ও আলোচনাযোগ্য মহিলাসমাজের সুহৃদগণ এই প্রশ্নের প্রতি লক্ষ্য করিয়া স্ত্রী শিক্ষা পরিচালন না করিলে অতর্কিতে অনিষ্টপাত অসম্ভব নহে

আমরা বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ বংশের ভরসার জন্য আশান্বিত থাকিতে অনুরোধ করি ইহার সুফল সুস্পষ্টরূপে দেখিবার এখনও সময় হয়

নাই অন্য উপকারের কথা আলোচনা করিতে চাই না ; বঙ্গমহিলার মানসিক উন্নতিতে বাঙ্গলা সাহিত্য এক নবীনশ্রী ধারণ করিয়াছে শ্রীমতী স্বর্ণকুমারী, শ্রীমতী কামিনী, শ্রীমতী মানকুমারী, শ্রীমতী গিরীন্দ্র-মোহিনীর লিপিকুশলতা বাঙ্গলা সাহিত্যে এক অভিনব শক্তি সঞ্চার করিয়াছে ইঁহাদের ভাষার আলঙ্কারিক গুণপণার সমালোচনার এ সময় নহে, ইঁহারা সাহিত্যের যে শ্রীবৃদ্ধি বক্ষা করিয়া আসিতেছেন, তাহা তাঁহাদের মহিলাধর্ম্মের অনুরূপ তাহা পুরুষসমাজের সাহিত্য কর্ণধার গণেরও অনুকরণীয়

বঙ্গমহিলার মানসিকতা সময়ের সৃষ্টি সুশিক্ষিত পুরুষ সমাজের পার্শ্বে অশিক্ষিতা বঙ্গমহিলা শোভা পাইত না আমরা কেবল শোভার কথা বলিতেছি না, বঙ্গমহিলার মানসিকতায় পুরুষ সমাজে উন্নতির এক উগ্র মদিরা ঢালিয়া দিয়াছে মহিলাসমাজের যোগ্য হইবার জন্য পুরুষসমাজের চেষ্টা স্বভাবসিদ্ধ স্ত্রীজাতির গুণপণার প্রসার যত বিস্তৃত, পুরুষজাতির উদ্যমশীলতার প্রখরতা তত তীক্ষ্ণ প্রাচীন রোম ও গ্রীক ইতিহাসের উল্লেখের প্রয়োজন নাই, রাজপুতনায় ইতিহাস এ বিষয়ে এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থল হইয়া রহিয়াছে মহিলাসমাজের মানসিক উৎকর্ষ, ইউরোপের হৃদয়ে ভক্তি, বাহুতে বল, মনে স্ফূর্ত্তি, আত্মায় আরাম আজি যে রোমার জাতি সাহস ও স্বাধীনতা স্পৃহায় সভ্যজগতের বিস্ময় উৎপাদন করিয়াছে, স্ত্রীজাতির মনের উৎকর্ষ তাহার অন্যতম মূল। ইংরেজ মহিলাগণ মন্ত্র পান নিবারণে বীরের ন্যায় কার্য্য করিতেছেন বেরনেস ভন সটনারের "অস্ত্র বিসর্জ্জন" গ্রন্থ শান্তি সংস্থাপনে ইউরোপে কি তুমুল আন্দোলনই না উপস্থিত করিয়াছে সেদিনের মহিলা মহাসমিতির সুশৃঙ্খলাবদ্ধ অধিবেশন এক স্মরণীয় ঘটনা বঙ্গমহিলাগণ যেদিন তাঁহাদের মানসিকতা কার্য্যক্ষেত্রে পরীক্ষা করিতে অগ্রসর হইবেন, সেদিন এক শুভদিন

মুর্শিদাবাদের নবাব বেগম সাহেবা মুসলমান মহিলা শিক্ষার একটী সদুপায় করিয়া অশেষ ধন্যবাদের পাত্রী হইয়াছেন হিন্দু ও মুসলমান বঙ্গ মহিলার মানসিক উন্নতিতে এক উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ প্রত্যাশা করিতেছি

স্ত্রীশিক্ষা বিস্তারের সঙ্গে অন্তঃপুরে বিলাসিতা প্রবেশ করিতেছে দেখিয়া সকলেই প্রমাদ গণিতেছেন অনেকে মহিলা সমাজে পুরুষানুকারের ছায়া দেখিয়া ভীত হইয়াছেন পুরুষ সমাজেই হউক, কিম্বা রমণী সমাজেই হউক, বিলাস বাসনা বিনাশের পথ মুক্ত করে, সর্ব্ব প্রযত্নে বিলাসের সংস্রব হস্ত দূরে থাকিতে হইবে স্ত্রীলোকের পুরুষানুকারিতা প্রকৃতি বিরুদ্ধ, উহা স্বভাবের নিয়মেই লয় পাইবে শিক্ষায় মহিলা সমাজে যে একটী সৌন্দর্য্যস্পৃহা ও শৃঙ্খলাপরতা জাগাইয়া তুলিতেছে, তাহা কখনই নিন্দনীয় নহে উহার অন্তরালে একটী সুশোভন জাতির অঙ্কুর গুপ্ত রহিয়াছে অনেকে "বীণারঞ্জিত পুস্তক হস্তে" বাগ্‌দেবীর অতি উত্তম বন্দনা মনে করিলেও অন্তঃপুরে ঐরূপ মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠার সম্পূর্ণ বিরোধী তাঁহাদের আশঙ্কা এই, অন্তঃপুরে এইরূপ ভারতীর আবির্ভাব হইলে হংসবাহ্যা অন্নদাত্রী অন্তর্হিতা হইলে, উদরের উপায় কি? সাধ করিয়া কে লক্ষ্মীছাড়া হইতে চায়? ভারতবাসী ভারতী চায়, কিন্তু তাই বলিয়া লক্ষ্মী বিসর্জ্জন করিতে পারে না লক্ষ্মী সরস্বতীর সম্মিলনে বর্ত্তমানের উন্নত জাতি সকল গঠিত হইয়াছে। ভারতবাসীকেও সেই শুভ সম্মিলন সংস্থাপন করিতে হইবে। বিপত্তি ভাবিয়া কেহ যেন বঙ্গ মহিলার মানসিক উন্নতির বিরোধী না হন কোন্ শ্রেয়ঃ কার্য্যে বিপত্তি নাই? বিপত্তি বারণেই মানুষের মনুষ্যত্ব

ভারতবর্ষে জাতীয় উন্নতির সূত্রপাত হইয়াছে। স্ত্রী জাতির উন্নতি, আশা ও আদর্শানুরূপ হইলে ভারতবাসী শক্তি ও সম্পদের পথে বহুদূর অগ্রসর হইতে পারে। মাতৃস্তন্যে শিশুর শরীরে অজ্ঞাতসারে অমিত

বল সঞ্চারিত হয় জননীর নিকট শিক্ষা না পাইলে শিশু মানুষ হইতে পারে না। দেড় শত বৎসর ইংরেজী শিক্ষার সহায়তা পাইয়াও আমরা কত নিম্নস্তরে পড়িয়া আছি কেবল জাতীয় সভাসমিতি, কেবল শমশিক্ষা সমিতি আমাদিগকে কার্য্য শক্তি প্রদান করিবে না মানসিক শক্তি সম্পন্না মহিলাই মূর্ত্তিমতী সরস্বতী তাঁহারা মাতৃরূপে এ জাতিকে গঠন করিয়া না তুলিলে এ মৃতজাতি "জাতি" নামের যোগ্য হইবে না বঙ্গ মহিলার শিক্ষার পথে এখনও সকল বাধা বিপত্তি দূর হয় নাই গত শত বর্ষে যে মানসিক উন্নতি হইয়াছে, তাহা একটী জাতি গঠনের প্রয়োজন অনুসারে অতি অল্প বিংশ শতাব্দীতে আমরা নারীজাতির বিশেষ উন্নতি দেখিব বলিয়া ভরসা করিতে পারি যাঁহারা স্বদেশ হিতৈষী তাঁহাদের এদিকে বিশেষ দৃষ্টিপাত করা উচিত যে সকল সংস্কারে বালকদের শিক্ষায় বিভ্রাট ঘটিতেছে, তাঁহারা তৎপতি লক্ষ্য রাখিয়া স্ত্রীজাতির মানসিক শিক্ষায় অধিক সাবধান ও যত্নবান হইলে, এদেশের অদৃষ্ট কখনই অপ্রসন্ন থাকিবে না

স, ২৪ কার্ত্তিক, ১৩০৬

বঙ্গমহিলা—শারীরিক।

আমরা গত সপ্তাহে সংখ্যা পাতে বঙ্গমহিলার মানসিক উন্নতির পরিমাণ প্রদান করিয়াছি। ইহাঁদের শারীরিক কুশল প্রশ্নে কোন্ প্রমাণ উপস্থিত করিব, ভাবিয়া পাইতেছি না শ্রীযুক্ত বিজয়রত্ন সেন প্রভৃতি বৈদ্যকুলের, শ্রীযুক্ত নীলরতন সরকার প্রভৃতি ডাক্তারদিগের ও শ্রীমতী কাদম্বিনী গাঙ্গুলী প্রভৃতি মহিলা চিকিৎসকগণের—ক—বাবুর

স্ত্রীর জন্য, য—বাবুর ভগিনীর জন্য, ন বাবুর কন্যার জন্য ব্যবস্থাপত্রগুলি সংগ্রহ করা ভিন্ন বঙ্গমহিলার আধিব্যাধির প্রকৃতি ও বিস্তৃতি নির্ণয়ের অন্য উপায় নাই। সংবাদপত্রের সম্পাদকগণ অপেক্ষা স্কট টমসন, স্মিথ ষ্টেনিষ্ট্রীট এবং সাগুবার্লি বিক্রেতাগণ এ তত্ত্ব প্রদানে অধিকতর পারদর্শী আমাদের ধারণা এই, মহিলা চিকিৎসার সমস্ত ব্যবস্থাপত্র উপর্য্যুপরি স্থাপন করিলে আকাশ স্পর্শ করিবে, বঙ্গমহিলার মানসিক উন্নতির অত্যুচ্চ পর্ব্বত ঢাকিয়া যাইবে। এই অনুমানের উপর নির্ভর করিবার প্রয়োজন নাই, পাঠকগণ আপন আপন পরিবারের দিকে চাহিলে, চিকিৎসকের দর্শনী গণিলে ও ঔষধের বিল দেখিলেই অনায়াসে বুঝিতে পারিবেন, বঙ্গমহিলার শারীরিক অবস্থা কি।

বঙ্কিমচন্দ্র বঙ্গদর্শনে প্রাচীনা ও নবীনার তুলনায় সমালোচনায় বলিয়াছিলেন, "নবীনাদের প্রধান দোষ আলস্য; ইহাতে শারীরিক পরিশ্রমের অল্পতায় যুবতীগণের শরীর বলশূন্য ও রোগের আগার হইতেছে।" দুই যুগের পর এখন আমরা এই আলস্যের অভিযোগ বর্ত্তমান মহিলাসমাজের বিরুদ্ধে সমভাবে বণ্টন করিয়া দিতে পারি না। তখন ধনীসমাজ ও মধ্যবিত্ত সমাজের অবস্থা প্রায় একরূপ ছিল, তখন জীবন সংগ্রাম তত কঠোর ছিল না, পাচিকা ও পরিচারিকার উপর গৃহকার্য্যের ভার থাকিত, অনেকে সাধ করিয়া গৃহিণীদিগকে পুত্তলবৎ সাজাইয়া তুলিতেন। এখন সম্পদেও কথঞ্চিৎ পরিমাণে কর্ম্মশীলতার ছায়া পড়িয়াছে। নগরের কথা স্বতন্ত্র, দরিদ্রতা নিবন্ধন মফস্বলে অনেক গৃহস্থেরই পরিচারিকা রাখিবার সামর্থ্য নাই। দরিদ্রতা মহিলাদের শ্রমের ভাগ বৃদ্ধি করিয়াছে, ইহাঁদের রুগ্ন শরীর আরও ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে।

আমরা কেবল দরিদ্রতার উপর মহিলা সমাজের শারীরিক অবনতির দোষ ফেলিয়া নিশ্চিন্ত থাকিতে পারিতেছি না। স্বাস্থ্যতত্ত্বের প্রচার

ও প্রসঙ্গ সত্ত্বেও আমরা এ বিষয়ে উদাসীন। ম্যালেরিয়ার বিস্তৃতি দেখিয়া সকলে দারজিলিং কিংবা বৈদ্যনাথে বাস করিতে পারে না। দার্জ্জিলিং মধুপুর হাজারিবাগের লোকেরা তাহারা পল্লী আপন বাস্তুভূমি ও বাসগৃহ স্বাস্থ্যকর করিবার জন্য যত্ন করিলে দূর যাওয়া, চিকিৎসকের দর্শনী ও ঔষধের ব্যয় অর্দ্ধেক কমিয়া যাইতে পারে। রোগের অত্যধিক সমাগমে মুঙ্গেরের মহিমা গিয়াছে, মধুপুরের মানও যাইতে চলিয়াছে। ইতঃপর পরলোক ভিন্ন আর উৎকৃষ্ট স্বাস্থ্য-নিবাস থাকিবে কি না সন্দেহ। পরলোক ধনী নির্ধন সকলের পক্ষেই অবারিত। কিন্তু ইচ্ছা করিয়া কেহ তথায় যাইতে চাহে না। বঙ্গদেশের ব্যাধি, স্ত্রী পুরুষ নির্ব্বিশেষে দ্রুতগামী শকটে শমন ভবনে প্রেরণ করিতেছে। ডাক্তারের দর্শনী ও মেলিনস্ ফুড মহাপ্রস্থানের উপযুক্ত পাথেয় ও অত্যুত্তম পথ্য।

আমরা বঙ্গ মহিলার মানসিক উন্নতিতে এ জাতির উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ প্রত্যাশা করিতেছি, কিন্তু শারীরিক অবস্থা ভাবিয়া চিন্তিত হইয়াছি। ইডেন উদ্যানে ইংরেজ বালক বালিকা যখন ঐকতান বাদ্যের তালে তালে নৃত্য করিতে থাকে, তখন উহাতে ইংরেজ-মহিলা সমাজের স্বাস্থ্য রক্ষার অতি সুন্দর চিত্র ফুটিয়া উঠে। বাঙ্গালীর গৃহে কালমেঘাবিষ্টসেবিত নিষ্প্রভ বালক বালিকা ইতস্ততঃ বিচরণ করিতেছে, সামান্য খাদ্যও জর্মানীজল ভিন্ন জীর্ণ হইতেছে না। জননী, জামা জ্যাকেট, পিনাফোরে কতকগুলি জীর্ণ কঙ্কাল ঢাকিয়া রাখিতেছেন। রোমক জাতি, প্রিয় জনের নামাক্ষর গণিয়া স্বাস্থ্য পান করিতেন—

> Three cups to Amy, four to Kate be given.
>
> To Susan five, six Rachel, Bridget seven.

সে সমস্ত দেশের স্বাস্থ্য পানের অর্থ স্বতন্ত্র। এদেশে শাস্ত্রবিধিতে অন্ধ অনেক স্বামী স্ত্রীগণের স্বাস্থ্যে প্রচণ্ড আঘাত করিতেছেন। অন্যরূপ

নীতিবান হইলেও লোকে আপন গৃহে ভ্রষ্টাচারী হইতে পারে, অনেকে তাহা বুঝেন না। স্বামী ব্যভিচারী হইলে স্ত্রী শরীরের মায়া পরিত্যাগ করে, অনেক স্থলে আত্মহত্যায় তাহা প্রমাণিত হইতেছে। প্রতি গৃহস্থেরই সুশ্রুত ও চরকসংহিতা সাবধানে পাঠ করা উচিত।

বাঙ্গালীর পরমায়ু গড়ে বাইশ বৎসর। এক হইতে দশ বৎসরের বালকের মৃত্যু সংখ্যা এক লক্ষে পঞ্চাশ হাজার। সকল দেশেই শিশুদের মৃত্যু সংখ্যা অধিক। মহিলা সমাজের স্বাস্থ্যোন্নতি হইলে বাঙ্গলার মৃত্যু সংখ্যা অনেক পরিমাণে হ্রাস পাইতে পারে। বঙ্গ মহিলার শারীরিক দুর্গতিতে যে কেবল গৃহে গৃহে অসুখ উদ্বেগ, শোক সন্তাপ বৃদ্ধি পাইতেছে, তাহা নহে, নারী জাতির সৌন্দর্য্য নষ্ট হইয়া যাইতেছে। সৌন্দর্য্য নারীজাতীর এক শ্রেষ্ঠ সম্পদ, ইহা জাতীয় অতুল সম্পত্তি। ইহাকে আশ্রয় করিয়া কাব্যকলা, চিত্র ও ভাস্কর বিদ্যা উন্নতি লাভ করে। মহিলা সৌন্দর্য্যের নিকট গ্রীক শিল্প বহু পরিমাণে ঋণী। বাঙ্গালী গৃহস্থ অলঙ্কার নির্ম্মাণে পরাঙ্মুখ নাহেন। কিন্তু এদিকে কঙ্কণ বলয়, মহিলাগণের মণিবন্ধ যুগল ও যুগপৎ স্পর্শের অযোগ্য বলিয়া আক্রোশে জীর্ণ কঙ্কালে মুহুর্মুহু আঘাত করিতেছে। গৃহস্থ এই মর্ম্মান্তির দৃশ্যে অন্ধ নহেন। অলঙ্কার ভাঙ্গিলে গড়া যায়, স্বাস্থ্য একবার ভাঙ্গিলে তাহার সংস্কার সহজ নহে। আমরা বর্ণ সৌন্দর্য্যের তুলনা করিতে চাহি না। স্বাস্থ্য কৃষ্ণ বর্ণেও দীপ্তি কান্তি প্রদান করে, বর্ণ উজ্জ্বল হইলে সৌন্দর্য্যের সীমা থাকে না। যাহারা কাশ্মীরে গাড়োয়াল মহিলার, দারজিলিংএ লেপ্চা রমণীর সৌন্দর্য্যবিভা দেখিয়াছেন তাঁহারা বুঝিতে পারিবেন, স্বাস্থ্য, সৌন্দর্য্যের কিরূপ উৎস। নির্ম্মল সৌন্দর্য্যের অনুপাতে নরলোক সুরলোকের নিকটবর্ত্তী হইয়া থাকে।

বঙ্গমহিলার স্বাস্থ্য দিন দিন ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে, ইহা সকলেই

দেখিতেছেন। কিন্তু এই মারাত্মক দুর্গতি দূর করিবার তেমন যত্ন কই? ইংরেজ জাতির একটা প্রধান গুণ এই তাঁহারা সর্ব্বদা মুক্ত-নেত্র তাহারা যে দোষের প্রতি লক্ষ্য করে, তাহা নিবারণ জন্য যত্ন করে। অধ্যাপক জগদীশচন্দ্র ও প্রফুল্লচন্দ্রের গুণপনা দেখিয়াই হউক, অথবা পুরুষোত্তম পারঞ্জেপের প্রতিভা ভাবিয়াই হউক ইংরেজের বিস্ময় জন্মিয়াছে। সম্প্রতি "নাইণ্টিন্থ সেঞ্চুরী" পত্রে কর্ণেল এলপ্‌ডেল লিখিয়াছেন, বর্ত্তমান যুগের ইংরেজগণের মানসিক শক্তি পূর্ব্ববর্ত্তিগণের তুলনায় নিষ্প্রভ হইয়া পড়িয়াছে কর্ণেল সাহেব বলেন, গ্রীকগণই মানসিক উন্নতির চরম সীমায় উঠিয়াছিল, তাঁহার মতে মনের মৌলিকতা হ্রাস পাইতেছে, স্মৃতি শক্তির প্রভাব বাড়িতেছে যখন নাইণ্টিন্থ সেঞ্চুরীর ন্যায় সংবাদ পত্রে ইংরেজের মানসিক অবনতির তত্ত্ব প্রকাশ পাইয়াছে, তখন তাহারা নিশ্চিন্ত থাকিবার নহে। তাহারা এই নিন্দা দূর করিতে প্রাণপণ যত্ন করিবে। বহুদিন পূর্ব্বেও ইংলণ্ডে একবার কোন টুপীওয়ালার দোকানে শতাব্দীসঞ্চিত সাজ তুলনা করিয়া একজন ইংরেজ লিখিয়াছিলেন, পরবর্ত্তী-যুগের মাথার পরিধি পূর্ব্ববর্ত্তী যুগের অপেক্ষা ক্ষুদ্র হইয়াছে ইহাতে ইংলণ্ডে সামান্য আন্দোলন আলোচনা হয় নাই এরূপ ঘটনা আমাদের চিন্তার বিষয় হয় না, হইলেও চৈতন্য জন্মে না অকালে বঙ্গমহিলা যখন গৃহশূন্য করিয়া চলিয়া যান, অসহায় শিশু যখন মাতৃহীন হইয়া পড়ে, মাতা কন্যা হীন, ভ্রাতা ভগিনী হীন হইয়া পড়েন, তখন পরিবারে শোকের নিদারুণ ছায়া পড়ে বটে, কিন্তু কোন্ অপরাধে অকালে সোণার সংসার শ্মশানে পরিণত হইতেছে, ক'জন তাহার অনুসন্ধান করিয়া থাকেন, ক'জন দুর্গতি দূর করিবার জন্য যত্ন করিয়া থাকেন? ইংরেজের দৃষ্টি এত প্রখর যে, তাঁহারা প্রিনসেস্ অব্ ওযেলস্, ডচেস অব্ ডিভনসায়র প্রভৃতি বিখ্যাত সুন্দরীর সৌন্দর্য্য, অপর্য্যাপ্ত আহার পরিপাক শক্তির ফল বলিয়া

নির্দ্দেশ করিতেছেন বঙ্গসমাজ, মহিলাগণের মূর্চ্ছা ও মাথাধরা, শূল ও সূতিকা, অজীর্ণ ও অনিদ্রা রোগে ত্রিসন্ধ্যা ঔষধ যোগাইয়া সাগু সিদ্ধ করিয়াও সচেতন হইতে পারিতেছেন না নানা কারণে যুবক সমাজের ও স্বাস্থ্যের হানি হইতেছে বঙ্গমহিলার শারীরিক স্বাস্থ্যের উন্নতি না হইলে তাঁহাদের মানসিক উন্নতির মৈনাক পর্ব্বত যে দুর্গতির দুস্তর সাগরে ডুবিয়া যাইবে, জাতীয় উন্নতির ভবিষ্যৎ আশা যে লুপ্ত হইবে, তদ্বিষয়ে কোনও সংশয় নাই

স, ১ অগ্রহায়ণ, ১৩০৬।

বঙ্গমহিলা আধ্যাত্মিক।

বর্ত্তমান বঙ্গ মহিলার "মানসিক" ও "শারীরিক" অধ্যায় লিখিবার পর "আধ্যাত্মিক" অঙ্গ আলোচনা না করিলে এই প্রসঙ্গের একটী প্রধান অংশ অপূর্ণ থাকিয়া যায় বিদ্যার প্রসার এবং বৈদ্যের ব্যবস্থা দেখিয়া শরীর মনের অবস্থা নির্ণয় করা যাইতে পারে, কিন্তু আধ্যাত্মিকতার প্রমাণ ও পরিমাণ প্রদানের উপায় কি? বঙ্গ মহিলা কেবল সাকারবাদিনী হইলে, তুলসী ত্রিপত্র, ধূপ দীপ, চূয়া চন্দন, ফুল দূর্ব্বার ব্যবহার গণিয়া ইহার কিঞ্চিৎ আভাস দিতে পারিতাম ইহাঁরা কেবল নিরাকারবাদিনী হইলে ইহাঁদের ধ্যানধারণার তত্ত্ব সংগ্রহ করিয়া একরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে যত্ন করিতাম। অনেকে এই উভয় শ্রেণীর একতরেরও অন্তর্গত নহেন ইহাঁদের সংখ্যা অল্প নহে সাকার কিম্বা নিরাকার উপাসিকা—উভয় পংক্তিতেই উত্তম নিষ্ঠাবতী রমণী আছেন, তদ্বিষয়ে কোনও সংশয় নাই। কিন্তু নিরবলম্ব শ্রেণীর নির্লিপ্ত অবস্থাই সমাজের ভাবনার বিষয়।

ইহাঁদের সংখ্যা ক্রমে আরও অধিক হইতে থাকিলে বঙ্গ সমাজ উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে পারিবে না। আধ্যাত্মিকতাই মানব সমাজের প্রধান বল। অন্তঃপুর আধ্যাত্মিকতার অভেদ্য দুর্গ। কেবল শরীর ও মনের উন্নতিতে মানুষ মানুষনামের যোগ্য হয় না। মহিলা সমাজে ইহার লঘুতা হইলে সমাজ অবিলম্বে উচ্ছৃঙ্খল হইয়া উঠে। ভগবানে ভক্তি ও বিশ্বাস, তীর্থবাসে তৃষ্ণা ও তৃপ্তি, লোকহিতে অনুরাগ ও কর্ত্তব্য বোধ, জীবে দয়া ও সদাচারে মতি দেখিয়া আধ্যাত্মিকতার পরিমাণ করিতে হয়। বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার সময়ের মহিলাদিগকে প্রশংসা পত্র দিয়া যাইতে পারেন নাই। আমরাও পঁচিশ বৎসর পরে এ বিষয়ে হর্ষ প্রকাশ করিতে পারিতেছি না।

ভগবানে বিশ্বাস ও ভক্তি পরিমাণ করিবার কোনও মাপমান নাই। উহার উত্তাপ উপাসনায় ব্যক্ত হয়। যিনি যে ভাবেই কেন উপাসনা করুন না, উহাতে আন্তরিকতা থাকিলে আধ্যাত্মিকতা প্রকাশ পায়। অন্তঃপুরে আন্তরিক উপাসনার প্রসার কতদূর, তাহা লক্ষ্য করিলেই আধ্যাত্মিকতার আভাস প্রাপ্ত হওয়া যাইতে পারে। সকল দেশেই নাগরিক ও পল্লীর ধর্ম্ম-প্রাণতার ইতর বিশেষ হইয়া থাকে। এদেশও সেই সত্যের সীমা বহির্ভূত নহে। যে সকল মহিলা বিদ্যালয় মাত্র স্পর্শ করিয়াছেন, প্রত্যেক নগর ও পল্লীতে তাঁহাদের পঁচিশটিকে লইয়া পরীক্ষা করিলে দেখা যাইবে, উহাঁদের অধিকাংশই দৈনিক উপাসনার কোন নিয়ম বিধি অবলম্বন করেন নাই। উদ্যানের পুষ্প কেবল গৃহ সজ্জায় স্তবকের জন্য ব্যবহৃত হয় অথবা বৃক্ষ শাখায় শুকাইয়া যায়। গন্ধ দ্রব্য কেবল স্থ্যের জন্য সংগৃহীত হইয়া থাকে। মাদ্রাজী ধূপে গৃহের দুর্গন্ধ হরণ র বটে, কিন্তু দেবতার চরণ স্পর্শ করে না। যাঁহারা সাকার উপাসনা ায় দিয়াছেন, অথচ নিরাকার উপাসনায় অভ্যস্ত হন নাই, তাঁহারা

সময় সময় মাধুর্য্যের অনুরোধে ব্রহ্মসঙ্গীত চর্চ্চা করিয়া থাকেন বটে, কিন্তু তাহাতে অনেক সময় আধ্যাত্মিকতা প্রকাশ পায় না ধর্ম্ম বিপ্লবের সময়ে কোন কোন স্থলে আন্তরিকতা লঘু হইয়া পড়ে, ইহাও কাহারও অবিদিত নহে লুথর পত্নী কেথারিন বন বোরা, এই বলিয়া আক্ষেপ করিয়াছিলেন Why is it that in our old faith we prayed so often and so warmly, and that our prayers are now so few and cold ? এদেশে ধর্ম্ম বিবর্ত্তনের সময় অন্তঃপুরে এরূপ হইবে আশ্চর্য্য কি ?

তীর্থবাসে তৃষ্ণা ও তৃপ্তি আধ্যাত্মিকতার অন্যতম লক্ষণ বর্ত্তমান বঙ্গমহিলা সমাজে সে বিশ্বাস লঘু হইয়া পড়িয়াছে আমরা এখানে তীর্থের গুণাগুণ, উপযোগিতা, অনুপযোগিতা আলোচনা করিতে চাহি না

ন কাশ্যাম্ কাশতে কাশী
কাশী সর্ব্বত্র কাশতে
সা কাশী জ্ঞায়তে যেন
তেন প্রাপ্তাহি কাশিকা

তীর্থের এই ব্যাপক অর্থে যাঁহাদের ব্যুৎপত্তি জন্মিয়াছে, তাঁহারা আধ্যাত্মিকতার অতি উচ্চ স্থান অধিকার করিয়াছেন বর্ত্তমান সময়ে তীর্থ যাত্রা অপেক্ষা দেশ ভ্রমণের আদর অধিক হইয়া পড়িয়াছে, তীর্থবাস অপেক্ষা স্বাস্থ্যনিবাসে দৃষ্টি প্রখর। জলে লোহা অধিক কি তামা অধিক, বায়ুতে রক্ত বাড়ে কি হ্রাস কমে, এখন তাহা মত আলোচনার বিষয়, কোনও স্থানে বাস করিলে, কোনও সাধুসঙ্গ পাইলে, আত্মা আরাম লাভ করে কি না, নূতন বলের সঞ্চার হয় কি না, সেদিকে দৃষ্টি তত সূক্ষ্ম নহে আমরা শরীরের স্বাস্থ্য চাহিতেছি, মুঙ্গের মধুপুরে উহা পাইতেছি আত্মার স্বাস্থ্য যখন আকাঙ্ক্ষার অন্তর্গত নহে, তখন তাহা মিলিবে কেন ?

আধ্যাত্মিকতা জল বায়ুর ন্যায় সুলভ নহে, কলের নলেও উহার বণ্টন ব্যবস্থা হইতে পারে না, সাধনা করিলে সিদ্ধ হওয়া যায় কিন্তু সে সাধনা কই ?

লোকহিতে অনুরাগ ও আরাম বোধ আমরা আমাদের অন্তঃপুরিকা গণের মধ্যে ইউরোপীয় মহিলার অনুপাতে ইহার তুলনা করিতে পারি না। বাঙ্গালীর অন্তঃপুরে কুমারী নাইটিংগেল কুমারী কার্পেণ্টার সম্ভবপর নহে। কুমারী গেরিয়ক, কুমারী বোজ প্রভৃতির ন্যায় কেহ সংগ্রামক্ষেত্রে শুশ্রূষার জন্য যাইবেন, এরূপ কখনই আশা করা যাইতে পারে না। দাসাশ্রমের অনুষ্ঠানে দুই একটী বঙ্গমহিলার নাম শুনিয়াছিলাম সে অনুষ্ঠানের অন্তর্ধানের সঙ্গে সঙ্গে আশা করি, তাঁহারা তাঁহাদের পবিত্র ব্রত পরিত্যাগ করেন নাই ভরসা করি, কলিকাতার "দীন জনের ভগিনী সমাজ" তাঁহাদিগকে উৎসাহ প্রদান করিবে গৃহে বঙ্গমহিলাগণ স্বজন পরিজনের সেবায় যে অক্লান্ত পরিশ্রম করেন, তাহা অতুলনীয় দুই পাঁচটী আয়নার ছবি, কিংবা স্থাপিত পুত্তল দেখিয়া আমরা সমাজের আদর্শ স্থির করিব না বঙ্গমহিলার দৈনন্দিন শ্রমশীলতা লক্ষ্য করিলে মনে হয়, ইহাঁরা যেন মরিবার জন্যই জন্মগ্রহণ করিয়াছেন কিন্তু এই মৃত্যুতে আত্মার আবরণ তেমন মুক্ত হইতেছে না। ইহাতে অজ্ঞানে "তস্মিন্ প্রিয় কার্য্য সাধন" ব্যক্ত হইতেছে বটে, কিন্তু সজ্ঞানে "তস্মিন্ প্রীতি" প্রকাশ পাইতেছে না আমরা এই স্থানে বর্ত্তমান বঙ্গ মহিলাদিগকে মহারাণী শরৎসুন্দরী এবং ভগবতী দেবীর জীবন স্মরণ করাইয়া দিতেছি। ইহাঁদের লোকসেবায় দেবারাধনার যে এক অপূর্ব্ব চন্দনচর্চ্চা লিপ্ত ছিল, তাহা তাঁহাদের জীবনচরিত পাঠক মাত্রেই লক্ষ্য করিয়া থাকিবেন

বঙ্গমহিলার জীবে দয়ার পরিমাণ লঘু হইয়া পড়িয়াছে। গো সেবায়

ইহাঁদের অনুরাগের অথবা প্রয়োজনের অভাব দেখিয়া আমরা এই কথা বলিতেছি দুহিতা শব্দের আদিম অর্থ অনেক দিন হইল লুপ্ত হইয়াছে, তজ্জন্য দুঃখ করিয়া ফল নাই গো সেবার ভার ইহাঁদের হস্তচ্যুত হওয়াতে সমাজের একটী সুন্দর চিত্র মুছিয়া গিয়াছে। নাগরিক জীবনে অনেকেই এই অভাব অনুভব করেন না, কিন্তু পল্লী জীবনে ইহা পরিস্ফুট অনেক হিন্দুমহিলা ব্রত প্রতিষ্ঠায় সদাচার রক্ষা করিতেছেন; কিন্তু যাঁহাদের কোন ব্রত নাই, উপাসনা নাই, বলিতে দুঃখ হয়, তাঁহাদের সদাচারের পথ অতিশয় সঙ্কীর্ণ

পবিত্রতা রক্ষা নারীজাতির স্বাভাবিক প্রকৃতি। পবিত্রহৃদয়ে ভগবান বাস করেন, সকল দেশের লোকেই এই সত্য স্বীকার করিয়া থাকেন। পুরুষের শব ঊর্দ্ধমুখে এবং স্ত্রীলোকের শব অধোমুখে জলে ভাসিয়া থাকে দেখিয়া রোমক প্রকৃতিতত্ত্ববিদ্‌গণ পুরুষ অপেক্ষা স্ত্রীলোকের পবিত্রতার পরিমাণ অধিক মনে করিতেন আধ্যাত্মিকতা ব্যতীত পবিত্রতার বন্ধন শিথিল হইয়া পড়ে মাতা আধ্যাত্মিকতা বর্জ্জিতা হইলে সন্তানকেও সে অপরাধ স্পর্শ করে এমন কি অনেক অন্তঃপুর হইতে প্রাতঃস্মরণের সুন্দর রীতি উঠিয়া গিয়াছে জানি না, ক'জন মহিলা প্রভাতে শয্যাত্যাগে শিশুদিগকে এই প্রধান ও প্রথম কর্ত্তব্য স্মরণ করাইয়া দেন, ক'টী বালিকা মাতার মুখে ঈশ্বর স্তোত্র শিখিয়া সায়ংপ্রাতঃ তাহা আবৃত্তি করে। মাতৃক্রোড়ে শিক্ষিতা একটী ইংরেজ শিশুর গীতি কবিতা নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি,—

Mathew, Mark, Luke, and John,
Bless the bed I lie upon ;
Four corners to my bed,
Four angels at my head ;

One to sing and one to pray,
And two to carry my soul away.
And if I die before I wake,
I pray to God my soul to take,
For Jesus Christ our Saviour's sake

আমাদের দেশে এরূপ কবিতার অভাব ছিল না, কিন্তু শিক্ষা দেয় কে? শিশুপাঠ্য ছড়া-কবিতার ছড়াছড়িতে আনন্দ ও নৃত্য বাড়িতে পারে, কিন্তু উহাতে কিশোর জীবনে ধর্ম্মভাবের মাধুরী মুদ্রিত হইবার নহে।

স্ত্রীস্বাধীনতার সত্যযুগে গার্গী, মৈত্রেয়ীর জন্ম হইয়াছিল, এখন তাহা হইবার সম্ভাবনা কি? স্ত্রীস্বাধীনতার তিরোধানের সঙ্গে সঙ্গে নারী সমাজের অধঃপতন হইয়াছে বর্ত্তমান বঙ্গমহিলার আধ্যাত্মিকতার পরিচয় জন্য শ্রীমতী লাবণ্যপ্রভার "দৈনিক" ও অপর কতিপয় মহিলার দুই তিন খানি ব্যতীত উল্লেখ যোগ্য গ্রন্থ নাই আমরা বঙ্গমহিলা সমাজে খৃষ্ট সম্প্রদায়ের অনুরূপ ধর্ম্ম বিশ্বাসের দৃষ্টান্ত দেখিতে প্রত্যাশা করি না। মেদেম দি মণ্টমোরিণ, ষোড়শলুইর সহোদরা মেদেম এলিজাবেথ কিম্বা মণ্টমার্টির সন্ন্যাসিনীগণের ন্যায় কেহ জীবন বিসর্জ্জনে ধর্ম্ম বিশ্বাসের পরিচয় দিবেন, এ সমাজে তাহার সম্ভাবনা নাই, প্রয়োজনও নাই কিন্তু ভবিষ্যৎ সমাজের কুশলের জন্য বঙ্গমহিলার প্রদীপ্ত আধ্যাত্মিকতা একান্ত আবশ্যক খৃষ্টধর্ম্মের প্রথম যুগে মেরী মেগডালেন, আফ্রা, পেলাজিয়া, থেয়াগ, থিওডেটা, এবং মধ্যযুগে মারগেরাইট, ক্লেরা, ভিটিলগ ইহাঁদের পূর্ব্ব জীবন যেরূপই কেন থাকুক না—আধ্যাত্মিকতার প্রভাবে সেণ্ট উপাধি লাভ করিয়াছিলেন। সেণ্ট ভিটিলগ্ যেরূপ উপায়ে পতিতা উদ্ধার করিতেন, তাহা চিন্তা করিলে চমৎকৃত হইতে হয় অতীত

হিন্দুসমাজে আধ্যাত্মিক রমণীর অভাব নাই, প্রচীন মুসলমান সমাজও এ বিষয়ে পশ্চাদ্বর্ত্তী ছিলেন না তপস্বিনী রাবেয়া উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থানীয়া হইয়া রহিয়াছেন

মহিলাগণের ধর্ম্মপ্রাণতার প্রভাবেই সমাজে ধর্ম্ম প্রতিষ্ঠা লাভ করে ও জাগ্রত থাকে ক্লটিল্ডা তাঁহার স্বামী ক্লভিনকে, বার্থা এথেল বার্টকে, থিওডোলিণ্ডা লোথেয়ারকে খৃষ্টধর্ম্মে দীক্ষিত করেন সেণ্ট আগষ্টাইন, সেণ্ট ক্রাইসোষ্টোম, সেণ্ট বেসিল সেণ্ট গ্রেগরী, সেণ্ট থিওডোরেট এবং সেণ্ট কনষ্টানটেইনের মাতা কেবল পুত্রগণের প্রসবিত্রী ছিলেন না, তাঁহাদের ধর্ম্মজীবনেরও জননী ছিলেন এদেশে ধর্ম্ম হীনতার যে এক দারুণ হিল্লোল বহিতেছে, তাহাতে মহিলা সমাজে আধ্যাত্মিকতা প্রবল না হইয়া উঠিলে সমাজের মঙ্গল নাই। সম্প্রতি অন্তঃসারহীন ধর্ম্মঅবতার ও ধর্ম্মঅবধূতগণের ফুৎকারে যে ফেণা উঠিতেছে, মহিলা সমাজকে তাহা স্পর্শ করিতে পারে নাই ইহা একটী শুভ লক্ষণ। আমরা মহিলা সমাজে এরূপ সাময়িক উচ্ছ্বাসের আবর্জ্জনা দেখিতে চাই না, আধ্যাত্মিকতার আন্তরিকতা দেখিতে চাই মহিলা-হস্তের পরিবেশিত কেবল অন্ন জল মধুর নহে, ধর্ম্মও মিষ্ট ও পুষ্টিকর যে দেশে ইহার অভাব উপস্থিত হয়, সে দেশের আত্মাপুরুষ অনাহারে দিন দিন শীর্ণ হইয়া পড়ে প্রত্যেক বঙ্গমহিলা পতিপুত্রের পাতে, ভাই ভগিনীর হাতে, আত্মীয় স্বজনের সম্মুখে আধ্যাত্মিক অন্ন পরিবেশন করিতে সমর্থা হইলে, অহো, সমাজের কি সৌভাগ্যের উদয় হইবে!

স, ২২ অগ্রহায়ণ ১৩০৬।

মহিলা-মঙ্গল।

বঙ্গদেশের বিদ্যালয়ে বালিকার সংখ্যা প্রায় এক লক্ষ ইহাদের শিক্ষাদান কার্য্যে গবর্ণমেন্ট, ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ড ও মিউনিসিপালিটি গত বর্ষে ১,২৯,৬৯০ এবং জন সাধারণ ২,১০,০৫২ টাকা ব্যয় করিয়াছেন অবলা বান্ধবগণের যত্নে অন্তঃপুরেও ধীরে ধীরে শিক্ষার আলোক প্রবেশ করিতেছে। শিক্ষার্থিনীগণের কয়জন গার্গী ও মৈত্রেয়ী, খনা ও লীলা-বতীর পদাঙ্ক অনুসরণ করিবেন, জানি না। সে উন্নত যুগের উচ্চ কথার আলোচনা করিয়া ফল নাই নারীজাতি এদেশে একরূপ শিক্ষা লাভ করিলে সংসারক্ষেত্রে আপনার, পরিবারের এবং জগতের মঙ্গল সাধন করিতে পারেন, ভরসা করি, তাহার আলোচনা অপ্রাসঙ্গিক হইবে না

সৃষ্টির আদিকাল হইতেই স্ত্রীজাতির প্রতি পুরুষ জাতির নিগ্রহ চলিয়া আসিতেছে ইভ ও আদমে কথোপকথন যাঁহারা ধীর চিত্তে পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারা দেখিতে পাইয়াছেন, আদমের অন্তরে সময়ে সময়ে ইভের প্রতি কেমন এক রকম ভাব গর্জ্জিয়া উঠিয়াছে আদিম অন্ধ যুগের চিত্র এইরূপ হইবে, তাহাতে আশ্চর্য্যের বিষয় কিছুই নাই প্যারা-ডাইজলষ্টে আদমের চিত্রে মিল্টন যুগের ছায়া পড়িয়াছে—এই তর্ক তুলি-লেও কেহ স্ত্রীজাতির প্রতি আচরণ সম্বন্ধে সত্য যুগকে শুভ্র করিয়া তুলিতে পারিবেন না বর্ত্তমান সভ্য যুগেও অনেক স্থানে পুরুষ জাতি স্ত্রীজাতির সম্বন্ধে অক্ষুণ্ণ উদার মত পোষণ করিতে পারিতেছেন না বাল্যে মাতৃ ক্রোড়ে পালিত, যৌবনে স্ত্রী হস্তে ভূষিত, বার্দ্ধক্যে বনিতা ও দুহিতার যত্নে সেবিত হইয়া পুরুষ, নারী জাতির নিকৃষ্টত্ব ঘোষণা করিয়া কৃতজ্ঞতার জয় পতাকা উড়াইবে, ইহা বীরোচিত দৃষ্টান্তই বটে

পুরুষ—পুরুষ, রমণী—রমণী ; সৃষ্টির এই দুই পৃষ্ঠার তারতম্য কি, লোকে সহজ জ্ঞানেই তাহা বুঝিতে পারে কিন্তু পুরুষ কেবল ইহা বুঝিয়াই তুষ্ট নহে জিতজাতির উপর জেতাজাতির প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা রাজধর্ম্মের যেরূপ একটী অব্যর্থ সন্ধান, স্ত্রী জাতির উপর পুরুষ জাতির শ্রেষ্ঠত্ব স্থাপন সংসার-সংহিতার সেইরূপ একটী সাঙ্ঘাতিক লক্ষ্য প্রহার ও যাতসহিষ্ণুতা—শূর্মি ও হাতুড়ীর বীরত্বের তুলনা বর্ব্বরের নিকট বিফল চেষ্টা মাত্র যে জাতি যতদূর কাপুরুষ, স্ত্রী জাতির প্রতি তাহার অবিচার ও অত্যাচার ততদূর কঠোরতর পুরুষ সিংহ ইংরেজও বহুস্থলে রমণীর সমান অধিকার স্বীকার করিতে চাহে না এই বিসদৃশ ভাবের মীমাংসা কোথায় ? কাপুরুষতা সময়ে সময়ে বীর হৃদয়কে আশ্রয় করিয়া থাকে বর্ত্তমান সময়ে বলদৃপ্ত পৃথিবীর চারিদিকে এরূপ কুৎসিৎ দৃষ্টান্তের অভাব নাই

আশার কথা এই পুরুষ জাতির অবিচারের পাষাণ পেষণ ভেদ করিয়াও মহিলা মহিমা ধীরে ধীরে ফুটিয়া উঠিতেছে পাশ্চাত্য সমাজের নারীজাতির উন্নতির ইতিহাসের দিকে তাকাইতে বলিব না, বঙ্গদেশে কেমন স্বল্প সময়ে একটী মহিলা সাম্রাজ্য গড়িয়া উঠিয়াছে. রাজ্য প্রতিষ্ঠার প্রথম সময়ে শাসন বিধি তেমন সুদৃঢ় থাকে না বর্ত্তমান বঙ্গ মহিলা সমাজের প্রকার পদ্ধতিও তেমন শৃঙ্খলাবদ্ধ হইয়া উঠে নাই কোন্ বিধি ব্যবস্থায় ইহাকে সৌষ্ঠব ও শক্তিতে সর্ব্বাঙ্গসুন্দর করা যাইতে পারে, এখনও তাহা নির্দ্ধারিত হয় নাই স্ত্রী জাতির শিক্ষা পদ্ধতির উপর এই মহত্তর কার্য্য নির্ভর করিতেছে

মহিলা সমাজের গুণপণা পুরুষজাতির এক সম্মোহন মন্ত্র সঙ্গীতের উদ্দেশে মৃগের ন্যায়, প্রদীপের উদ্দেশে পতঙ্গের ন্যায় পুরুষ জাতি স্ত্রীজাতির দিকে চাহিয়া চলিয়াছে বঙ্গদেশে স্ত্রীজাতির উৎকর্ষের সহিত পুরুষের

উন্নতি কতদূর নিকটবর্ত্তী, তাহা অঙ্ক পাতিয়া দেখাইয়া দিবার উপায় নাই "আলো ও ছায়ার" ভূমিকায় যেদিন কবিবর হেমচন্দ্র গ্রন্থকর্ত্রীর প্রতিভা ব্যাখ্যায় সরল হিংসা ব্যক্ত করেন, সেই দিন প্রমাণিত হইয়াছে, মহিলার মানসিক মাহাত্ম্য পুরুষের মরণ-নিদ্রা কত সত্বর ভাঙ্গিয়া দেয় বিদ্যালয়ে ও অন্তঃপুরে সরস্বতীগণের বীণা ঝঙ্কারে কলেজে ও কর্ম্মক্ষেত্রে বিদ্যার্থী ও বিষয়িগণের চিত্তবৃত্তি যে এক অভিনব চেতনা লাভ করিতেছে, আমরা তাহার স্পষ্ট চিহ্ন দেখিতে পাইতেছি

বঙ্গে স্ত্রীশিক্ষা এখনও তেমন বিস্তৃত হয় নাই যাহা হইয়াছে, তাহা পুরুষ শিক্ষার অনুকরণে বেথুন কলেজ বালিকা বিদ্যালয়ের অগ্রগণ্য বালকের জন্য যেরূপ শিক্ষার ব্যবস্থা, এখানে বালিকার জন্যও প্রায় সেইরূপ শিক্ষার ব্যবস্থা গত বর্ষে কুমারী চন্দ্রমুখী বসুর বিশেষ যত্নে, স্যার জন উড্‌বারণের কৃপা কটাক্ষে, ডাইরেক্টারের অনুগ্রহে বেথুন বিদ্যালয়ে সঙ্গীত, শিক্ষার সাহায্য প্রদত্ত হইয়াছে বেথুন বিদ্যালয় এখন স্ত্রীশিক্ষার একটী উত্তম অঙ্গের পুষ্টিসাধন করিতে পারিবে মানসিক উৎকর্ষ সাধনে সঙ্গীত, সাহিত্য, গণিত, বিজ্ঞান অধ্যয়নের আবশ্যকতা আছে। অনেকে স্ত্রীলোকের এরূপ শিক্ষা ও পুরুষোচিত উপাধির আবশ্যকতা স্বীকার করেন না ইঁহারা স্ত্রীশিক্ষার সম্পূর্ণ বিরোধী না হইলে, এইরূপ উচ্চ শিক্ষা নারীজাতির অনুপযোগী বলিয়া মনে করিতে পারেন না। সাহিত্য ও বিজ্ঞানের সঙ্গে পরিচয়ে পুরুষেরই হউক কিম্বা রমণীরই হউক, চিত্ত বৃত্তি এক নববল লাভ করে। পতিত জাতির পক্ষে এই নববলের বিশেষ প্রয়োজন মাতৃস্তনে এই বলের সঞ্চয়, লিপ্‌টন্ চাতে সুইস্ দুগ্ধের সংযোগ অপেক্ষাও উপাদেয় ও পুষ্টিকর বিশ্ববিদ্যালয় বালকদিগের শিক্ষা জন্য যে সকল প্রণালীর সৃষ্টি করিয়াছেন তাহাতে অনেক স্থলে কুফল ফলিয়াছে বালকগণ কিরূপ শিক্ষা পাইলে বিদ্যা পরিপাক করিতে পারে গুরুজনে শ্রদ্ধা ও

ভগবানে ভক্তি অর্জ্জন করিতে পারে, সমাজের শুভাকাজ্ক্ষিগণ তদ্বিষয়ে আলোচনা ও আন্দোলন করিতেছেন বালকদের শিক্ষা পদ্ধতির সংস্কার হইলে বালিকাদেরও শিক্ষা পদ্ধতির সংস্কার হইবে কিন্তু তাহা কবে?

অর্থোপার্জ্জনের অনুরোধে পুরুষ এক এক ব্যবসায়ের জন্য প্রস্তুত হইতেছে এ দিকে স্ত্রী জাতির মাতৃত্ব অর্জ্জন একটী উচ্চতর ব্রত কিন্তু জননী হইবার যোগ্য গুণপনা, শিক্ষা ব্যতীত কিছুতেই লাভ করা যাইতে পারে না উহাতে সাহিত্য চাই, ইতিহাস চাই, বিজ্ঞান চাই, শিল্প চাই, চিকিৎসা চাই সাহিত্যের সঙ্গে সঙ্গীত, সঙ্গীতের সঙ্গে যখন সূপকার বিদ্যা মিলিত হয় তখন অন্নে বল জন্মে, তখন "স্তন দুগ্ধ সনে পিয়াও জননী"—কবির চিরকামনা পূর্ণের আশা হয়। এই অন্নে যে সন্তানের হৃদয়, মন ও আত্মা পুষ্ট হয়, সে আত্ম সৌভাগ্যবান ব্যবসায়ের দিক্ দেখিতে গেলে কেবল শিক্ষয়িত্রী সৃষ্টি করিলে চলিবে না। মহিলা সমাজে চিকিৎসক শ্রেণীর প্রয়োজন ইহার পথ মুক্ত হইয়াছে। বাঙ্গালীর জন্য রণক্ষেত্র থাকিলে আমরা কুমারী নাইটিংগেলের দিকে তাকাইতাম চিকিৎসালয়ে রোগীর শুশ্রূষায় সে ক্ষোভ নিবারিত হইতেছে জীবন সংগ্রামের কঠোরতার দিনে স্ত্রী জাতি চিত্রবিদ্যা ও সীবনবিদ্যায় অধিকার লাভ করিলে অর্থাগমের অনেক সুবিধা হইতে পারে বিধবা ও অনাথাগণের জন্য এই দুই বিদ্যা শিক্ষার বিশেষ ব্যবস্থা করা উচিত

প্রচলিত স্ত্রী শিক্ষা সম্বন্ধে শিক্ষা কমিশন এইরূপ অভিমত ব্যক্ত করিয়াছিলেন—

"It appears on the whole that the scheme of study in girl-school has been founded too much on the model of that for boys. It has been devised and set on foot by

men as an addition to the system established for boys. Many men have, indeed, devoted themselves to this work, and have been the real agency in introducing and fostering female education The statement by lady witnesses form one of the most interesting sections of the evidence collected by the Commission But ladies have not hitherto been much consulted as to the arrangements made by the department Hence there is a want of careful adaptation of the means to the end The present system may perhaps serve to turn out a certain number of girls instructed up to a certain standard. But how girls may be fitted to fill efficiently and intelligently the very peculiar place appointed for them in the life of this country, is a matter, the consideration of which requires at once an enlightened sympathy with the female mind, and a clear acquaintance with the conditions of Indian women

ইহার মর্ম্মার্থ এই—বালিকা বিদ্যালয়ের শিক্ষাপদ্ধতি অনেক পরিমাণে বালকদিগের শিক্ষাপ্রণালীর আদর্শে ধার্য্য হইয়াছে অনেক মহিলা এই কার্য্যে ব্রতী হইয়াছেন এবং স্ত্রীশিক্ষা প্রচারে যত্ন করিয়াছেন স্ত্রীশিক্ষা সম্বন্ধে অনেক মহিলা সাক্ষ্যদান করিয়াছেন। কিন্তু শিক্ষাবিভাগ এপর্য্যন্ত স্ত্রীশিক্ষা সম্বন্ধে মহিলাদের মতামত গ্রহণ করেন নাই সুতরাং উদ্দেশ্য সাধন জন্য উপায় অবলম্বনে ত্রুটি রহিয়া গিয়াছে বর্ত্তমান প্রণালীতে কতক সংখ্যক বালিকাদিগকে কোন নির্দ্দিষ্ট পরিমাণে শিক্ষা দেওয়া

যাইতে পারে কিন্তু এই দেশের অবস্থা বিবেচনায় বালিকাদিগকে তাহার উপযোগী করিতে হইলে ভারতীয় মহিলাগণের রীতি পদ্ধতি ও ইচ্ছা আকাঙ্ক্ষা জ্ঞাত হওয়া আবশ্যক।

এই ইচ্ছা ও আকাঙ্ক্ষা অবগত হইবার সময় উপস্থিত হইয়াছে। বর্ত্তমান সময়ে বঙ্গ দেশে যে সকল মহিলা মানসিকতায় প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছেন, স্ত্রীশিক্ষা পদ্ধতি সম্বন্ধে তাঁহাদের মত ব্যক্ত করিবার সময় আসিয়াছে ইঁহারা সমবেত ভাবে আলোচনা করিয়া আপন মত জ্ঞাপন করিলে স্ত্রীশিক্ষা সুহৃৎ ও শিক্ষা কর্ত্তৃপক্ষগণ প্রকৃত কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণে সমর্থ হইতে পারেন স্ত্রীশিক্ষার উপর এদেশের ভবিষ্যৎ নির্ভর করিতেছে সুতরাং এদেশে স্ত্রীশিক্ষা প্রণালী যাহাতে সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর ও সাংসারিক জীবনে মঙ্গলকর হইতে পারে, তদ্বিষয়ে বিশেষ যত্ন করা আবশ্যক

স, ২১ আষাঢ় ১৩০৭।

খিচড়ী।

কোন্ ভোজন-বিলাসী কোন্ শতাব্দীতে খিচড়ী আবিষ্কার করিয়াছেন, পাকরাজেশ্বরে তাহার উল্লেখ নাই অভিধানে ইহা খেচর শব্দজ খেচর শব্দ হইতে খিচড়ীর রূপ, রস, গন্ধ, উপাদান, উপকরণ কল্পনা করা অতি কঠিন কথা। খেচর ও খচর শব্দ একার্থ বোধক। খচর—"অশ্বতরেচ" ইত্যর্থ হইতে খিচড়ীর উৎপত্তি অস্বাভাবিক মনে হয় না

খচরস্য সুতস্য সুতঃ খচরঃ
খচরস্য পিতা পুনঃ ন খচরঃ
খচরস্য সুতেন হতঃ খচরঃ
খচরী পরিরোদিতি হা খচর ।

পুরাণজ্ঞ পাঠকগণের উপর এই প্রহেলিকার অর্থোদ্ধারভার অর্পণ করিয়া ইহা অনায়াসে বলা যাইতে পারে—এই শ্লোক চতুষ্পদে অদ্ভুত খিচড়ী পাকিয়া উঠিয়াছে। খিচড়ীর ইতিহাস যতই কেন জটিল হউক না, আষাঢ়ের এই ভরা বাদলে যখন মেঘরাশি আকাশ অন্ধকার করিয়া গৃহস্থের ক্ষুদ্র কুটীরের তৃণ ভেদ করিয়া বারি বর্ষণ করিতে থাকে, তখন অনন্যকর্ম্মা, অন্য উপকরণরহিতা, বিশেষতঃ মৎস্যাভাব-ব্যাকুলিতা গৃহিণী যখন যত্নপূর্ব্বক খিচড়ী, হাতায় হাতায় পাতায় পাতায় পরিবেশন করিতে থাকেন, তখন উহার সৌরভের সঙ্গে কেমন এক অপূর্ব্ব কোমল মমতা ফুটিয়া উঠে। তখন আবিষ্কারের ইতিহাস জটিল বলিয়া জিবের রসাস্বাদনের কোন বিঘ্ন ঘটে না। লেহনে লেহনে রসনায় সহস্র ধারায় রস বহিতে থাকে আর্দ্রক-পলাণ্ডু প্রক্ষিপ্তা, খণ্ডিত লঙ্কা-মণ্ডিতা, তেজপত্রাচ্ছাদিতা, স্তরে স্তরে উদরবর্ত্তিনী, দ্বিদল তণ্ডুলময়ী খিচড়ী যখন চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা পথে ঈষদুষ্ণ তেজ বিকীরণ করিতে থাকেন, তখন অহো, বর্ষার শৈত্যে কি বাদসাহী আরাম তখন খিচড়ীর আবিষ্কর্ত্তা যিনিই কেন হউন না, উদ্দেশ্যে তাঁহাকে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত পূর্ব্বক সটান শয্যাসাৎ হইবার ইচ্ছা মনের অগোচরে বলবতী হইয়া উঠে, উপাধান গ্রহণে আর বিলম্ব ঘটে না। নিদ্রার সঙ্গে সঙ্গে নাসিকাধ্বনি চারিদিকের বাগ্মী ভেকমণ্ডলীকে পরাভূত করিয়া ফেলে।

এই উপাদেয় সামগ্রীর কাব্য ও ইতিহাস, কবিত্ব ও কল্পনা ডুবাইয়া সম্প্রতি বঙ্গদেশে আমরা রাজনৈতিক বন্ধনশালায় এক অপূর্ব্ব খিচড়ী

আস্বাদন করিতেছি ব্যবস্থাপক সভার সদস্য নির্ব্বাচন ঘটনায় ইহার আবির্ভাব। স্বয়ং শাসনকর্ত্তা ইহার সূপকার তাঁহার উদ্দেশ্য মহৎ, কিন্তু এদিকে যে বদহজম ভাবী কলিকাতা—দ্বিদল মাসকলাই; নাগরিক শাসন অখণ্ড তণ্ডুল; বৈদ্য ও ব্রাহ্মণ আর্দ্রক ও তেজপত্র; ইহুদী, আরমান পলাণ্ডু, বাঙ্গলা ইংরেজী সংবাদপত্রগুলি কি মজার ফুরণই না দিতেছে, গন্ধে আসর গুলজার। ধীরে তেজস্কর অনুপান— বৈদ্যের আর্দ্রক অন্তর্ধান, পলাণ্ডু ভাসিয়া উঠিয়াছে। ব্রাহ্মণের তেজপত্র এখনও ভাজা হয় নাই বাজার হইতে আনিয়া কোন্ দুর্ম্মতি কতকগুলি লঙ্কা ছাড়িয়া দিয়াছে খিচড়ী বড় ঝাল মনে করিতেছিলাম, বাঘা তেঁতুল দ্বারা এই ঝাল ঝাড়িব, কিন্তু তেঁতুলে যে ঝাল আরও বাড়িয়া উঠে চিনি ঝালের উত্তম ঔষধ, কিন্তু শর্করা শুল্কে দেশের চিনি বাঁচিয়া না উঠিলে আর চিনি ছুঁইব না প্রতিজ্ঞা করিয়াছি। ঠোঁট বড় পুড়িতেছে কেহ একটু তৈল দিতে পার কি?

খিচড়ীর বাহার শীত ও বর্ষায় কিন্তু গ্রীষ্মের গবর্ণমেণ্ট গেজেটে ইহার সূচনা সেই হইতেই চারিদিক সব গরম। এত গরম যে, লোকের মাথা গরম হইয়া উঠিয়াছে; কাহার মাথা কে খাইবে, প্রত্যেকে তাহার সুযোগ খুঁজিতেছে সংবাদপত্র ও কসাইখানায় লোকে বড় প্রভেদ দেখিতে পাইতেছে না স্বভাবটা একবারে খিচড়ী হইয়া গিয়াছে। ইহাতে পায়স মাধুর্য্যের অণু পরমাণুও নাই থাকিবে কেন? খিচড়ীর স্বভাবই স্বতন্ত্র পূর্ব্ববাঙ্গলার খিচড়ী লঙ্কা প্রধান, পশ্চিম বাঙ্গলায় বাঘা তেঁতুলে গোলমরিচের তীব্র ঝাল একটু তরল হইয়া থাকে। চাহিলাম কি, পাইলাম কি, দেখিতেছি কি? দেখিব কি? সদস্য নির্ব্বাচনে যেরূপ রাজনৈতিক খিচড়ী পাকিয়া উঠিয়াছে, এরূপ খিচড়ী কেহ কখনও খাইয়াছেন কি?

এরূপ রাজনৈতিক খিচড়ী নিত্য উপস্থিত হয় না, ইহা নৈমিত্তিক শিক্ষার রন্ধনশালায় নিত্য যে খিচড়ী পাক হইতেছে, উহার তুলনা নাই। এ শিক্ষায় নাই কি? সাহিত্য, গণিত, বিজ্ঞান, ইতিহাস, কৃষি, শিল্প, রেখাচিত্র, মানচিত্র, চিত্রাবস্থা, পরিমাপ বিদ্যা, শুভংকরী, লয়ঙ্করী, স্বাস্থ্যরক্ষা, শরীরপালন, দায়ভাগ, জীমূতবাহন, শব্দশাস্ত্র, স্বস্ত্যয়ন, সপিণ্ডকরণ সবই আছে, বড় সাধের নানখাতান—সুজী আছে, চিনি আছে, ঘি আছে, জল নাই শিক্ষার খিচড়ীতে সব আছে, কেবল লবণ নাই। যাহা ব্যঞ্জনের সার, জীবনের সম্বল, সেই টুকুরই অভাব বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃপায় সর্ব্বত্র আলুনী খিচড়ী পরিবেশিত হইতেছে ধর্ম্ম, জগতের লবণ স্বরূপ সেই ধর্ম্মই শিক্ষার পাকশালার সীমা বর্জ্জিত বিশ্ববিদ্যালয় তদ্ধর্মী উদাসীন নিউট্রল পুরুষ, বলিতেছেন, শিক্ষার্থিগণ পারে ত লবণ মিশাইয়া খাক বিশ্ববিদ্যালয় নেমকহারামের সুযোগ দিতে ইচ্ছুক নহেন শিক্ষার্থী যাহা শিখিতেছে, তাহা মুখে বলিবার নয়, জিবে চাখিবার বস্তু কেবল ধর্ম্ম নয়, সাধারণতঃ বলিতে গেলে ঐ একের অভাবেই কিছুই মিশিতেছে না, কিছুই পরিপাক হইতেছে না। শিক্ষা এক, সামর্থ্য আর কথা এক, কার্য্য আর। সকলই জুদা জুদা। ডাউল একদিকে, চাউল একদিকে সভ্যতার গো-শালা হইতে ঘৃতের বরাদ্দ মন্দ হয় না,—এ যে ভুনা খিচড়ী. পাকের দোষে বড়ই বিপাক ঘটিতেছে সূপকারগণ দেশ কাল পাত্র বুঝেন না; তাঁহারা ছোট ছোট ডেকচীতে বেবরাদ্দ উপকরণ তুলিয়া তলে অগ্নিপরীক্ষার এরূপ ধাঁ ধাঁ জ্বাল দিতেছেন যে, হাঁড়ি ফাটে, কি খিচড়ী চটে উভয়ই হইতেছে। শিক্ষার্থিগণের খুটির মত মাথা ফুটিতেছে স্বাস্থ্যরক্ষা ও শরীরপালন চুলোয় দেও—বড় বর্ষা, খুব খিচড়ী খাও

সমাজটা একটা ঝোলা খিচড়ী উচ্চস্তরের রাঙা মণ্ডরী চোক

চাহিয়া আছে নিম্নস্তরের তণ্ডুলগুলি অপক্ক, অর্দ্ধপক্ক, উভয়ের মিশ্রণকারী মধ্যবিত্ত অংশভাগ, দাইল চাউল কাহারও সঙ্গে মিশিতেছে না আর্য্য কলার পাতে উহা পরিবেশন কর, গঙ্গা হিমালয় হইতে উৎপন্ন হইয়া বঙ্গোপসাগরে পড়িয়াছে—দেখিবে ঝোলা খিচড়ী পাত ছাড়িয়া ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটিয়াছে সমাজের লেভেল ঠিক না করিলে আর এ উপদ্রব যাইবার নয় জমিদার খাজনা পাইলেই দায় খালাস, প্রজা খাজনা না দিতে পারিলেই মোড়ল বাহাদুর শিষ্য গুরু মানে না, গুরু শিষ্যকে দেখে না, জ্যেষ্ঠ কনিষ্ঠ সম্বন্ধ ঘুচিয়া যাইতেছে একান্নবর্ত্তী পরিবারের জমাট ভাঙ্গিয়া এখন ভাই ভাই ঠাঁই ঠাঁই গৃহলক্ষ্মী বাঁধুনী সরস। সমাজ সমিতিই কর, বিবাহ-ব্যয়-হ্রাস সমিতিই কর, সমাজের এ ঝোলা খিচড়ী ঘনীভূত করিবার ভরসা অল্প বিশেষতঃ বঙ্গদেশে। এখানে সামাজিকেরা কেবল কথার ভিজা চুলোয়, কল্পনার ভিজা কাঠে আগুন ধরাইয়া ফুঁ দেয়—ফল, ধূম ও চখের জল কলিকাতা বিবাহ ব্যয়-হ্রাস-সমিতির খিচড়ী পাকের কেহ সংবাদ রাখেন কি? রাজপুতনার ওয়াল্টারকীর্ত্তি সমিতি, পাক করিতেছে ভাল তাহারা রুটি খায়, কটি আঁটিয়া কাপড় পরে বাঙ্গালীর ভাত জীর্ণ হয় না, তারপর পদে প্রদে তাহার কচ্ছ মুক্ত হইয়া পড়ে

ধর্ম্ম-সমাজ একটা আস্ত খিচড়ী-খানা হইয়া উঠিয়াছে একটী শিক্ষিত লোক লইয়া পরীক্ষা কর। ইনি কিছু হিন্দু, কিছু ব্রাহ্ম, কিছু বৌদ্ধ, কিছু জৈন, কিছু শাঙ্কর, কিছু গৌরাঙ্গ, কিছু থিওসফী, কিছু ফিলসফী, কিছু বেদান্ত, কিছু বাপান্ত, কিছু ঈশা, কিছু মুসা, কিছু মিল, কিছু কোম্‌ত। একটা খাঁটি নিখুঁত জীবন পাওয়া ভার ইহাকে ফকীরের আলখাল্লা বল, আর মোগলাই খিচড়ীই বল, সব শোভা পায় বর্ত্তমান সময়ের হুজুগে খিচড়ী ধর্ম্ম—পলাণ্ডু প্রধান,—খোসার পর খোসা

সকলই খোসা। কাহারও ইচ্ছা হয়, এক হাতা খাইয়া দেখ, ফল হাতে হাতে—অজীর্ণ, অম্বল ও উদ্গার খিচড়ী আর চাই ?

স, ১৫ আষাঢ়, ১৩০৬।

বিজ্ঞান বনাম সাহিত্য।

লক্ষী বড় কি সরস্বতী বড়, সোণা বড় কি লোহা বড় কবি এই প্রশ্নের মীমাংসায় তাঁহার তর্কতূণের সমস্ত তীর নিঃশেষ করিয়া অবশেষে শিক্ষকের শরণ লইয়াছেন, অনুরোধ করিয়াছেন, শিক্ষক মহাশয় যেন এই বিষয়টী বিশদরূপে বুঝাইয়া দেন। উভয়ের সমবেত চেষ্টার পর এই সমস্যা পূর্ব্বে যেরূপ ছিল, এখনও সেইরূপ আছে, পরেও এইরূপই থাকিবে। সম্প্রতি ভারতবাসীর আকাঙ্ক্ষা, গবর্ণমেণ্টের ইঙ্গিত, সংবাদ-পত্রের আলোচনায় শতাব্দীর সন্ধিস্থলে আর একটী তর্ক মাথা তুলিয়া দাঁড়াইয়াছে "বিজ্ঞান বড় কি সাহিত্য বড় " সুধীগণের পূর্ণাধিবেশনে এই দেওয়ানী দাবীর কিরূপ নিষ্পত্তি হইবে, আমরা তাহা জানি না আমরা কবি ও শিক্ষকের পুরাতন পন্থা অবলম্বন করিব। বুঝাইবার যত্ন আমাদের, বুঝিবার ইচ্ছা পাঠকের পাঠকের সরলতায় নির্ভর ভিন্ন লেখকের সফলতার অন্য উপায় নাই

ঊনবিংশ শতাব্দীর সূচনায় যখন সার ওয়াল্টার স্কট, গদ্য পদ্য, গল্প উপন্যাসে সাহিত্য জগৎ মন্ত্রমুগ্ধ করিয়া রাখিয়াছিলেন, সেই সময়ে বিজ্ঞান বিৎ সার হম্‌প্রি ডেভীর সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয় সম্মিলন অধিবেশনে স্কটের গ্রাম্য বন্ধু লেইডন ও জীবনচরিত লেখক লক্‌হার্ট উপস্থিত ছিলেন। স্কট ও ডেভী—মূর্ত্তিমান সাহিত্য ও বিজ্ঞান ; উভয়ের আলাপ-

প্রসঙ্গে তর্ক তরঙ্গের সজীবতা উথলিয়া উঠিল লক্‌হার্ট ও লেইডল্‌ অবাক্‌ হইয়া যেন দুই প্রবল স্রোত সন্থির ভীবে বসিয়া রহিলেন। অবশেষে হর্ষ ও বিস্ময়ের বেগ ধারণ করিতে না পারিয়া লেইডল বলিয়া উঠিলেন, Gude preserve us ; this is a very superior occasion ! Eh, sirs ! I wonder if Shakspere and Bacon ever met to screw ilk other up পাঠকগণ মার্জ্জনা করিবেন, আমরা এই গ্রাম্য সুহৃদের গ্রাম্য উল্লাসের অনুবাদ প্রদান করিব না। অনুবাদে উহার স্বাভাবিকতা রক্ষা সম্ভবপর নহে সরল প্রকৃতি লেইডল বুঝিয়াছিলেন, "সাহিত্য ও বিজ্ঞান, কে বড"—প্রশ্নের মীমাংসা কি ?

ভারতের অতীত ও ভবিষ্যৎ, ভারতবাসীর প্রকৃতি ও প্রবৃত্তির দিকে লক্ষ্য রাখিয়া উপস্থিত প্রশ্নের উত্তর এই সাহিত্য সরস্বতী, বিজ্ঞান লক্ষ্মী, সাহিত্য স্বর্ণ, বিজ্ঞান লৌহ ; সাহিত্য আত্মার আরাম, মনের অন্ন, হৃদয়ের পানীয়, বিজ্ঞান সংসারের সুখ, গৃহস্থালীর সুবিধা, পৃথিবীর সম্পদ, সাহিত্য স্রষ্টা, বিজ্ঞান সৃষ্টি, সাহিত্য আমি, বিজ্ঞান আমার স্রষ্টা না থাকিলে সৃষ্টি কি, সৃষ্টি না থাকিলে স্রষ্টা কিরূপ, সে উপাসনাতীত উদাসীন অস্তিত্বে মানুষের প্রয়োজনাভাব আমি না থাকিলে আমার অর্থ কি ? আবার এদিকে সাহিত্যের জন্য বিজ্ঞান, বিজ্ঞানের জন্য সাহিত্য এই জন্যই মনস্তত্ত্ব এবং সমাজতত্ত্ববিৎ পণ্ডিত স্পেন্সার বলিতেছেন, বিজ্ঞানে সাহিত্য ও কবিত্বের পূর্ণবিকাশ সাহিত্য কল্পনা, বিজ্ঞান বস্তু কিন্তু কল্পনা সামান্য বস্তু নহে কল্পনা সাহিত্যের প্রাণ, বিজ্ঞানের সুহৃৎ এই জন্যই অধ্যাপক ব্লেকী জার্ম্মেণ কবি গেটীতে সাহিত্য ও কল্পনা, বিজ্ঞান ও বাস্তবিকতার আদর্শ দেখিয়া কল্পনাকে অতি উচ্চ আসন প্রদান করিয়াছেন যখন হরিহরাত্ম সাহিত্য ও বিজ্ঞান জগতের কল্যাণ কামনায় জনসমাজে প্রকাশিত হয়, তখন উহা

এক অপূর্ব্ব দৃশ্য। তখন "যাবানর্থ উদপানে সর্ব্বতঃ সংপ্লুতো-দকে——" তখন জলপ্লাবনে সাগর সাবাবর, নদী হ্রদ, কূপ অখাত সব একাকাব তখন সাহিত্য ও বিজ্ঞানেব সীমাবেখা নির্দ্দেশ করা অসম্ভব জানি না, একদিকে প্রত্যাদিষ্ট বেদ স্মৃতি, অপর দিকে ঈশ্বর-সৃষ্ট নভোমণ্ডল দেখিয়াই বুঝি, আর্য্যযোগী "সোঽহং" বলিয়া সংজ্ঞাহীন হইয়া পড়িয়াছিলেন তত্ত্বজ্ঞানীর সম্মুখে সাহিত্য ও বিজ্ঞান যমজ সহোদর, উভয়ে কোন শত্রুতা নাই

সাহিত্য ও বিজ্ঞান উভয়ই লোকহিতৈষী, কিন্তু উভয়েরই ব্যভিচার আছে ফ্রান্সের একাডেমী ঘোষণা করেন, "নীতি ধর্ম্মের উপর শিক্ষা বিজ্ঞানের প্রভাব বিষয়ে যিনি উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ লিখিতে পারিবেন, তিনি পুরস্কার পাইবেন" সুপ্রসিদ্ধ ফরাসী লেখক রুসো তৎকালের অবস্থা অবলম্বনে প্রবন্ধ লিখিয়া পুরস্কার প্রাপ্ত হন শিক্ষা বিজ্ঞানে নীতি ধর্ম্মের মূল ছিন্ন করিয়াছিল, রুসো প্রবন্ধে তাহাই প্রতিপাদন করিয়া-ছিলেন লক্ষ্যভ্রষ্ট হইলে বিজ্ঞানে বিপত্তি ঘটে, মানুষ ধর্ম্মের পথ বর্জ্জন করিয়া অধর্ম্মের সেবা করে, ইহা কেহ অস্বীকার করিতে পারিবেন না খগোল, ভূগোল, মনোবিজ্ঞান, বস্তু বিজ্ঞান,—কোন্ বিষয়ে ফরাসীর অভাব ছিল? কিন্তু এই সকল বল থাকিতেও ফরাসী, নীতির সুগম পথ সন্ধান করিতে পারে নাই

সাহিত্যের ব্যভিচারে ভাবুকতা বৃদ্ধি করে, লোকের কর্ম্মযোগ ভঙ্গ হইয়া যায়, জনসমাজ দরিদ্রতার শেষ সীমায় উপনীত হয় ভারতবাসীর দারিদ্র্যের যে সকল কারণ বিদ্যমান রহিয়াছে, তন্মধ্যে ভাবুকতা একটী প্রধান কারণ সাহিত্যের ব্যভিচার ভাবুকতা, বিজ্ঞানের ব্যভিচার বিলাস বিলাসে বিনাশের পথ মুক্ত করিয়া দেয় বলিয়াই আর্য্য জাতি অতি সতর্কতার সহিত বিলাসিতা বর্জ্জন করিতেন সাহিত্যই বল, আর

বিজ্ঞানই বল, দোষে উভয়ই সমান উপাদেয় সামগ্রী দূষিত হইলে মারাত্মক হয়, ইহা গৃহস্থের নিকট নূতন তত্ত্ব নহে সাহিত্যের ব্যভিচার হইতে আমরা সম্প্রতি অল্প বিড়ম্বনা ভোগ করিতেছি না

বিজ্ঞান পক্ষের বক্তৃতার সার সংগ্রহ এই,—সাহিত্য কাল্পনিক, বিজ্ঞান বাস্তবিক, সাহিত্য দরিদ্র, বিজ্ঞান ধনী, সাহিত্য ভাব, বিজ্ঞান কর্ম্ম; সাহিত্য যোগ, বিজ্ঞান ভোগ, সাহিত্য পরলোকের আকাশ কুসুম, বিজ্ঞান ইহলোকের স্থায়ী সম্পদ ভারতে বিজ্ঞানের প্রধান যুক্তি এই—কল্পনা হইতে কর্ম্মহীনতা, কর্ম্মহীনতা হইতে দরিদ্রতার উৎপত্তি হইয়াছে; দরিদ্র হইয়াই ভারতবাসী মরিয়া রহিয়াছে। মরার উপর খাঁড়ার ঘা—ঐটাই সাংঘাতিক ও শোকাবহ

সাহিত্য পক্ষের বক্তৃতার সার সংগ্রহ এই বিজ্ঞান বিলাসী, সাহিত্য বিরাগী, সাহিত্য মুক্ত, বিজ্ঞানবদ্ধ, বিজ্ঞান হাট ও হোটেল, সাহিত্য ঘাট ও গৃহস্থলী, বিজ্ঞান বাণিজ্য ও বণিকবৃত্তি, সাহিত্য কৃষি ও প্রেমপ্রবৃত্তি, বিজ্ঞান কলের পাখা, কলের পারিপাট্য, সহিত্য দুহিতার ব্যজন, দয়িতার পরিবেশন সারস্বত সাহিত্যের জীবন্ত যুক্তি এই- অভাবতা দেখিলে বিদ্যাসাগর তাঁহার ধূলি ধূসরিত পদে, চট্টগ্রাম নিন্দিত পাদুকায় বিজ্ঞান-সৃষ্ট বিলাস-পুষ্ট রাজচক্রবর্ত্তীর মুকুটমণ্ডিত মস্তক চূর্ণ করিয়া দিতে পারিতেন

উল্লিখিত যুক্তিগুলিতে একদেশদর্শী উকীলের কিঞ্চিৎ গন্ধ আছে বিশুদ্ধ অবস্থায় উভয়ই মানবজাতির সুখ সৌভাগ্যের অকৃত্রিম সুহৃৎ যাহারা আত্মার অস্তিত্ব অনুভব করে না, তাহারা সাহিত্যের যথার্থ সম্মান করিতে জানে না। যাহারা পার্থিব সুবিধা বিধাতার দান বলিয়া গ্রহণ করিতে চায় না, তাহারা বিজ্ঞানের মর্ম্ম বুঝে না কোন সভ্যদেশ সাহিত্য ভিন্ন তিষ্ঠে না, বিজ্ঞান ব্যতীত বাঁচে না কোন্ ইংরেজকে

বিজ্ঞানের অনুরোধে তাহার চসার, সেক্সপীয়র, মুর, মিল্টন, স্কট, কার্লাইল বিসর্জ্জন করাইতে পার? কোন্ ফরাসীকে সাহিত্যের অনুরোধে তাহার ডেকার্ট, লাপ্লাস, পেসকেল, ডালেমার, বনডর্সই, বেমি, পরিত্যাগ করাইতে পার? কর্ণেই, বেসিন, বইলো, বঁশো, মলিয়ার, ফেনিলন, বড়েলেই, মাসিইয়ং শূন্য ফ্রান্স শ্মশান তুল্য নিউটন, ডেভী, গিলবার্ট, হারভী, ফ্লেমষ্টিড, হেলে, ডেরহাম, বয়লী শূন্য ইংলণ্ড অসাড় ও অঙ্গহীন যে কোন শিক্ষিত ভারতবাসীকে জিজ্ঞাসা কর, সে বলিবে,—সাম্রাজ্য দিলেও সে "শকুন্তলা" ও "সূর্য্য সিদ্ধান্ত" পরিত্যাগ করিতে চাহিবে না।

বস্তু বিজ্ঞানে ভারতবর্ষের ইউরোপ তুল্য তেমন প্রতিপত্তি না থাকিলেও, ব্যাস বাল্মিকী, কালিদাস ভবভূতি, কণাদ গৌতম ছিলেন বলিয়া ইউরোপীয়গণ, ভারতবাসীকে বর্ব্বর পংক্তিভুক্ত করিতে পারিতেছেন না, আমরা লর্ড সলস্‌বরীর উপহাস হাসিয়া উড়াইয়া দিতে সাহস পাইতেছি। সাহিত্য ছিল বলিয়াই ভারতবর্ষ দাঁড়াইয়া আছে সাহিত্যসামর্থ্যের তুলনা হয় না সাহিত্যের শক্তি বুঝিয়াই মন্ত্রিশ্রেষ্ঠ রিশিলু ফরাসী একাডেমী স্থাপন করেন। সাহিত্যের অমিত তেজ দেখিয়াই রাজশক্তি সংবাদপত্রের পক্ষ ছিন্ন করিতে বারম্বার চেষ্টা করে। অদ্ভুত বিক্রম না বুঝিলে নেপোলিয়ান, সেণ্ট হেলেনায় বলদর্পের প্রায়শ্চিত্ত করিবার আট বৎসর পূর্ব্বে মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা ঘোষণার ছয় সপ্তাহ মধ্যে কখনই তাহার পুনঃসংহার করিতেন না; মেডেম ডিষ্টেল নির্ব্বাসিতা হইতেন না; তাঁহার দশ সহস্র "ডিলে'মেঁ" গ্রন্থ ফরাসী-পুলিস বাজেয়াপ্ত করিত না একদিন নেপোলিয়ন সাহিত্যের সামান্য সুহৃৎ ছিলেন না সেই নেপোলিয়ন, সাহিত্য সংহার করিয়া আপনি মজিয়াছিলেন, ফরাসীকে মজাইয়াছিলেন সাহিত্য সংহারে রাজশক্তির প্রয়াস, সাহিত্যের অমিত সামর্থ্য প্রমাণ করিতেছে। অস্ত্রের উপাসনা অন্তদিকে রাখিয়া মহাবীর আলেকজেণ্ডার,

উপাদান তলে "ইলিয়দ" আর শিবাজী "রামায়ণ" পোষণ করিতেন, ইহা সাহিত্যের সামান্য গৌরবের কথা নহে

উন্নতিশীল অগ্রগামী বিজ্ঞান, ইংলণ্ডের সাহিত্য ধীরে ধীরে সংহার করিতেছে কি না, তাহার আলোচনার এ অবসর নহে। আমরা রুডিয়ার্ড কিপ্লিংএর পেসার দেখিয়া ইংরেজী সাহিত্যের পরিমাণ করিব না কিপলিংএর কবিত্ব সাহিত্য নহে শস্ত্র 'শ্বেতজাতির দায়িত্ব"—কবিতা নহে, উহা ইংরেজের পাশুপত অস্ত্র আমেরিকা, ফিলিপাইন যুদ্ধে "শ্বেতজাতির দায়িত্বের" ভার কিঞ্চিৎ গুরুতর বোধ করিতেছেন না, শস্ত্র সংহার করা যায়, না, অস্ত্র সংবরণ করা যায় কিপ্লিং সাহিত্য রাজকীয় দুর্দ্ধর্ষ বুদ্ধির দুর্জ্জয় বিজ্ঞান। সে যাহা হউক, ইংলণ্ড বিজ্ঞানে মজিয়া সাহিত্য ভুলিতে প্রস্তুত নহে ইংরেজ এখনও উভয়কেই তুল্য আদর করিতেছে "এসিয়াটিক কোয়ারটালী রিভিউ' সাহিত্য ও বিজ্ঞানকে সমান আসন দিয়াছেন সেদিন এক বিস্তালয়ের বক্তৃতাধিবেশনে কমন্স সভার অগ্রণী মেঃ বেলফোরও উভয়কে তুল্য মর্য্যাদা প্রদান করিয়াছেন

ভারতবর্ষে বিজ্ঞানের শনৈঃ শনৈঃ পদসঞ্চার অনেকের ভয়ের কারণ হইয়া উঠিয়াছে তাঁহারা বলেন—ভারতবাসী উচ্চপদের অংশী হয়, এবং কালে অকালে কলরব করে বলিয়া অনেক ইংরেজ উচ্চ শিক্ষার বিরোধী; —এখন এদেশে বিজ্ঞান চর্চ্চায় ইহাঁদের যে অনুকূলতা উথলিয়া উঠিয়াছে, যখন উহা স্বজাতির উদরান্নে আঘাত করিবে, তখন সহানুভূতির সুধার সাগর এক গণ্ডূষে শুকাইয়া যাইবে। ভারতবাসী ভাবিতেছে, এদিকে বিজ্ঞানের লৌহ-প্রহারে যদি তাহার আত্মার আরামগৃহ ভাঙ্গিয়া যায়, তবে সে বিজ্ঞানের বিলাস ব্যভিচার লইয়া মনুষ্যত্ব হারাইতে যাইবে কেন? বণিক ইংরেজের সঙ্গে ভাবী দ্বন্দ্বের সূত্রপাত করিবার প্রয়োজন

কি ? কিন্তু বিজ্ঞান ভিন্ন ভারতের দারিদ্র্য ঘুচিতেছে না ভগবানে সমস্ত ফল অর্পণ করিয়া বিজ্ঞানকে সম্প্রতি সুহৃৎ বলিয়া আলিঙ্গন করিতে আপত্তি কি ? কিন্তু সাহিত্যের শরীরে কুশাগ্র বিদ্ধ হইবার উপক্রম হইলে, ব্যাস বাল্মিকী, কালিদাস ভবভূতি, রামমোহন, বিদ্যাসাগর, মাইকেল, অক্ষয় ও বঙ্কিমের জয়ধ্বনি করিয়া সমগ্র ভারতবাসীর সমতল, সমাস্তরাল, সঙ্গীন-অভিযান আবশ্যক সাহিত্য ভিন্ন অন্যে বাঁচিলেও বাঁচিতে পারে, কিন্তু ভারতবাসী নহে ভারতবাসীর অস্থি, মজ্জা, সাহিত্য। শতযুগের প্রতিভা সেবিত সাহিত্য, ভারতের রেণু পরমাণুতে মিশিয়া রহিয়াছে

দূরদর্শী ইতিহাসজ্ঞ বলেন, চিন্তায় জারমেন নিত্য নূতন, ভাষায় জারমেন বাচস্পতি ; দর্শনে ফরাসী সূক্ষ্মদর্শী, শৃঙ্খলায় ফরাসী সিদ্ধহস্ত, বিচারণায় ইংরেজ বিচক্ষণ, সংহিতা প্রয়োগে ইংরেজ সুচতুর জারমেন ফরাসী, ইংরেজ জাতির প্রকৃতি লইয়া যে জাতি দাঁড়াইতে যত্ন করিবে, সে সৌভাগ্যশালী যে শতাব্দী এই যত্নের ফল প্রদান করিবে তাহা সুবর্ণ শতাব্দী ভারতবাসী সে সৌভাগ্যের আশা কেন ছাড়িবে ? সে শতাব্দীর ভরসা কেন পরিত্যাগ করিবে ? ভারতবাসী বিজ্ঞান লইবে, সাহিত্য গড়িবে ভারতবাসী সর্ব্বালঙ্কার ভূষিত, সুঠাম, শোভিত, সুদুর্লভ বিজ্ঞান চায় কিন্তু তাই বলিয়া চতুর্মূর্ত্তি মূল্যের তৃণ কাষ্ঠ নির্ম্মিত ক্রীড়া পুত্তল চাহে না যে সাহিত্য যে বিজ্ঞান, মনুষ্যত্বের পথ ভুলাইয়া দেয়, ভারতবাসী তাহা লইতে প্রস্তুত নহে মনুষ্যত্বের সুহৃৎ হইলে উভয়কেই আমরা 'তরমিম" ডিক্রী দিতে প্রস্তুত তাহা না হইলে একক্ষেত্রে এক লগ্নে তীক্ষ্ণ শূলে মনুষ্যত্বঘাতী ব্যভিচারী বিজ্ঞান ও ব্যভিচারী সাহিত্যের শেষ নিষ্পত্তিই সনাতন শাস্ত্রের শ্রেষ্ঠ ব্যবস্থা

স, ৮ ভাদ্র ১৩০৬।

বাদ্য-যন্ত্রের বিরাট সভা।

কলিকাতা

(রিপোর্টারের পত্র)

তের শত একুশ সনের ত্রিশে চৈত্র প্রচণ্ড রৌদ্রে যখন চড়ক পূজার চড়া ঢাক উদাস প্রাণের পরতের পর পরত চিড়িয়া বাজিতেছিল এবং চড়কে চড়িয়া এলোচুলী সন্ন্যাসী ঘূর্ণ্যমান সংসারের তাণ্ডব ঘূর্ণন অভিনয় করিতে করিতে "দে পাক্" "দে পাক্" বলিয়া চীৎকার করিতেছিল, তখন তানপুরাদি তার যন্ত্র, তবলাদি চর্ম্মাচ্ছাদিত যন্ত্র, তুমড়ী আদি বংশযন্ত্র, এবং করতালাদি কাংস্য যন্ত্রের অনেকে গাঁজন তলায় বসিয়া একটা জটলা করিতেছিলেন করতাল বলিলেন "আজকাল আমাদের দেশের বাদ্যযন্ত্রের অতিশয় দুর্দ্দিন উপস্থিত হইয়াছে, টাউন হলে একটা বিরাট সভা করিয়া এই বিপত্তির প্রতিকার না করিলে আমাদের উপজীবিকার কোন উপায় দেখা যাইতেছে না বিশেষতঃ আমাদের অবনতিতে সঙ্গীতেরও অবনতি ঘটিয়াছে।

সঙ্গীতং কাব্যশাস্ত্রঞ্চ সরস্বত্যাঃ স্তনদ্বয়ম্

একমাপাতমধুরমন্যদালোড়নামৃতম্

এখন আর সে সকল গাথক নাই, সঙ্গীতও আর সেরূপ শুনিতে পাওয়া যায় না কারণগুলি আপনারা সকলেই অবগত আছেন বিশেষতঃ মহাসভায় যখন তত্তাবতের বিশদ আলোচনা হইবে তখন এখনে উহার উল্লেখ অনাবশ্যক "

বেহালা বলিলেন—"উদ্যোগ করিলে সভা করা কিছুই কঠিন নহে কিন্তু হালই বা ধরে কে এবং সভাপতিই বা করা যায় কাকে" ?

তবলা বলিলেন—"কেন, বীণাই আছেন, সরস্বতীর বীণা তাঁহার দাবীই অগ্রগণ্য

তুমড়ী তা হতেই পাবে না কাণ মলিয়া মলিয়া যাঁহার তান ঠিক করিতে হয়, ঘাটে ঘাটে যার ঘোর গোলমাল, তাঁহাকে কি করিয়া সভাপতি করা যায়, আমি বলি—বংশী; শ্যামের হাতের বংশী

বেহালা আপন পেটে ছড় দিয়া ছনাৎ ছনাৎ তান তুলিয়া বলিলেন—"একটা নয়, সাত সাতটা ছিদ্দির যাঁর, তিনি কখনই সভাপতি হতে পারেন না বীণাকে করাই ঠিক কেন না—

বেণোঃ স্বনং কোণ গুণেন বাণী
প্রজ্ঞাপতো গৌণ সদো ভণন্তী
গং নরাণাং পণবাদি হিত্বা
মূর্দ্ধণ্য গণাং ধবতীববীণাং।

অস্যার্থ :—ছড়ের গুণে বীণার শব্দ বংশীর শব্দ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ এই তত্ত্ব নরগণকে বুঝাইতে ঢকাদি বাদ্যযন্ত্র ত্যাগ করিয়া বাণী বীণা ধারণ করিয়াছেন।

তুমড়ী যুগল নাকে মাটীর দিকে মুখ গুঁজিয়া, আবার তুলিয়া, সাপ ভুলানো মধুর মোহন স্বরে বলিলেন :—

গুণেন হীনোপি পরাণপেক্ষঃ
সদ্বংশসম্ভূত ইহাস্তিকোক্তঃ
বেণুং বিণেতীব হরির্বিচিন্ত্য
দধার তং কিং পণবাদি হিত্বা

অস্যার্থ :—বংশী গুণহীন হইয়াও পরের সাহায্য অপেক্ষা করে না এবং বংশী সদ্বংশসম্ভূত এই মনে করিয়া নিগুর্ণ, নিরপেক্ষ এবং সদ্বংশসম্ভূত হরি, বীণা ও ঢকাদি ত্যাগ করিয়া বংশী ধারণ করিয়াছেন

বেহালা তবে দেখা যাচ্ছে বীণায় এবং বংশীতে, বাণী এবং কানুতে কোস্তাকুস্তি বেঁধে গেল

তুমড়ী তাতো যাবেই ঐকতানে সব যন্ত্রের তান ধরিয়া দেন বংশী কবি মাঘ শিশুপাল বধ কাব্যে বাদ্য অভিযানে বংশীর প্রাধান্যই বর্ণনা করিয়াছেন ইংরেজী বাদ্যেও বংশীর প্রাধান্য আর দেখুন, প্রত্নতত্ত্ব ধরিলেও বীণা আগে হন নি লাউ হবে, কাঠ হবে, খনি হইতে ধাতু উঠবে, তার হবে, তবে না বীণা বাঁশী বাঁশবনে বাঁশে ঘুণে রন্ধ্র করলো, বাতাস উহাতে ঢুকে গেল, সা, রে, গা, মা, উঠে পড়লো। কালিদাসের কুমারেই আছে, 'যঃ পূরয়ণ কীচক রন্ধ্রভাগান্ * * * তান্ প্রদায়িত্বমিবোপগন্তুম্ ' বাঁশী আদিম আর দেখুন, এরূপ সুলভ এবং সহজ বহন যোগ্য আর কেহ নহেন

অতঃপর সকলেই একবাক্যে বংশীকে সভাপতি করিতে সম্মত হইলেন যথা সময়ে বংশীর নিকট সকলে সভাপতি করিবার অভিপ্রায় প্রকাশ করিলেন বংশী প্রার্থনা প্রত্যাহার করিতে পারিলেন না ঠিক হইল ১৮ই বৈশাখ শনিবার সভা——টাউন হল—অপরাহ্ন ২ ০ টা।

১৮ই বৈশাখ কলিকাতা টাউনহলে যন্ত্রে যন্ত্রারণ্য বীণা, সেতার, এস্রাজ, বীণ্, বেহালা, তানপুরা, টিকারা, সুরবাহার, সারঙ্গ, সরদ, গোপীযন্ত্র, একতারা, সারেন্দা, ত্রিতন্ত্রী, আনন্দলহরী প্রভৃতি তারযন্ত্র, তবলা, পাখোয়াজ, খোল, ঢাক, ঢোল, জগঝম্প, জয়ঢাক, খঞ্জনী, ডমুরু, ডঙ্কা, কাড়া, ডগর প্রভৃতি চর্ম্মাচ্ছাদিত যন্ত্র, বংশী, তুমড়ী, ভেরী, রণশিঙ্গা প্রভৃতি বংশ্যাদি বায়বযন্ত্র, মন্দিরা, কাঁশী, কাঁশর, করতাল, খরতাল, জলতরঙ্গ প্রভৃতি কাংস্যাদি যন্ত্র, সকলে যথাসময়ে সমবেত হইলেন বিদেশী বাদ্যযন্ত্রও বহু উপস্থিত।

জয় ঢক্কার প্রস্তাব অনুসারে করতালের সমর্থনে মাননীয় শ্রীমেধ বংশী

সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি ছিলেন বেহালা তিনি শাস্ত্রীয় ভাষায়—বাহুলীন তিনি সভাপতি মহাশয়ের অনুমতি ক্রমে তাঁর অভিভাষণ পাঠ করিলেন তাহাতে গভ্রী সে বিরাট অভিভাষণ এখানে প্রকাশ করা অসম্ভব। আমি রিপোর্টার, চুম্বকে এখন রিপোর্ট দিয়া যাইব তিনি বলিলেন, "বাদ্যযন্ত্রের একটা ইতিহাস আছে, একটা প্রত্নতত্ত্ব আছে, বিরিঞ্চির সৃষ্টিকাল হইতে বাদ্যযন্ত্র ছিল। ব্রহ্মা চতুর্মুখে চারিবেদ উচ্চারণ করিলেন, তখন বদনই বাদ্যযন্ত্র। বিষ্ণুর হস্তে শঙ্খ, ধূর্জ্জটীর হস্তে সংহার শৃঙ্গ কলির কালপূর্ণ হইয়া আসিলেই সংহার-শৃঙ্গ আবার বাজিয়া উঠিবে অনাচার, কদাচার চারিদিকে। আমরা তৎসমুদয় ভাবিব না। আমাদের মধ্যে যে বিপত্তি উপস্থিত হইয়াছে তাহার প্রতিকারের পথ করাই এই সভা আহ্বানের উদ্দেশ্য পরবর্ত্তী বক্তাগণ যথাসময়ে পৃথক পৃথক প্রস্তাব উপস্থিত করিয়া আপন আপন বক্তব্য প্রকট করিবেন।" এই কথা বলিয়া উভয়পার্শ্বে S ছিদ্রযুক্ত বক্রমুখ রঞ্জন রঞ্জিত ছড় হস্ত অভ্যর্থনা-পতি আসন গ্রহণ করিলে তানপুরা প্রথম প্রস্তাব উপস্থিত করিলেন

"প্রথম প্রস্তাব—যেহেতু হারমোনিয়ম নামক একবিধ যন্ত্রের আগমনে অস্মদ্দেশীয় বাদ্যের এবং সঙ্গীতের আত্যন্তিক অবনতি ঘটিয়াছে, ঘটিতেছে এবং ঘটিবে যাঁহারা ভারতমাতার সুপুত্র এবং সুকন্যা তাঁহারা সর্ব্ব-প্রযত্নে হারমোনিয়ম ব্যবহার বর্জ্জন করিবেন।

এই প্রস্তাব সমর্থনে আমি অধিক কিছু বলিতে চাই না, এই মাত্র বলাই যথেষ্ট, সঙ্গীতে যে সকল দোষ থাকে বাদ্যে যে সব ত্রুটী থাকে, তাহা ঢাকিয়া রাখিবার জন্যই হারমোনিয়ম একটা গোলে হরিবোল মাত্র। এই হারমোনিয়মের ভরসায় গায়ক, বাদ্যকর এবং সঙ্গীত শিক্ষানবিশ সকলেই সুর সাধন একরূপ ত্যাগ করিয়াছেন কবিবর

নবীনচন্দ্রের পুত্র শ্রীমান্ নির্ম্মলচন্দ্র বিলাত যাত্রাকালে যখন মহারাজা যতীন্দ্রমোহন হইতে বিদায় গ্রহণ করেন তখন শ্রীমানের কণ্ঠে সঙ্গীত শুনিয়া মহারাজা দু'টী উপদেশ দিয়াছিলেন। স্যার যতীন্দ্রমোহন একজন সঙ্গীতজ্ঞ ছিলেন তাহা আপনারা অবগত আছেন তাঁহার একটী উপদেশ এই যে,—শ্রীমান্ যদি তাহার স্বর মিষ্ট রাখিতে চাহেন তাহ হইলে হারমোনিয়মের সঙ্গে কখনও গান গাইবেন ন , হারমোনিয়ম গলা নষ্ট করে মহারাজের এই ইঙ্গিত ভবিষ্যৎ বাণী। হারমোনিয়মে গীতবাদ্যের উৎকর্ষের ঘোরতর হানি ঘটিয়াছে। হারমোনিয়মকে দেশত্যাগী না করিলে সঙ্গীতের এবং বাদ্যযন্ত্রের ভরসা নাই "

মন্দিরা এই প্রস্তাব সমর্থনার্থ বলিলেন "তানপুরা বিনয়বশতঃ আপনার গৌরব উল্লেখ করেন নাই যখন তানপুরার মান ছিল তখন বহু লোকের গলায় মিষ্ট গান শুনা যাইত। তানপুরার সঙ্গে যখন তান উঠিত তখন মনে হইত বাল্মিকীর তপোবনে পুনরায় লবকুশ, মধুরকণ্ঠে রাম-গুণানুবাদ কীর্ত্তন করিতেছে "

হারমোনিয়ম ভদ্র বেদিকায় সভাপতির পার্শ্বে স্থান গ্রহণ করিয়াছিলেন, তিনি দণ্ডায়মান হইয়া বলিলেন—"এই প্রস্তাব কখনই গৃহীত হইতে পারে না আমার নির্ব্বাসনে আমি দুঃখিত নই, আমার পৃথিবী বিপুলা আমি নির্ব্বাসিত হইলে ভ্রাতা-ভগ্নিদের দশা কি হইবে! ভজনালয়, বিবাহ আসর, যাত্রার আসর, থিয়েটারের আসর, সব মাটী ডোয়ারকিন্, মোহিন্ এবং মণ্ডলের ব্যবসায়ের ক্ষতিতে স্বদেশীয় সমূহ ক্ষতি।"

সকলে—"তাড়াইতেই হবে "

গ্রামোফোন, প্যাথিফোন প্রভৃতি—"তা কখনই হতে পারে না। ভোট—ভোট "

জয়ঢাক কেবল তা নয় মন্ত্র গ্রামোফোন সহিত তাড়াতে হবে এই গ্রামোফোন যান্ত্রকবের জন্যই আমাদের গীতবাদ্য সব বিনাশের পথে চলিয়াছে পল্লীগ্রামে গানের আর সে চর্চ্চা নাই বালক বালিকা আর তেমন মিষ্ট গান গাহিতে পারে না এনায়েত হোসেন, গোলাবক্স, নন্দগোপাল, মদন পাখোয়াজী, রাধিকা গোস্বামী প্রভৃতির ন্যায় গায়ক, বাদকগণের জন্মিবার আর ভরসা দেখা যায় না ভোট্—ভোট্

তখন মহা সোর গোল উপস্থিত হৈ হৈ, রৈ রৈ, চেয়ারের খট্ খট্, জুতার মস্ মস্, গর্দ্দভ গলার গর্দ্দভরবে, হাক গলার ফেরুধ্বনিতে, টাউনহল রসাতলে যাবার মধ্যে .

অর্ডার . অর্ডার

রেকর্ড

শুন শুন প্রাণের বঁধু আমার প্রাণের কথা

এদিকে সকলে—"আপনার কথা গ্রাহ্যই হইতে পারে না। আপনার কুৎসিৎ গানে পল্লীর কত কুলবালার কুল মজিয়াছে।"

ওদিকে সকলে—"চারিদিকেই গান করে, বাদ্য করে, গলা সাধে কে? কোন কথা শুনা হবে না সভাপতি মহাশয় থামিয়ে দিন্ "

টাউনহল—যে টাউনহলে কত দেশের কত বাগ্মীর মিষ্ট গলা একদিন মধুর বাজিয়াছিল, সেই গলা পরাজিত করিয়া শ্যামের বাঁশীর একটীমাত্র তান উঠিল—কি মিষ্ট, কি প্রাণস্পর্শী

হারমোনিয়ম ডনকান্ এবং উইলিয়মস্ প্রভৃতি সঙ্গীতবেত্তাদের পুস্তক হইতে আমার কিছু পড়িবার ছিল সভাপতি মহাশয় যখন আমাদের কথা শুনিতেই প্রস্তুত নন তখন আমরা চল্লুম (প্রস্থানোদ্যত)

সভাপতি মহাশয় পুনরায় মোহন স্বরে বলিলেন—"আপনাদের যাহা বক্তব্য থাকে বলুন "

তাড়াতাড়ি সরস্বতীর বীণা, তাঁর মধুর কণ্ঠে ধন্যবাদ প্রস্তাব করিতে যাইয়া বলিলেন, "এই সেই শ্যামের বাঁশী—যে বাঁশীর সুরে একদিন যমুনার জল উজান বহিয়াছিল, জলে মীন মকর, বনে পশু পক্ষী, মুগ্ধ হইয়া যে সঙ্গীত শুনিয়াছিল, মূষিক মার্জ্জার, অহি নকুল, এক সঙ্গে ক্রীড়া করিয়াছিল, মেষ-শার্দ্দূল একই ঘাটে জল পান করিয়াছিল এই সেই শ্যামের বাঁশী কবে সাহিত্যে এবং সঙ্গীতে, ইতিহাস এবং প্রত্নতত্বে, সমাজে এবং ধর্ম্মে বিশেষতঃ রাজনীতি চর্চ্চার বিপুল ক্ষেত্রে বহুধা বিভক্ত আমরা কবে সেই বংশী রবে ভুলিয়া বিষধর যেরূপ বাঁশীর সুরে ভুলিয়া যায়, তেমনি ভুলিয়া বরেণ্যা ভারতমাতার সেবায় এক মন এবং এক প্রাণ হইতে পারিব।"

হারমোনিয়ম ধন্যবাদের প্রস্তাব চাপা দিয়া খুব চেঁচাইয়া বলিতে লাগিলেন—"ডন্‌কান্, উইলিয়মস্" ।

বক্তৃতায় সুরে গমক উঠিল তো গিটকিরী উঠিল না, গিটকিরী উঠিতে চায় তো গমক উঠে না। চারিদিকে টিটকারী পড়িতে লাগিল।

রেকর্ড তাড়াতাড়ি বলিতে উঠিয়া পিন্ হইতে খসিয়া পড়িলেন। কেন্ কেন্, ফস্ ফস্ শব্দ হইতে লাগিল।

চারিদিকে হিস্ হিস্ শব্দ সাপের মত ফণা ধরিয়া উঠিল

হারমোনিয়ম ও রেকর্ড সক্রোধে সভাস্থল ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন

তখন একবাক্যে প্রথম প্রস্তাব—একমাত্র প্রস্তাব জয়ঢক্কা ধ্বনির মধ্যে গৃহীত হইল

বন্দে মাতরম্

চারুমিহির, ২১ বৈশাখ ১৩২২

হাঁ ও না।

(বালক-বালিকা সম্মিলনে প্রদত্ত উপদেশ)

তোমরা আমার একটা স্বপ্নের কথা শোন। বড় শীত পড়েছে; ঘরের ভিতর লেপমুড়ি দিয়ে শুয়ে আছি, বাহিরে আকাশভরা চাঁদের আলো আমার ঘরের পাশে একটী বাগান আছে চাঁদের আলোতে বাগানের ফুল হাসিতে হাসিতে ঢলিয়া পড়িতেছে

জান, বুড়ো মানুষের ঘুম খুব কম হয়—আমার মত বুড়ো মানুষের ঘুম আরো কম; ঘুম না হ'লে স্বপ্ন স্বপ্নে শুনি কি, চাঁদ্ বল্‌ছেন- আমি আর উঠ্‌বো না; সব জ্যোৎস্না ফুরিয়ে গেল চাঁদের আলো যাই ফুরিয়ে গেল, ফুল সকল বল্‌লো—আমরা আর ফুটবো না গাছের মত গাছ রইল ফুল আর ফুট্‌লো না না জাতী, না যূথী, না গোলাপ, না গন্ধরাজ, না বেল, না বকুল। দেবতার পূজা বন্ধ, বালক বালিকার মালা গাঁথা বন্ধ। ফুল যাই ফুট্‌তে নারাজ হলো অমনি পাখী সব বল্‌লো—আমরা আর ডাক্‌বো না। যাই বলা, আর অমনি সব ডাক বন্ধ কাক কোকিল, টিয়া টুনী, পায়রা-শালিক, চোক্‌গেল, বউ-কথাকও—সব নীরব ভোর হয় কিন্তু পাখী ডাকে না পাখীর ডাক যখন পৃথিবী থেকে উঠে গেল, তখন সূর্য্য বল্লেন—তবে আমিও আর উঠ্‌বো না সূর্য্যঠাকুর আর উঠ্‌লেন না, সব আঁধার হয়ে গেল আঁধারে তারা ফোটে, তারা সকলও আর উঠ্‌লেন না সূর্য্য ও তারা সকলকে না দেখ্‌তে পেয়ে মেঘসকল বল্লো—আমরা আর জল দিব না এদের কথা শুনে, শিশির সকল বল্লো—আমরা আর পৃথিবীতে পড়্‌বো না আলো না পেয়ে, জল না পেয়ে, শিশির না পেয়ে

মানুষ, গরু, শস্য সব মরতে লাগ্‌লো ছেলেপিলের হাসি, আলোকেও যেমন মিষ্ট শুনায় আঁধারেও তেমনি মিষ্ট শুনায় পাড়ায় যে সকল ছেলে মেয়েরা ছিল, তারাও সবে ব'লে বস্‌লো যখন চাঁদ নাই, ফুল নাই, পাখীর গান নাই, সূর্য্য নাই, তারা নাই, মেঘ নাই, জল নাই, শিশির নাই, তখন বালক বালিকা সকল বল্লো—আমরা ও তবে আর হাস্‌বো না আ আ সবাই দাঁত কপাটি দিয়ে চুপ ক'রে রইল বালক বালিকার হাসি সংসারে অমন সুন্দর, অমন মিষ্ট ও আর কিছু নাই হাসিশূন্য সংসার অসার হ'য়ে উঠ্‌লো ছেলে পিলের হাসি হারিয়ে সৃষ্টি যায় যায় রসাতলে যায় আর কি?

বিধাতা পুরুষ অনেকদিনের বুড়ো মানুষ; বোধ করি, মাঘের শীতে আমারই মত লেপমুড়ি দিয়ে ঘুমোচ্ছিলেন চাঁদ গেল, তাতে তাঁর চৈতন্য নাই ফুল গেল, পাখীর সুর গেল, সূর্য্য গেল, তারা গেল, মেঘ গেল, শিশির গেল কিছুতেই তার ঘুম ভাঙ্গল না কিন্তু যাই সংসার থেকে ছেলেপিলের হাসি উঠে গেল, বিধাতা আর স্থির থাক্‌তে পার্‌লেন না তাঁর সৃষ্টি রসাতলে যায়, তিনি মন্ত্রীদিগকে ডেকে বল্লেন দেখ তো, এ হ'লো কি? মন্ত্রী সকল সব দেখে শুনে এসে বল্লে—ঠাকুর, মহা গোল বেঁধে গেছে, কোত্থেকে একটা "না" এসেছে, সবাইকে না শিখিয়ে দিয়েছে—

চাঁদ বলেছে উঠ্‌বো না। ফুল বলেছে ফুট্‌বো না।
পাখী বলেছে গাব না সূর্য্য বলেছে উঠ্‌বো না।
তারা বলেছে ফুট্‌বো না মেঘ বলেছে নাম্‌বো না।
শিশির বলেছে পড়্‌বো না ছেলেপিলেরা বলেছে আর হাস্‌বো না।

বিধাতা বল্লেন—এখন উপায়? মন্ত্রিগণ বল্লেন তা ঠাকুর, তোমার সৃষ্টি, তুমি জান। ঠাকুর তখন চোক্ কচলিয়া অনেক ভেবে

চিন্তে বল্লেন—দেখতো আমার ঘরে ওদিকে একটা ছালা আছে কি না? বিধাতার ঘর, অনেক কালের ঘর—জিনিষ পত্র ঢের। মন্ত্রী সকল খুঁজে খুঁজে এক পুরণো ছালা বের ক'রে নিয়ে এল। ছালার মুখ বন্ধ খুলে দেখা গেল তার মধ্যে কতকগুলি "হাঁ" পোরা আছে বিধাতা উঠে আপন হাতে সেই হাঁ গুলি খুলে দিলেন। যাই খুলে দেওয়া, আর অমনি হাঁ সকল চন্দ্রবিন্দুর পাগড়ী বেঁধে ধেয়ে চল্লো

এক হাঁ, চাঁদের কাছে ছুটে গিয়ে চাঁদের চাঁদমুখ টিপে দিয়ে বল্লো—বল্ উঠ্‌বি চাঁদ—"হাঁ উঠ্‌বো" বলে আকাশে উঠে পড়লো সব দিক জ্যোৎস্নায় ভ'রে গেল

এক হাঁ, ফুলের গাছে উঠে প'ড়্‌লো ফুল কি না; তাই হাঁ, কোমল হাতে আদর ক'রে ফুলগুলির কাণ কুড়ি ম'লে, দিল, বল্লো—ভাল চাও ত শিগ্‌গির ফোট। ফুল সব ফুটে উঠ্‌লো—চাঁদের আলোতে হাস্‌তে লাগ্‌লো।

এক হাঁ, উড়ে গিয়ে পাখীর দলে বস্‌লো, পালক ধরে টান্‌তে লাগ্‌লো, বল্লো—না টা শুন্‌বো না, গাইতেই হবে পাখী সব হাঁ হাঁ হাঁ, আঁ আঁ আঁ, কত কি সুরে গান ধ'রে দিল

এক হাঁ, লাফিয়ে সূর্য্যের রথে উঠলো একরত্তি হাঁ, কিন্তু সূর্য্য ঠাকুরের রাঙ্গা গালে এমন এক রাঙ্গা চড় ক'সে দিল যে, অমনি তিনি উঠে পড়্‌লেন

এইরূপে "হাঁর" হাতে চড়-চাপড় আদর ও গুতো খেয়ে তারা সকল, মেঘ সকল, শিশির সকল আবার আগের মত আপন আপন কাজ আরম্ভ ক'রে দিল। এদিকে ছেলেমেয়েগুলি কিন্তু তখনও মুখে দাঁত কপাটি দিয়ে শুয়ে আছে। এখানে অনেকগুলি হাঁ এক সঙ্গে পা টিপে টিপে ছেলে মেয়েদের কাছে গিয়ে কখনও আদর দিয়ে কখনও চোখ রাঙ্গিয়ে তাদেরে

হাস্‌তে বল্লে কিন্তু কিছুতেই তারা হাস্‌লো না যতই হাস্‌তে বলে ততই কেউ চলে যায়, কেউ মুখ গুজে থাকে, কেউ হাত দিয়ে চোক মুখ ঢেকে রাখে হাঁ দেখ্‌লো বড় বিপদ তখন সেই মজাদার হাঁ সকল মাথার চন্দ্রবিন্দু ফেলে দিয়ে ছেলে মেয়েগুলির গালে, বগলে, পেটে, পীঠে, চোখে, মুখে দু হাতে কাতুকুতু দিতে আরম্ভ করলো চারিদিকে তখন কেবল হা হা হা, হো হো হো, পেট ফাটা হাসি

চাঁদ হাঁ, ফুল হাঁ, পাখী হাঁ, সূর্য্য হাঁ, তারা হাঁ, মেঘ হাঁ, শিশির হাঁ, ছেলেমেয়ে—সব হাঁ যেমন ছিল তেমনি হলো, বিধাতার সৃষ্টি বয়ে গেল

এ ত বল্লেম স্বর্গের কথা এখন দেখা যাক্ ঐ দুরন্ত "না" টা কোথেকে এল সৃষ্টির মধ্যে "না" ব'লে কোন কথাই ছিল না সব হাঁ সৃষ্টিকর্ত্তা যিনি তিনি সৎ যা ভাল, তাতে ত না থাক্‌তে পারে না ঈশ্বর যাই বল্লেন—Let there be light, there was light ; আলো তুমি উঠ, অমনি আলো, আজ্ঞে হাঁ বলে উঠে পড়্‌লো পৃথিবীতে মন্দ এসে পড়েছে কাজেই না বে ও চাই ভালর জন্য হাঁ, মন্দের জন্য না যখন ভাল কাজের কথা হবে তখন সকলেই বল্‌বে— হাঁ, হাঁ, হাঁ , যখন মন্দ কাজের কথা হবে তখন সকলেই বল্‌বে—না, না, না যারা ইংরাজী ব্যাকরণ পড়েছ, তারা জান, দুটো না তে একটা হাঁ হয় , কিন্তু এই না-এর দুটো কেন দশটা একত্র কর্‌লেও একটা হাঁ হয় না , না-ই থাকে। মন্দ কাজে এমন না বলবে যে, সে না কথা শুনে পাহাড় ভাঙ্গে, সূর্য্য খসে, সমুদ্র শুষে। ভাল কাজে এমন তেজে হাঁ বল্‌বে যে, হাঁ শুনে গঙ্গার জল উজান বয়, পূর্ব্বের সূর্য্য পশ্চিমে উঠে— অসম্ভব সম্ভব হয়

এই হাঁ ও না লইয়া সংসার ; এই হাঁ ও না লইয়াই সংগ্রাম এক

কাজে ইনি বল্‌লেন হাঁ, তিনি বল্‌লেন না—লাগ্‌লো লড়াই ভাল কাজে হাঁ, মন্দ কাজে না—এইখানেই মনুষের মনুষ্যত্ব ও উন্নতি। যে ছেলে-মেয়ে ভাল কাজে হাঁ ও মন্দ কাজে না বলে ও সেইরূপ আচরণ করে তারাই ভাল হয়।

তোমরা বালক বালিকা আজ মিলিত হয়েছ এই মিলনের সম্বন্ধে বল্‌তে গেলেই ছেলেদের প্রকৃতি কি এবং মেয়েদেরই বা প্রকৃতি কি একটু দেখা আবশ্যক 'বালক বালিকার প্রকৃতি যে ভিন্ন তাতে-ত সন্দেহই নাই। একটী কথা বলে তোমাদের দুইয়ের প্রকৃতি বুঝিয়ে দিচ্ছি

একটী টেবিলের উপর এক বাটী রসে কতকগুলি রসগোল্লা ডুবাইয়া রাখ্‌লাম, আর উহারই নিকটে তেঁতুল গোলা পাকাইয়া রাখ্‌লাম, কাছে একটু নুন ও লঙ্কা একটী ছেলে ও একটী মেয়েকে ডাক, দেখ, কে কোন্‌টী নেয় দেখ্‌বে, ছেলে রসগোল্লাটী নিয়েছে, মেয়েটীকে দেখ্‌বে সে আনন্দে তেঁতুল গোলাটী লুঠেছে। কুল, কামরাঙ্গা, জাম, জলপাই টক মাত্রেই মেয়েরা এইরূপ বালক, রসগোল্লাটা বাটীর রসে ডুবাইতেছে আর চাটিতেছে; বালিকা, তেঁতুলে নুন ও লঙ্কা মাখিয়া আরামে চোক্ বুঁজিয়া ঝালে-জলে তেঁতুল খাইতেছে আর এক একবার আনন্দের চিহ্নস্বরূপ জিবে তালুতে 'টক্' করিয়া এক একটা শব্দ তুলিতেছে সে টক্ শব্দটী কি মধুর। বালিকা যখন এক একবার 'টক্ টক্' করিতে থাকে তখন তাহার ললিত লাবণ্যময় মুখ ও সজল ফুল্ল চোক্ মিলিয়া এমন একটা মিঠা সুরের বোধ জন্মাইয়া দেয় যে, সে সুরে হারমোনিয়ম হার মানে

ছেলে কেন এমন মিঠা ভালবাসে, আর মেয়ে কেন এমন টক্ ভাল-বাসে? ছেলেদের প্রকৃতিতে কড়াটা এত বেশী যে তারা ঐ মিঠা না

হ'লে কড়ার ওজন ঠিক রাখ্‌তে পারে না মেয়েতে মিঠার ভাগ এত বেশী যে তারা ঐ টক্ দিয়ে তাদের মিষ্ট প্রকৃতির তার সমান রাখ্‌তে দেয় না কেন, এক মায়ের পেটের ভাইবোন—শিশু। ভাইটী, হাতে একটী লাঠি নিয়ে ঠক্ ক'রে বোন্‌টীকে মেরে দিবে বোন্‌টী না কেঁদে ভাইটীকেই আদর কর্‌বে পুরুষ, সংসারে যুদ্ধ কর্‌বেন—তার একটু কড়া মেজাজ অবশ্যই চাই স্ত্রীলোক সংসার রক্ষা কর্‌বেন, পালন কর্‌বেন—তার মিঠা প্রকৃতি দরকার

এই হঁ ও না, এই মিঠা ও কড়া লইয়াই মিল বাঁধ্‌তে হবে এখানেও আবার সেই 'না' কথা মিল বাঁধ্‌বে? বাঁধ্‌বো না বিনয়ের খাতিরে না-কথাটা শুনায় ভাল। ছেলে কি মেয়েকে জিজ্ঞাসা কর—গান গাইতে পার? পারি না লিখ্‌তে পার? পারি না ছেলে মেয়েরা যেন A bundle of Negations. কিন্তু 'না' বল্‌লে ত চলে না মোয়া পাকাতে গুড় যদি বলেন, আমি পাকাতে পারি না, তবে আর মোয়া হয় না তোমরা জান মোয়া হয় কি ক'রে? জেনো, গুড় দিয়েই কিন্তু মোয়া হয়, টক্ দিয়ে হয় না গুড় জ্বাল দিতে হয়, গুড়ের তার তুল্‌তে হয় সেই তার তুল্‌তে জ্বাল ও হাতের তারিফ্ চাই। হাতও আছে, তারিফ্‌ও আছে কিন্তু গুড় নাই—তা হ'লে মোয়া হবে না এই যে গুড়—মিষ্ট— তিনি হচ্ছেন রসস্বরূপিণী বিশ্বজননী—মা। তিনি যখন আপনি তার হয়ে তোমাদিগকে খৈ মুড়ীর মত পাকিয়ে বেঁধে দিবেন তখনই তোমরা ছেলে মেয়ে মিলে মোয়া হ'য়ে উঠ্‌বে, বেশ্ সুন্দর, বেশ্ মিষ্ট, বেশ্ মচ্‌মচা তোমরা রস স্বরূপিণী মার প্রেমের হাতে, মার কৃপার পাকে, মার কাজে মিলিত হও, আমি সস্নেহে এই আশীর্ব্বাদ করি

বঙ্গমহিলার উচ্চশিক্ষা।

সম্পাদক মহাশয়,

আমার চিরস্নেহশীল কাকা ক'বছর হলো অমর ধামে চলে গেছেন গেছেনইবা বলি কি ক'রে, সময় সময় এখনও যে আমি তাঁকে আমার চোকের সাম্‌নে দেখ্‌তে পাই, তাঁর কথা স্পষ্ট শুন্‌তে পাই

মানুষ না মরলে, তার মূল্য বুঝা যায় না বার্দ্ধক্যে এমন কর্মী ক'জন থাকে? কাকা আমার জন্য কি না করেছেন, কি না কর্‌তে পারতেন তিনি বেঁচে থাকতে কত আবদার, অনাদরে তাঁকে তুচ্ছ করেছি, এখন দেখ্‌ছি তিনি কেমন লোকের মত লোক ছিলেন তখন মনে করতাম তাঁকে চিনে ফেলেছি, এখন দেখছি কিছুই চিন্‌তে পারিনি তাঁর স্নেহ অপরাজিত ছিল, তিনি মায়া মমতার মূর্ত্তি ছিলেন বালিকা আমি, কি ক'রে তাঁকে চিন্‌বো

তিনি আমাকে অনেকগুলি পত্র লিখেছিলেন, সে সব আমি অতি যতনে রেখে দিয়েছি মনে করেছিলাম—সে সব পত্র প্রচার ক'রে এমন দুর্লভ জনের তর্পণ করবো আমি আমার কাকার হাতের লেখা পত্র কখনও হাতছাড়া করি না আমোদজনক, আনন্দজনক, উৎসাহপ্রদ এবং শিক্ষাপ্রদ তাঁর অনেকগুলি পত্র আমার কাছে আছে আমাদের শিক্ষা সম্বন্ধে তিনি যাহা লিখে গেছেন আমি কেবল সেই পত্রগুলির নকল মহাশয়ের নিকট পাঠালেম, মহাশয়, দয়া করে প্রকাশ কর্‌লে এই বালিকা আপনার নিকট চিরকৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ থাক্‌বে পত্রগুলির মূল কথা ঠিক রেখে আপনারা যেরূপ ইচ্ছা ব্যবহার করিতে পারেন, নিবেদন ইতি

বিনীতা

শ্রীসোণার কমল রায়

ঢাকা, ১৫ই জুলাই ১৯০৭

সোণার কমল,

মা, তোমার পৌঁছ সংবাদ পাইয়া অতিশয় সুখী হইলাম কলিকাতার পথে তোমার এই প্রথম যাত্রা রেলগাড়ী হইতে জাহাজ। জাহাজ যখন নঙ্গর তুলিয়া ভৈরব গর্জ্জনে ছুটিল, তরঙ্গ ভঙ্গে দুলিতে লাগিল, তখন তোমার হৃদয়ের অবস্থা অনুমান করিয়া লইয়াছি জাহাজ ধলেশ্বরী হইতে পদ্মায় গিয়া পড়িল পদ্মা, ধলেশ্বরী, ও মেঘনার তিনটী স্রোত ভিন্ন, অথচ এক দেশে তোমার সকলে রহিলেন, তুমি দূরে জলের উপর জাহাজে চলিয়াছ সে জলে কখনও কূল দেখা যায়, কখনও কূল দেখা যায় না কূলে কোথাও পল্লি বধুগণ জাহাজ দেখিবার জন্য দাঁড়াইয়া আছে, বালক বালিকা নদীর ঘাটে সাঁতার কাটিতেছে, দূর চড়ায় সাদা সাদা পাখী, দল বাঁধিয়া বসিয়া আছে, কত উড়িয়া যাইতেছে, আবার আসিতেছে এপাশে, ওপাশে কত নৌকা পাল তুলিয়া স্ফীত বসনা গর্ব্বিতা মহিলার মত সগর্ব্বে চলিয়াছে নীল আকাশের কোথাও দুই এক খণ্ড মেঘ তোমারি মত উদাস মনে ভাসিয়া যাইতেছে দেখিতে দেখিতে আলোকে আঁধারে এক পশলা বৃষ্টি হইয়া গেল হায় মা, বাতায়নের কোণে বসিয়া তোমার চোখের জল পড়িতেছিল, কেহ মুছাইল না, রুমালে আপনি আপনার চোখের জল মুছিয়া লইলে। উপরে জল, নীচে জল, চোকে জল, জলের কথায় আর জল ডাকিয়া আনিব না

তোমাকে গাড়ীতে তুলিয়া দিয়া আসিয়া হৃদয়টা হর্ষ ও বিষাদে বড় উত্তাল পাতাল করিতে লাগিল হর্ষ এইজন্য যে, তুমি উচ্চ শিক্ষার এক উচ্চ লক্ষ্য লইয়া যাইতেছ। বিষাদ এই জন্য যে, কিছুদিন তোমায় দেখিতে পাইব না, তোমার কথা শুনিতে পাইব না তুমি মা হারার মা, মেয়ে

হারাব মেয়ে একজনে দুর্লভ দুই ঘরে মা ও মেয়ের অভাব বড় বিষম বাজিল প্রতিদিন ভোরে তেমনি ফুল তুলি, কাকে দিব ? কত ফল এখনও তেমনি রহিয়াছে, কে খাবে ? এ জীবনে এমন শূন্য আর কখনও বোধ করি নাই

ঘরে ফিরিয়া আসিয়া দেখিলাম আমার বিছানার উপর হাত পাখা খানি পড়িয়া আছে এই হাত পাখাখানি তুমি লইয়া যাইতে চাহিয়াছিলে ভুলে নেও নাই, ভুলে দেই নাই তালের পাখা দেই নাই, তার জন্য কি ? বিশ্ববিদ্যালয় তোমাকে অতি সুন্দর নূতন পাখা দিয়াছেন পাখীর পাখা আছে, সে দূরে, কতদূরে, ঊর্দ্ধে, কত ঊর্দ্ধে, উড়িয়া যায় বিদ্যায় মানুষ বিচিত্র পাখা পায় কত যুগের, কত দূরের, কত দেশ, কত বিদেশের, কত দিনের অবস্থা সে দেখিয়া আইসে, কত কালের, কত গণিত বিজ্ঞানের উচ্চ শাখায় সে উড়িয়া বসে প্রাচীন ভারতের পুরাতন ইতিহাস, প্রাচীন মিশর, গ্রীস ও রোমের পুরাতন ইতিবৃত্ত তার সম্মুখে তালপাতার পাখায় শরীর জুড়ায়, সুশিক্ষার বাতাসে, মন জুড়ায়, হৃদয় শীতল ও আত্মা তৃপ্ত হয় এই পাখা তোমার অক্ষয় হউক একখানা স্থলে পাঁচখানা হউক

যাইবার সময় তোমায় বলিয়া দিয়াছিলাম—ভগবানকে স্মরণ করিয়া কলেজে পা দিও, তাঁর নাম লইয়া নাম লিখাইও তুমি ইংরেজ মহিলাদের পরিচালিত কলেজে পড়িতেছ কিনা, তাহা ভাবিও না ; বঙ্গ মহিলাদের কাছে পড়িতেছ কিনা, তাহাও ভাবিও না সর্ব্বাগ্রে স্মরণ করিও বঙ্গ রমণীর উচ্চশিক্ষার বিদেশী সুহৃৎ মহাত্মা সেই বেথুনকে তিনি অমূল্য-ধন দিয়া তোমাদিগকে কিনিয়া গিয়াছেন ভক্তি ভরে কৃতজ্ঞতা দিয়া তাঁহার ঋণ শোধিতে যত্ন করিও। শিক্ষক ও শিক্ষয়িত্রীদিগের নিকট কৃতজ্ঞ থাকিও কৃতজ্ঞ ব্যক্তিরাই ভগবানের কৃপা

লাভ করিয়া থাকেন এসব কথা তুমি অবশ্যই পালন করিয়াছ পালনই তোমার প্রকৃতি, কৃতজ্ঞতাই তোমার অলঙ্কার ঈশ্বর তোমার মঙ্গল করুন আজ এই পর্য্যন্ত বঙ্গমহিলাদিগের শিক্ষা, সমাজ এবং রীতি নীতি সম্বন্ধে ক্রমে লিখিব

তোমার
চিরস্নেহানুগত কাকা

সৌরভ, পৌষ, ১৩১৯।

বঙ্গমহিলার উচ্চ শিক্ষা। (২)

ঢাকা, ২১শে মার্চ্চ, ১৯০৮

সোণার কমল,

মা, গত ক'মাসে তোমাকে অনেকগুলি পত্র লিখিয়াছি প্রথম পত্রে লিখিয়াছিলাম, তোমাদের শিক্ষা, সমাজ ও সভ্যতা সম্বন্ধে কিছু লিখিব। এতদিন লিখি নাই দু'এক খানা পত্রে উহার কারণও জানিতে চাহিয়াছ চুপ করিয়া ছিলাম। আজ সেই বিষয়গুলির একটীর সম্বন্ধে আলোচনা করিব তাও প্রথমটী নয়, দ্বিতীয়টী—উচ্চ শিক্ষিতা বঙ্গ-মহিলা-সমাজ

পুস্তকের শিক্ষা চোখে, দেখার শিক্ষা মনে কিন্তু পরীক্ষা করিয়া কাজে লাগাইলে পুস্তকের শিক্ষা ও দেখার শিক্ষা সার্থক হয় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে ১৮৮৩ সনে একজন মহিলা প্রথম বি, এ, পাস করেন এপর্য্যন্ত এম, এর সংখ্যা পাঁচ ছয়টী, বি এর সংখ্যা বাইশ, তেইশটী

সমাজের উচ্চশিক্ষার বিস্তৃতি প্রমাণের পক্ষে, এ সংখ্যা কিছুই নহে বিশ্ববিদ্যালয় হইতে উপাধি না পাইলেও অনেক মহিলা গৃহে উচ্চ শিক্ষা লাভ করিয়াছেন কলিকাতা রাজধানী, তথায় বহু শিক্ষিতা মহিলা বাস করেন ভরসা করি এরূপ অনেক মহিলার সঙ্গে এতদিনে তোমার পরিচয় হইয়াছে, অনেক মহিলা তোমার আত্মীয়া এবং তুমি অনেক পরিবার দেখিবার অবসর পাইয়াছ এই সকল মহিলা ও পরিবার দেখিয়া অবশ্যই তোমার মনে একটা ধারণা জন্মিয়াছে এই অবস্থায় আমার কথাগুলি বিচার করিবার সুবিধা হইবে এবং এই বিচারের ফল জীবনে সফল হইবার সম্ভাবনা অধিক

বিশ্ববিদ্যালয় মহিলাদের শিক্ষার যথেষ্ট আয়োজন করিয়া দিতে না পারিলেও অনেক সুব্যবস্থা করিয়া দিয়াছেন, তাহাতে তোমাদের দেখিবার, শিখিবার, বুঝিবার এবং ভাবিবার পথ সুগম হইয়াছে সকল দেশের জ্ঞানের খনি তোমাদের সম্মুখে খনি থাকিলেই তাহা হইতে মণি সংগ্রহ করিবার মতন শক্তি জন্মে না তোমাদের বাড়ীতে দশসের দুধ দেয় এরূপ একটা গাই থাকিলেই বুঝিতে হইবে না যে, তোমাদের বাড়ীর সকলেরই অপর্য্যাপ্ত দুধ, মাখন, ঘি, জীর্ণ করিবার সামর্থ্য আছে। শিক্ষাই বল আর আহারই বল, যিনি যত আত্মস্থ করিতে পারিবেন, তিনি তত সুস্থ ও সুখী

(১) যদি দেখিয়া থাক দুহিতা গর্ব্বিতা এবং বিলাস-ব্যসন-নিরতা নহেন, বধূ, শ্বশুর শাশুড়ী প্রভৃতি গুরুজনের স্নেহ আকর্ষণ করিতে পারিতেছেন এবং এইরূপ দুহিতা ও বধূর সংখ্যাই অধিক, তাহা হইলে অবশ্যই বুঝিয়াছ, বঙ্গমহিলার উচ্চ শিক্ষা সার্থক হইয়াছে

(২) যদি দেখিয়া থাক—বিদ্যার সঙ্গে সখ্য হেতু হাতা বেড়ির সঙ্গে শত্রুতা ঘটিয়াছে, উননের নিকটে যাইতে অনুরাগের উপ

সর্পটী খসিয়া পড়িতেছে, এবং এই শ্রেণীর মেয়ের সংখ্যাই অধিক, তাহা হইলে অবশ্যই বুঝিয়াছ, উচ্চ শিক্ষা বঙ্গ মহিলা সমাজে সার্থক হয় নাই

(৩) যদি দেখিয়া থাক—গৃহে দুস্থ আত্মীয় স্বজনের স্থান আছে, গৃহিণী আত্মসুখে নিরতা নহেন এবং এইরূপ মহিলার সংখ্যাই অধিক, তাহা হইলে অবশ্যই বুঝিয়াছ বঙ্গমহিলার উচ্চশিক্ষা সার্থক হইয়াছে

(৪) যদি দেখিয়া থাক—অর্থের গতি ব্যাঙ্কের দিকে ও গহনার দিকে অধিক, গৃহ কর্ত্রীর হীরক খচিত কঙ্কণ-শোভিত হস্ত দীন দরিদ্রের জন্য মুক্ত নহে, তাহা হইলে অবশ্যই বুঝিয়াছ, বঙ্গ মহিলার উচ্চ শিক্ষা সার্থক হয় নাই। "দানেন পাণির্নতু কঙ্কনেন"

(৫) যদি দেখিয়া থাক—অতিথি গৃহে সমাগত হইলে, গৃহ কর্ত্রীর অস্বস্তি উপস্থিত হয় নাই, তাঁহার হস্ত অতিথির সেবার জন্য ব্যস্ত, তাহা হইলে অবশ্যই বুঝিয়াছ, বঙ্গ মহিলার উচ্চ শিক্ষা সার্থক হইয়াছে

(৬) যদি দেখিয়া থাক শিশু সন্তান মাতৃস্তন্য পানের জন্য আকুল হইয়াছিল, জননী তাহাকে উপেক্ষা করিয়া "স্ত্রী জাতির কর্ত্তব্য অবধারণ" বক্তৃতাসভায় উপস্থিত হইয়া আরামে নিদ্রা যাইতেছেন এবং এইরূপ জননীর সংখ্যাই অধিক, তবে অবশ্যই বুঝিয়াছ, উচ্চ শিক্ষা বঙ্গমহিলা সমাজে সার্থক হয় নাই

(৭) তোমাকে বাইবেলের আখ্যায়িকাগুলি অতি যত্নে পড়াইয়াছিলাম যদি দেখিয়া থাক—মহিলা সমাজে 'হিরোদিয়ার' স্থান নাই, তাঁহারা অক্রোধ এবং ক্ষমা গুণে প্রাতঃস্মরণীয়া দ্রৌপদীর অনুরূপা, তবে বুঝিয়াছ বঙ্গমহিলার উচ্চ শিক্ষা সার্থক হইয়াছে।

Mark Antonyর অন্তরবর্ত্তী Fulvia অতিশয় প্রতিহিংসাপরায়ণা ছিলেন এই রমা বাগ্মীশ্রেষ্ঠ সিসিরোর ছিন্ন মুণ্ড আনাইয়া উহার

নিস্পন্দ রসনায় তপ্ত শলাকা বিদ্ধ করিয়া দিয়াছিলেন রস খাতুব কি পাশবিক পরিণতি

(৮) যদি লক্ষ্য করিয়া থাক—পার্শ্ববর্তী কোন পরমাত্মীয়ের গৃহে রোগের আক্রমণ দেখিয়া সংক্রমণ অছিলায় মহিলাগণ সুদূরে পলায়ন করিয়াছেন, তাহা হইলে অবশ্যই তোমার দৃঢ় বিশ্বাস জন্মিয়াছে, উচ্চ শিক্ষা বঙ্গ মহিলা সমাজে ব্যর্থ হইয়াছে

(৯) যদি দেখিয়া থাক—আত্মশক্তিতে বিশ্বাসের সঙ্গে ব্যবহারে অহমিকা ও অবিনয় দীপ্যমান হইয়া উঠে নাই তাহা হইলে অবশ্যই বুঝিয়াছ—বঙ্গমহিলার উচ্চ শিক্ষা সার্থক হইয়াছে

(১০) যদি দেখিয়া থাক ধর্ম্মনিষ্ঠা পোষাকী বসন ভূষণের ন্যায় বাক্স ডেস্কে কিম্বা আলমারিতে আবদ্ধ থাকে, সময় ও সুযোগ অনুসারে মহিলাগণ তাহা ব্যবহার করিয়া থাকেন, তাঁহাদের দৈনিক জীবনে উহা দীপ্তি পায় না, তাহা হইলে অবশ্যই বুঝিয়াছ—বঙ্গ মহিলার উচ্চ শিক্ষা ব্যর্থ হইয়াছে।

(১১) যদি দেখিয়া থাক—ইয়ুরোপীয় মহিলাদের আদর্শ অনুকরণ করিবার সঙ্গে সঙ্গে সীতা ও সাবিত্রী, গার্গী ও মৈত্রেয়ী, বিহুলা ও চুড়ালার চরণধুলি পাইবার জন্য অনুরাগ বৃদ্ধি পাইতেছে, তবে অবশ্যই বুঝিয়াছ—বঙ্গমহিলার উচ্চ শিক্ষা সার্থক হইয়াছে

(১২) যদি দেখিয়া থাক কোন মহিলার সন্তান সন্ততির স্বাস্থ্য রক্ষার উপযুক্ত যত্ন নাই, অথচ তিনি বস্ত্র এবং অলঙ্কারের জন্য নিত্য মহা অনর্থ ঘটাইয়া থাকেন এবং এইরূপ মহিলার সংখ্যাই অধিক, তাহা হইলে অবশ্যই বুঝিয়াছ—বঙ্গ মহিলার উচ্চ শিক্ষা ব্যর্থ হইয়াছে

ইংলণ্ডের আদর্শে উচ্চ শিক্ষা ভারতবর্ষে বিশেষতঃ বঙ্গদেশে পুরুষ এবং রমণী সমাজে এক যুগান্তর উপস্থিত করিয়াছে এখন এই কথাটী

মনে রাখিতে হইবে, ভারতবর্ষ ইংলণ্ড নহে, সমন্বয় হইতে পারে কিন্তু ভারতের নব নারীর প্রকৃতি ইংরেজ জাতির সম্যক অনুরূপ হইবার সম্ভাবনা নাই। রোম, মিশর জয় করিয়াছিল, মিশর রোম হয় নাই। নর্ম্মান জাতি ইংলণ্ড জয় করিয়াছিল, ইংরেজ জাতি সম্পূর্ণ নর্ম্মান হয় নাই ইসলাম, প্রায় সমগ্র ইয়ুরোপ গ্রাস করিয়াছিল, ইয়ুরোপ ইসলাম হয় নাই ইংরেজ ভারত জয় করিয়াছেন—ভারত ইংলণ্ড হইবে না ভারতের মানচিত্র বিপর্য্যস্থ করিয়া ধরিলে ইংলণ্ডের মানচিত্রের সঙ্গে অনেক সাদৃশ্য দেখিতে পাইবে কিন্তু ভৌগোলিক বিপর্য্যয় অসম্ভব এইরূপ অসম্ভব যত্ন করিলে তাহা কখনও সফল হইবে না, তাহাতে কখনও সুফল ফলিবে না

. এই অল্প বয়সে সংস্কৃত ভাষায় তোমার অধিকার বস্তুতই অতি প্রশংসনীয় "উত্তর চরিতে" সীতাচরিত্রে বুঝাইতে "ইয়ংগেহে লক্ষ্মীরিয়মমৃতবর্তির্নয়নয়োঃ" এবং "ম্লানস্তজীবকুসুমস্ত বিকাশনানি" ইত্যাদি ব্যাখ্যায় মহিলাদের উচ্চ আদর্শ সম্বন্ধে তোমার সঙ্গে অনেক আলোচনা করিয়াছি, তাহ তুমি ভুলিয়া যাও নাই সোণার কমল, তুমি সোণার তুল্য উজ্জ্বল, সহনশীল ও রমণীয় হও, কমলের তুল্য সুন্দর, সুরভি ও কমনীয় হও মা, যে দিন তোমাকে সর্ব্বগুণে ভগবচ্চরণে নিবেদনের যোগ্যা দেখিব, সে দিন আমার চক্ষু সার্থক হইবে

তোমার
চিরস্নেহানুগত কাকা।

সৌরভ, মাঘ ১৩১৯

নারী।

সোণার কমল,

মা, ডু'এর পাথা খানি তো অনেক দিনই পাইয়াছ। উপাধির পাখা খানি পাইতে অধিক বিলম্ব নাই অধ্যয়ন এবং অভিজ্ঞতায় তুমি যেরূপ অগ্রসর হইয়াছ তাহাতে বঙ্গ মহিলার উচ্চশিক্ষা সম্বন্ধে তোমার সঙ্গে আলোচনার পথ সুগম হইয়াছে সেই আলোচনা আরম্ভ করিবার পূর্ব্বে তোমাকে আমার আরো একটী বিষয় বুঝাইতে হইতেছে নারী কি ?

বিশ্বসৃষ্টিতে নারী এক অপূর্ব্ব বস্তু যেমন গেটের মতে "শকুন্তলা" বলিলে জগতের যাহা কিছু সুন্দর, যাহা কিছু সর্ব্বোত্তম, সমস্তই বলা হয়, তেমনি নারী বলিতে বসুন্ধরার এক বিস্ময়কর নির্ম্মাণের দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করা হয়

এখন নরনারীর প্রভেদের কথা তুলিতে হইতেছে মনু বলেন — "দ্বিধাকৃত্বাত্মনো দেহমর্দ্ধেন পুরুষোঽভবৎ অর্দ্ধেন নারী তস্যাং স বিরাজমসৃজৎ প্রভুঃ" বাইবেলও সেই কথার প্রতিধ্বনি করিয়াছে Charlotte Bronteর Jane Eyre তুমি আগ্রহের সঙ্গে পড়িয়াছ ; গ্রন্থকর্ত্রীর জীবন চরিতের সহিতও তুমি পরিচিত Bronte এবং তার ভাই ভগ্নী সকল যখন অতি ছোট, তখন তাহাদের পিতা এক দিন পাঁচ বছরের একটী পুত্রকে জিজ্ঞাসা করেন স্ত্রী এবং পুরুষের মানসিক বৃত্তির প্রভেদ বুঝিবার উপায় কি ? এই ভাই ভগিনীগুলিন্ অতি শৈশবে অত্যধিক মাত্রায় সুপক্ক বুদ্ধির জন্য প্রসিদ্ধ ছিল বালকটী উত্তর করিল —"By considering the difference between them as to their bodies" শিশুর উত্তর উপেক্ষার বিষয় নহে মাতা

কখনও পিতা হইবেন না, চন্দ্র কখনও সূর্য্য হইবে না, লতা কখনও শাখ তরু হইবে না, জল কখনও স্থল হইবে না।

বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধি পরীক্ষায় পুরুষের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করিবার জন্য প্রস্তুত হইতেছ বলিয়া বালকের উত্তরে ক্ষুণ্ণ হইও না "Nature has said to man, Be a man; to woman Be a woman; and you will become the divinity of life. Lamartineএর এই উত্তম উক্তি উদ্ধৃত করিয়া নরী কি তাহা সম্যক বুঝাইবার উপায় নাই এই জন্য বলিতেছিলাম নারী জগতের এক বিস্ময়কর সৃষ্টি বিস্ময়কর হইলেও বুঝিতে হইবে, বুঝাইবার চেষ্টা করিতে হইবে এমন বহুজাতি জগতে ছিলেন, যাঁহারা নারীর আত্মা আছে বলিয়া বিশ্বাস করিতেন না। এখনও পৃথিবীতে নারীর প্রকৃতি, পদত্ব এবং অধিকার লইয়া ভীষণ দ্বন্দ্ব চলিয়াছে। তোমাকে আমি এই দ্বন্দ্বব্যূহে প্রবেশ করিতে বলি না বহু গ্রন্থ হইতে পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠা উদ্ধৃত করিয়া ডাক-মাশুলে পোষ্টাফিসের আয় বৃদ্ধি করিতেও ইচ্ছা রাখি না।

Homer, Dante, Shakespeare, Tennyson যে সকল কাব্যে মহিলাগণের মহিমা কীর্ত্তন করিয়া গিয়াছেন তার প্রায় সবগুলি তুমি পড়িয়াছ জগতে নারী চরিত্র কি রূপে কোন্ পথে উৎকর্ষ লাভ করিয়াছে তাহা বুঝিবার জন্য ঐ সকল কাব্যের সঙ্গে রামায়ণ, মহাভারত, চণ্ডী, শকুন্তলা, Mill's Subjection of women, Lecky's History of European Morals vol II, chap V Mrs. Ellis কৃত The mothers of Greatmen, "The women of England", Tod's Rajsthan, Schiller এবং Andrew Lang কৃত Joan de Arc তোমাকে মন দিয়া পড়িতে অনুরোধ করি সব দেশের মহিলা চরিত অধ্যয়ন করিতে বলিতেছি, কেন না পূর্ব্বে এক

পত্রে লিখিয়াছিলাম—সমন্বয় করিতে হইবে, সংহার কিম্বা আমূল বিপর্যাস্ত করা সম্ভবপর নহে। এই সকল পড়িয়া নারী সম্বন্ধে তোমার যে ধারণা হইবে উহাই তোমার পক্ষে নারীর যথার্থ ধারণা,—তোমার মত শুদ্ধ হৃদয়ে নারীর অতি শুভ্র সুন্দর প্রতিচ্ছায়া

সামান্য তৃণ খণ্ড দগ্ধ করিতে অসমর্থ দেবতাদিগের দৈন্য বুঝাইবার জন্য যিনি উমা-মহেশ্বরী রূপে আবির্ভূতা হইয়াছিলেন, তিনি এই নারী সিংহ পৃষ্ঠে দুর্গা, দুর্গতিহারিণী—তিনি এই নারী বীণা রঞ্জিত-পুস্তক হস্তে—তিনিই এই নারী "A ministering Angel thou"—তিনি এই নারী কদাকার কুপুত্রের মুখ হইতে যে "মা" নাম উচ্চারিত হয় তাহা কখনও কু বা কদাকার নহে মা নাম শ্বেত কৃষ্ণ অভেদে সুন্দর ও মধুর যিনি মা, তিনিই এই নারী "মার্জ্জনা" ও "ক্ষমা"—আগে মা, পাছে মা, তিনিই এই নারী বঙ্কিমচন্দ্র অতর্কিতে গঙ্গাজলে মায়ের পাদোদক লইয়া ছিলেন, মা ভীতা হইয়া বলিয়াছিলেন—"কি গঙ্গাজলে আমার পা ঠেকালি" বঙ্কিমচন্দ্র বলিলেন, "মা তোমার চেয়ে কি গঙ্গা বড়।" বঙ্কিম-সেবিতা, সুর নর বন্দিতা মা এই নারী পুরুষ এবং প্রকৃতি—পৌরষ এবং সহিষ্ণুতা হাতুড়ি—যা দিয়া পিটে, তার বলই অধিক, না,—নেহাই যাহার উপরে রাখিয়া পিটে, তাহার শক্তি ও মহিমা অধিক? সে পরীক্ষা সংসারের তপ্ত সোহাগারে নিত্য হইতেছে, তোমরা তাহা প্রণিধান করিও "যা দেবী সর্ব্ব ভূতেষু" হইতে আরম্ভ করিয়া "শান্তি রূপেণ সংস্থিতা"-চরণে চণ্ডী সমাপ্ত করিতেছি সোণার কমল নারী কত মহীয়সী আমি তার কি বুঝি, কিইবা বুঝাইব? মায়ের রূপ ব্যাখ্যা করিতে নাই তোমার অতুলনীয় রূপ দর্পণ ধরিয়া দেখিলেও বুঝিতে পারিবে না—নারীর স্বরূপ কি দর্পণে রূপ ধরে, গুণ ধরে না

তোমরা কর্ত্রী, পুরুষ পরিচারক মাত্র কেশবচন্দ্রের কথায় বলিতে গেলে "*Man is always in the objective case governed by the active verb woman* পরলোক পস্থানোন্মুখ কাকা সকাতরে এই প্রার্থনা করেন নারী হইতে যেন সংসারে কোন অশান্তির সৃষ্টি না হয়

তোমার চির স্নেহানুগত কাকা

সৌরভ জ্যৈষ্ঠ, ১৩২০।

স্ত্রীশিক্ষার গতি, পরিণতি ও পরীক্ষা।

ঢাকা

সোণার কমল,

মা, বঙ্গ মহিলার উচ্চশিক্ষা সম্বন্ধে যে আলোচনা আরম্ভ করিয়াছিলাম এতদিন তাহা শেষ করা উচিত ছিল শারীরিক অসুস্থতা বশত তাহা পারি নাই। অবস্থা যেরূপ তাহাতে আর পারিব বলিয়া মনে হইতেছে না অনেকদিন হইল এবিষয়ে একটি প্রবন্ধ লিখিয়া রাখিয়াছি ঐটাই তোমাকে পাঠাইয়া দিব স্ত্রী জাতির সংযম, নিয়ম এবং নিত্যকর্ম্ম পদ্ধতি সম্বন্ধে ঐ প্রবন্ধে কিছু লিখিবার ইচ্ছা ছিল, তাহা আর লিখি নাই। তোমার দিদিমার নিকট উপদেশ লইও মনে রাখিও তোমাদের বি, এ, এম, এ, দের অপেক্ষাও এ বিষয়ে তাঁহার অভিজ্ঞতা অধিক

বি, এ, পরীক্ষার জন্য মন দিয়া পড়িবে। আশীর্ব্বাদ করিতেছি উত্তীর্ণ হইবে তৎপর তোমাকে সরস্বতী উপাধিতে ভূষিতা দেখিলে পরমানন্দ লাভ করিব

তোমার চির স্নেহানুগত কাকা

সম্পাদক মহাশয়

উক্ত পত্র পাইবার ক'দিন পরেই চির-স্নেহশীল কাকা স্বর্গারোহণ করেন এ জনমের তরে আমার "কাকা" ডাক ঘুচে গেছে পরীক্ষার পর বাড়ী এসে তাঁর দপ্তর খুঁজে দেখলাম্ কত প্রবন্ধ, কত কবিতা, কত সঙ্গীত ও প্রহসন কত গল্প ও নাটিকা উহাতে রয়েছে তার মধ্যে একখানি লেপাফার উপর আমার নাম লেখা টাকিট পর্য্যন্ত দেওয়া কাকা আমাকে লিখিতে পত্রে একটু আতর মেখে দিতেন সে সৌরভ তেমনি রয়েছে হায় তিনি নাই এ লেপাফা খুলতে হাত সরলো না, প্রাণে বড় ব্যথা তাঁহার আশীর্ব্বাদ ফলেছে কিন্তু তিনি জেনে যেতে পারলেন না বড় দুঃখ রয়েছে পরীক্ষার ফলের জন্য কিছু দিন বড্ড দুশ্চিন্তায় ছিলাম এতদিন পর তাঁর সেই লেপাফা যেমনটি পেয়েছিলাম, আপনাকে তেমনটি পাঠিয়ে দিলাম যাহা করবার আপনি করবেন নিবেদন ইতি

বিনীতা
শ্রীসোণারকমল

১ স্ত্রী সহধর্ম্মিণী, স্বাধীনা হইয়াও স্বতন্ত্রা নহেন (২) পতি গ্রহণ স্ত্রীলোকের মুখ্য ধর্ম্ম (৩) স্ত্রী সুগৃহিণী এবং সুমাতা হইবেন এই তিনটী উদ্দেশ্যের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া এই প্রবন্ধ লিখিত হইল

প্রাচীন আর্য্য-সমাজে স্ত্রী শিক্ষার সুব্যবস্থা ছিল শাস্ত্র সংহিতায় কাব্য পুরাণে তাহার প্রমাণ পাওয়া যায় কিন্তু সে শিক্ষার, বিষয়, বিষয়াংশ, দৈনিক নিরূপিত সময়, বিদ্যালয় এবং শিক্ষক শিক্ষয়িত্রীর ব্যবস্থা কিরূপ ছিল তাহার যথাযথ চিত্র প্রদান করা কঠিন সাহিত্য, ব্যাকরণ, গণিত, বিজ্ঞানের চর্চ্চা হইত গীত, বাদ্য, নৃত্য, সীবন, চিত্র ও ভূতি

কলার অনুশীলন হইত বৈদিক যুগের শিক্ষা বেদাঙ্গ মূলক ছিল রামায়ণ মহাভারতের শিক্ষা সকল স্তরের মহিলাদিগের আচার ব্যবহার, স্বভাব চরিত্র, রীতি নীতি গঠন করিত

প্রাচীন আর্য্যগণ স্ত্রী শিক্ষার ব্যবস্থা করিবার সময় ৪ চারিটী মূল বিষয়ের দিকে লক্ষ্য করিয়া ছিলেন তাঁহারা লক্ষ্য করিয়াছিলেন—শরীর, মন হৃদয় ও আত্মার উৎকর্ষ ব্যতীত নারী, মহিলা নামের যোগ্যা হইতে পারেন না ডম্বেল, সাইকেল, টেনিস্, স্কেটিং ইত্যাদি না থাকিলেও প্রাচীন আর্য্যনারীগণের সংসার যাত্রায় যথেষ্ট ব্যায়াম হইত সে কালের অনেক অলঙ্কারের উল্লেখ দেখা যায় কিন্তু "চসমার!" উল্লেখ দেখা যায় না। তৈল, দশা, দীপাধার, দীপাবরণ সকল গুলির সমবেত কুশলতা ব্যতীত তেজস্কর প্রদীপ হয় না চক্ষুর জ্যোতিঃ শরীরের সকল যন্ত্রের স্বাস্থ্য জ্ঞাপন করে সে কালে সধবা যোড়শীকে চস্‌মার অভাবে কখনও আহার কালে বিড়ালের বঞ্চনায় পড়িতে হইত না। জ্ঞানানুশীলনে মনের উৎকর্ষ হইত অতিথি সেবা এবং পরিজন পালনে হৃদয় বৃত্তি কোমল থাকিত দেব সেবায় আত্মা নির্ম্মল হইত বর্ত্তমান সময়ে কোন জ্ঞানান্বেষিণীর উক্তির নিম্নোক্ত পরিকল্পনা অতিরঞ্জিত বলিয়া গণ্য হইবার কোন কারণ নাই —আধুনিকা বলিতেছেন, "যে বিদ্যা দ্বারা একটী সেলাইর কল, একটী হারমোনিয়ম, এক খানা মোটর গাড়ী এবং বিদ্যুৎ পাখা ও বিদ্যুৎ আলোক শোভিত বাস গৃহ প্রাপ্ত হওয়া না যায় তদ্দ্বারা আমি কি করিব?" কিন্তু পুরা কালের মৈত্রেয়ীর উক্তি "যন্নু ম ইয়ং ভগোঃ সর্ব্বা পৃথিবী বিত্তেন পূর্ণাস্যাৎ কথং তেনামৃতা স্যামিতি" উত্তর "অমৃত ত্বস্য তু নাশাস্তি বিত্তেনেতি" মৈত্রেয়ী বলিলেন "যেনাহং নামৃতা স্যাং কিমহং তেন কুর্য্যাম্"—"যদি ধনেতে পরিপূর্ণা এই সমুদায় পৃথিবী আমার হয় তবে তদ্দ্বারা কি আমি অমর হইতে পারি " উত্তর :—নহে।

মৈত্রেয়ী :- 'যদ্দ্বারা অমৃতত্ব লাভ করিতে না পারি তাহা লইয়া আমি কি করিব ?'

বর্ত্তমান সময়ে যে শিক্ষার ব্যবস্থা হইয়াছে উহা উক্ত চারিটী বিষয়ের মধ্যে প্রধানত দুইটীর প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া অপর দুইটী আনুসঙ্গিক কিন্তু বঙ্গদেশে যখন প্রথম স্ত্রীশিক্ষা প্রচলিত হয় তখন উহা তেমন স্পষ্ট ছিল না তখন অপর দিকে স্ত্রীশিক্ষার প্রতি জনসাধারণের অতিশয় বিতৃষ্ণা ছিল। বিদ্যার সঙ্গে বৈধব্য এক সূত্রে গ্রথিত বলিয়া গণ্য হইত। দেড়শত বৎসর পূর্ব্বে ইংলণ্ডেও স্ত্রী-শিক্ষার তেমন আদর দেখা যায় নাই। বিদুষী Mary Somerville যখন বাল্যকালে পড়িতে বসিতেন তখন তাঁহার পিতৃব্য পত্নী, মেরীর মাতাকে বলিতেন—"I wonder you let Mary waste her time in reading, she never sews more than if she were a man" পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে ফরাসী দেশে স্ত্রীলোকদিগকে উপাধি দানের ব্যবস্থা ছিল না প্রসিদ্ধ চিত্রশিল্পী Rosan Bonherকে সম্রাজ্ঞী ইউজিনি (Eugenie) এক অপূর্ব্ব কৌশলে তাঁহার গুণপণার পুরস্কার দিয়াছিলেন তৃতীয় নেপোলিয়ান কিয়ৎ দিনের জন্য অবসর গ্রহণ করেন তাঁহার পত্নী ইউজিনি তাঁহার প্রতিনিধি রূপে রাজ্য শাসন করিতে থাকেন Rosan Bonher উপাধি পাইবার যোগ্যা কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ের সে ব্যবস্থা ছিল না অপরিচিতা সম্রাজ্ঞী এক দিন অতর্কিতে বোঁজার গৃহে উপস্থিত হন এবং তাঁহার গুণপণা স্বীকার করিবার প্রসঙ্গে আলিঙ্গন করিবার সময় অলক্ষিতে "Cross of the Legion of Honour" বোঁজার অঙ্গরাখায় বিদ্ধ করিয়া প্রস্থান করেন সম্রাজ্ঞী চলিয়া গেলে দূরে অশ্বারোহী অনুচর দেখিয়া বোঁজা বুঝিতে পারিয়াছিলেন তাঁহার পুরস্কর্ত্রী কে ? কিন্তু তখন আর তাঁহার কৃতজ্ঞতা প্রত্যর্পণের সুযোগ ছিল না

এদেশে ইংরেজী শিক্ষার প্রচলন কাল হইতে ক্রমে বঙ্গীয় বালকগণ উচ্চশিক্ষা লাভ করিতে লাগিল বিদ্বান স্বামী, বিদুষী স্ত্রী চাহে বিদুষীর তখন আশা কোথায় ? বর্ণজ্ঞানই যথেষ্ট স্বামী কিরূপ গোপনে বালিকা স্ত্রীকে 'শিশুবোধক' পড়াইতেন, স্ত্রী কত গোপনে কদর্য্য অক্ষরে হইলেও বিদেশস্থ স্বামীকে পত্র লিখিতেন এবং ঐ সকল পত্রের মূল্য মণি-কাঞ্চন অপেক্ষা কত অধিক ছিল, তৎকালের স্বামীগণ তাহা অবগত আছেন গৃহ স্বামীর অনুপস্থিত কালে একখানি টেলিগ্রাম আসিলে গৃহিণী শিরোনাম পাঠ করিয়া উহা গ্রহণ করিতে এবং উহার মর্ম্মার্থ অবগত হইতে আগ্রহান্বিতা হইবেন ইহা স্বাভাবিক ইহাতে সুবিধা এবং উপকারও যথেষ্ট প্রয়োজন, মানুষকে নূতন পথ দেখাইয়া দেয় স্ত্রীলোকের ইংরেজী বর্ণমালা শিক্ষার প্রয়োজন বোধ এখানে এইরূপ আকাঙ্ক্ষা হইতে স্ত্রী শিক্ষায় আগ্রহের প্রথম উদ্ভব বিলাতে ১৮৫০ সনে Miss Bassএর তত্ত্বাবধানে নর্থলণ্ডন কলেজিয়েট স্কুল এবং ১৮৫৮ সনে Miss Beale এর তত্ত্বাবধানে Chelteanl am Ladies College রমণীর উচ্চশিক্ষার প্রথম আদর্শ বিদ্যালয় প্রায় সম সময়ে এদেশেও সংস্কারকগণ স্ত্রী শিক্ষার জন্য স্থানে স্থানে বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন বারাসতের কালিকৃষ্ণ মিত্র এবং প্রাতঃস্মরণীয় বিদ্যা-সাগর মহাশয় ইঁহাদের অগ্রণী ১৮৪৯ খৃষ্টাব্দে Drink Water Bethune কলিকাতায় বেথুন স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন এখন ভারতবর্ষে বালিকাদের জন্য গবর্ণমেণ্টের অধীন কলেজ ১০, ছাত্রী ২৭৯, হাইস্কুল ১৩৫, ছাত্রী ১৬৮৮৪ প্রাইমেরী স্কুল ১২৮৮৬, ছাত্রী ৭৮৫৫১১, পশ্চিম বঙ্গে কলেজ ৩, ছাত্রী ৮১, হাইস্কুল ৯, ছাত্রী ২৪২৩, প্রাইমেরী স্কুল ৩১২৪, ছাত্রী ১৫৮৬১৬ পূর্ব্ববঙ্গ ও আসামে হাইস্কুল ৩, ছাত্রী ৪৭৯, মধ্য ইং বাং স্কুল ১৮, ছাত্রী ১৬৫৫ ; প্রাইমেরী স্কুল ৪৫২৭,

ছাত্রী ৯৮৮৮০। উচ্চশ্রেণীর বিদ্যালয়ে বর্ত্তমান সময়ে বঙ্গ দেশে স্ত্রীশিক্ষা ত্রিধারায় প্রবাহিত হইতেছে (১) বিশ্ববিদ্যালয় কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত শিক্ষা বেথুন স্কুল কলেজ, ব্রাহ্ম বালিকা বিদ্যালয়, লরেটো, ইত্যাদি ও গবর্ণমেণ্ট প্রবর্ত্তিত নিম্নশ্রেণীর বিদ্যালয় (২) হিন্দু সমাজ কর্ত্তৃক প্রদত্ত শিক্ষা মহাকালী পাঠশালা (৩) অন্তঃপুর স্ত্রীশিক্ষা এই তিন প্রবাহই আপন আপন লক্ষ্যের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া ভিন্ন ভিন্ন প্রণালীতে পরিচালিত হইতেছে। এই তিন স্থলেই স্ত্রীজাতির মানসিক শিক্ষার মূলনীতি স্বীকার্য্য।

আধুনিক শিক্ষা সংহিতাকার Sir Joshua Fitch স্ত্রী পুরুষের মানসিক বৃত্তির সাম্য স্বীকার করিয়াও ভূয়ঃ ভূয়ঃ বলিতেছেন "To charm and beautify the home is accepted by her as the chief—one might say the professional duty which she feels to be most appropriate, hence the greater importance in her case of her artistic training" স্বাস্থ্য-সংহিতাকার Dr. Clement Dukes M. D. বলিতেছেন "She is Home maker, Never forgetting the female constitution the education of girls should not be carried out at the expense of motherhood" To charm এই কথার অগ্রধ্বনি অতি পুরাকালে চণ্ডীতে উচ্চারিত হইয়াছিল—"ভার্য্যাং মনোরমাং দেহি মনোবৃত্তানুসারিণীং"

এদেশে ছাত্র ছাত্রীতে মানসিক শিক্ষার সাম্য বিহিত হইয়াছে কিন্তু স্ত্রী পুরুষের প্রকৃতি এবং কর্ম্মক্ষেত্র ভেদে শিক্ষার স্বাতন্ত্র্যের প্রয়োজন বিশ্ববিদ্যালয়ের কতকগুলি বিষয়ে বালক বালিকার পাঠ্যে বিভিন্নতা দেখিতে পাওয়া যায় বটে কিন্তু উহা পর্য্যাপ্ত নহে যে প্রকৃতির মানসিক শিক্ষার পেষণে বালকদিগকে পিষ্ট করা হইতেছে, সে প্রকৃতির শিক্ষা

স্ত্রীজাতির পক্ষে শুভ নহে Miss Fawcett এবং Madam Currieর উচ্চ প্রতিভার জন্য উচ্চ ব্যবস্থা থাকিবে কিন্তু সাধারণতঃ বালক বালিকার অধীত বিষয়ের পার্থক্যের সীমা রেখা আরো স্থূল হওয়া উচিত চিত্র, সঙ্গীত, গৃহিণীপণা, সীবন, স্ত্রীজাতির উপাধি পরীক্ষার অঙ্গীভূত করা কর্তব্য উপাধিগুলিও স্ত্রীজাতির উপযোগী হইলে সঙ্গত হয়

হৃদয় বৃত্তির অনুশীলন জন্য স্ত্রীশিক্ষার নিয়মাবলী প্রবর্তন সহজ নহে উচ্চ শ্রেণীর বিদ্যালয়ের সঙ্গে এখন বোর্ডিং অপরিহার্য্য বোর্ডিং পরিচালনায় মাতৃভাব অধিক না থাকিলে বালিকাদের হৃদয় বৃত্তি কঠিন হইয়া পড়িবে, তৎ বিষয়ে কোন সংশয় নাই ভাই ভগ্নির স্নেহের দূরতা, আফ্রিকার সাহারা স্মরণ করাইয়া দেয় অনেক পিতা মাতা অতি শিশুবালিকাদিগকে বোর্ডিংএ পাঠাইয়া থাকেন তাঁহাদের বুঝা উচিত, তাহারা পিতা মাতা হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া যে দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করে উহাতে শিক্ষার সমস্ত সুফল ফুৎকারে উড়িয়া যায়

বিদ্যালয়ে ক্ষুধিত আত্মার অন্ন মিলে না ইহা সকলেরই অতিশয় ক্ষোভের বিষয় হইয়াছে বালকগণের ধর্ম্মহীন শিক্ষার ফল শুভ হয় নাই। বালিকাদিগকে সাধ করিয়া ধর্ম্মহীন শিক্ষার পথে অগ্রসর করিয়া দিলে সমাজের কখনই কল্যাণ হইতে পারে না ওদিকে হিন্দু, মুসলমান, ব্রাহ্ম ও খৃষ্টান বালিকাগণ যখন একই বিদ্যালয়ে পাঠ করে তখন ধর্ম্ম শিক্ষার ব্যবস্থা এক জটিল সমস্যা বিশেষ সমস্যা হইলেও উহার সমাধান আবশ্যক পুস্তকস্থ বিদ্যায় অধিক ফল পাইবার সম্ভবনা নাই শিক্ষয়িত্রীদিগের পবিত্র ধর্ম্মজীবন দেখিয়া বালিকাগণ আপন আপন ধর্ম্মজীবন গঠন করিতে পারে এস্থলেও বয়স্কা মাতৃ স্থানীয়া প্রবীণা এবং নিষ্ঠাবতী শিক্ষয়িত্রীর প্রয়োজন অধিক মহাকালী পাঠশালায় পূজা আহ্নিক প্রভৃতির ব্যবস্থা দেখা যাইতেছে কিন্তু উহা কৃত্রিমতার প্রশ্রয় দিয়া

তাহাদের কোমল মনে অবিশ্বাসের বীজ বপন করে। গৃহে পিতা মাতা ভাই ভগিনীর ধর্মে নিষ্ঠাবান নিষ্ঠাবতী না দেখিলে বিদ্যালয়ে উহার অভিনয় সুফল প্রসব করিতে পারে না। সুশিক্ষিত পরিবারের চিত্র লইলে দেখা যাইবে, অধিকাংশ স্থলে পূজা অর্চনার অভ্যাস ক্রমেই লুপ্ত হইয়া যাইতেছে।

সর্ব্বাগ্রে শরীরের প্রসঙ্গ উত্থাপন করা উচিত ছিল। কাঠামো সুদৃঢ় না হইলে প্রতিমা তিষ্ঠিবে কাহার উপর? কিন্তু ব্যায়ামের অভাবে বালিকাদের শরীর সবল ও সুগঠিত হইতেছে না। সংসার-যাত্রায় পূর্ব্ব প্রচলিত ব্যায়ামে বালিকাদের আর অভ্যস্ত হইবার তেমন সুযোগ নাই। নূতন নূতন বিলাতি ব্যায়াম অতি উৎকট এবং অনেক স্থলে স্ত্রী জাতির অনুপযোগী। এক দিকে পাঠ্য পুস্তকের পেষণে শরীর দুর্ব্বল, অপর দিকে রমণী জনোচিত ব্যায়ামের অভাবে শিরোরোগ, চক্ষু রোগ, অজীর্ণ ও অম্বল বালিকাদের নিত্য সম্বল। আমরা বিলাতী উৎকট ব্যায়ামের পক্ষপাতী হইতে পারি না। যে ব্যায়াম শীলতার অঙ্গে প্রচণ্ড আঘাত করে উহা ভারত মহিলার মহা বৈরী। Dr Dukes বলিতেছেন "up to the age of puberty the same exercise should be common to both sexes, while after that age the games of girls should gradually merge into exercise of quieter character." কেহই গৃহে গৃহে বাজিকরী ভানুমতি দেখিতে চাহে না। পরিতাপের বিষয়, অনেক অভিভাবক স্ত্রী জাতিকে পুরুষ করিয়া তুলিতে ইচ্ছুক। এক জন পিতা তাঁহার কন্যাকে এক বালিকাবিদ্যালয়ে প্রেরণ করেন। তিনি শুনিয়া ছিলেন—ঐ বালিকাবিদ্যালয়ে manliness শিক্ষা দেওয়া হয়। এই সংবাদ ঐ বিদ্যালয়ে তাঁহার কন্যা সংস্থাপনের প্রধান আকর্ষণ হইয়াছিল। কন্যা অবলা থাকিবেন না সত্য, কিন্তু তাই

বলিয়া তিনি পুরুষচ্ছন্দানুবর্ত্তিনী পবলা হইবেন না তিনি সবলা হইবেন, সরলা হইবেন সুশীলা হইবেন Lamartine বলেন Nature has said to man Be a man and to woman Be a woman and you will become the Divinity of Life.

বালিকাদের শিক্ষার সময় পূর্ব্বাহ্ন হওয়া আবশ্যক শীত প্রধান ইংলণ্ডেও ইহাই ব্যবস্থা গ্রীষ্ম প্রধান ভারতে এই ব্যবস্থার সমধিক প্রয়োজন এদেশের মাধ্যাহ্নিক মানসিক শ্রম মারাত্মক উহাতে শরীরের যে ঘোরতর পরিবর্ত্তন ঘটে, অবসর দিন, এবং অধ্যয়ন দিনের শরীর ধাতুর তারতম্য পরীক্ষা করিলে সকলেই তাহা বুঝিতে পারিবেন সময় সময় যুবতী ছাত্রিগণের অধ্যয়নে বিরতি একান্ত আবশ্যক , বহু ছাত্রীর জীবনে তাহা রক্ষিত হয় না বলিয়া অনেক মাতাকে আক্ষেপ করিতে শুনা গিয়াছে Dr Dukes বলিতেছেন School mistresses must not fail to recognise the difference of constitution between the boy and girl Constant application to work from day to day, from week to week, from month to month, should never be enforced on girls ; nor should they be allowed to make this efforts. Periodical cessasation and rest should be both encouraged and enforced তিনি উপসংহারে বলিয়াছেন বালিকাদিগকে তাহাদের উপযোগী শিক্ষা দিলে the aping of men would disappear in a more dignified respect for the qualities of their own sex. Dr Dukes স্ত্রীলোকের পুরুষ-ভঙ্গিমা সমর্থন করেন না

এখানে আহার সম্বন্ধে কিছু বলা আবশ্যক ভাব ও চিন্তা মনের

খাদ্য সৎপুস্তক অধ্যয়নে ভাব ও চিন্তা সৎ, অসৎপুস্তক অধ্যয়নে অসৎ হইয়া থাকে আমরা যাহা আহার করি তাহার দোষ গুণ অনুসারে আমাদের শরীর নষ্ট বা পুষ্ট হয় এক বিন্দু ঔষধ দ্বারা শরীর ও মনের পরিবর্ত্তন করা যাইতে পারে আহার ভেষজ ঔষধ তুল্য আহার সাত্বিক না হইলে সংযম থাকে না। অসংযমে শরীর ও মন উভয়েরই অপকার সর্ব্বাবস্থায় স্ত্রীলোকের সাত্বিক আহার প্রয়োজন। অধ্যয়ন কালে একান্ত আবশ্যক।

শিক্ষার বর্ত্তমান গতি এই পরিণতি সুমাতা হইবার উদ্দেশ্যে পরিসমাপ্ত হওয়া উচিত কুমারী-জীবন কাহারও কাহারও পক্ষে বাঞ্ছনীয় হইতে পারে কিন্তু উহা নিয়ম নহে, ব্যতিক্রম ভগ্নী Dora যিনি মনস্বিনীর মনস্বিনী এবং পুরুষ অপেক্ষাও প্রকৃতিতে পুরুষ, তিনি বলিয়া গিয়াছেন Home was the true sphere o' women If I had to begin life over again I would marry, because a woman ought to live with a man and be in subjection পুরুষসমাজে সন্ন্যাসী আছেন ভারতে সন্ন্যাসীর সংখ্যা ৪০ লক্ষ। বৌদ্ধ সঙ্ঘে থেরিগণ ছিলেন। রোমানক্যাথলিক সমাজে বহু Nuns ছিলেন এবং আছেন পাশ্চাত্য পৌরাণিক যুগে ছিন্ন দক্ষিণ স্তনী Amazon সকল ছিলেন Beautiful maid of Odin—Valkarya সকল ছিলেন উহা সংসার ধর্ম্মের বাহিরের কথা

উচ্চ শিক্ষার পরীক্ষা বি. এ এম. এ উচ্চ উপাধি বটে কিন্তু মহিলাগণের সংসার যাত্রায় যথার্থ পরীক্ষা ১ ২ ৩ ৪।৫।৬ ৭।৮ ৯ ১০।১১।১২ * প্রকরণে পূর্ব্বে লিখিত হইয়াছে।

---

* বঙ্গ মহিলার উচ্চ শিক্ষা প্রস্তাব (২) দ্রষ্টব্য

১৩ সর্ব্বোচ্চ পরীক্ষা সুমাতায়। প্রাপ্ত বয়স্কা কুমারীগণ আপ্ত ইচ্ছায় পতি গ্রহণ করেন প্রধান পরীক্ষা যৌন নির্ব্বাচনে এখানে একথাও স্মরণ করাইয়া দেওয়া আবশ্যক Love before marriage is a problem but love after marriage is a theorem The former is a question, the latter a solution and the former a contingency, the latter a probability, nay, a surety যৌন নির্ব্বাচনে বিলাস ব্যসনে, সান্ধ্য সমিতি বা ভজনালয়ে স্বামী সংগ্রহ জন্য জাল বিস্তারের ব্যবসায় সর্ব্বথা বর্জ্জনীয় প্রেমে একাগ্রতা এবং একনিষ্ঠা চিত্তের শুদ্ধি এবং শান্তি বিধান করে সুখ উদ্দেশ্য হইবে না। উদ্দেশ্য হইবে—সমাজের শান্তি, পরিবার এবং আপনার স্বস্তি ও শুদ্ধি। সুখ এই ত্রিবর্গের অবশ্যম্ভাবী সুফল এই শান্তি, স্বস্তি এবং শুদ্ধিকে আশ্রয় করিয়া যে সন্তানের জন্ম হয় সেই সন্তান পৃথিবীর ভূষণ এবং সমাজের সুদৃঢ় স্তম্ভ যে যুবতী এই পরীক্ষায় উত্তীর্ণা হন নাই তাঁহার উচ্চ শিক্ষা ব্যর্থ হইয়াছে। একনিষ্ঠ প্রেমের সাধনায় আনুগত্য আবশ্যক। নমনীয়তা ব্যতীত বন্ধন সম্ভবে না। দাসিত্বের কথা বলিতেছি না স্বাতন্ত্র্য, দাম্পত্য প্রেমের পরিপন্থী কমনীয়তা ব্যতীত কামিনী হয় না "যা সৌন্দর্য্যা গুণান্বিতা পতিব্রতা সা কামিনী কামিনী" বর্ত্তমান সময়ে মনুর আর তেমন মান নাই মহর্ষি Paul এর কথা অবশ্য প্রতিপাল্য হইতে পারে। এবিষয়ে বাইবেলে উল্লিখিত মহর্ষি পলের পত্রের প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে বলিতেছি।

যৌন নির্ব্বাচনে এবং সুমাতার স্ত্রীশিক্ষা সার্থক হইতেছে কিনা তাহা পরীক্ষা করিবার সময় এখনও উপস্থিত হয় নাই ত্রিশ পঁয়ত্রিশটী বঙ্গ মহিলা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধির অধিকারিণী হইয়াছেন। গৃহে গৃহে বহু রমণী উচ্চশিক্ষা লাভ করিয়াছেন ইঁহাদের মধ্যে অনেকে এখনও

কুমারী যাঁহারা বিবাহিতা তাঁহাদের সন্তানগণ দেহ, মন, হৃদয় ও আত্মার উৎকর্ষে কি আদর্শ স্থাপন করেন, তদ্বারা উচ্চশিক্ষার সার্থকতা প্রমাণিত হইবে এখন হইতে শাদিবে তৎ সংগ্রহ করা কর্ত্তব্য কুমার সম্ভবে "অথভিতং পেম লভস্ব পুত্রাঃ', "তথাবিধ প্রেম পতিশ্চ তাদৃশঃ"—সুমাতা এবং দেব সেনাপতি জন্মের ইহাই অব্যর্থ ইতিহাস সৌরভ, আশ্বিন ১৩২০

টেনিসনের তুলিকায় রমণীর কার্য্যক্ষেত্র।

বিলাতে সাফ্রেজেটদের তাণ্ডব অভিযান লক্ষ্য করিয়া ভারতের সামাজিক শান্তি-রক্ষকগণ অতিশয় শঙ্কিত হইয়া পড়িয়াছেন প্রতীচ্যে যে তরঙ্গ উঠিয়াছে প্রাচ্যে তাহার প্রতিঘাত হইতেছে। এই অনুকরণ প্রিয়তার পথে নানা কারণে এদেশে বহু আবর্জ্জনা সঞ্চিত হইয়াছে রমণীর কার্য্যক্ষেত্র কি, ইহা স্পষ্টরূপে প্রকটিত না করিলে স্বস্তিকামী ভারতবাসীর গৃহ সংসার অশান্তিতে পূর্ণ হইবার বিশেষ সম্ভবনা

ইংলণ্ডে স্ত্রীজাতির রাজনৈতিক অধিকার সম্বন্ধে পার্লিয়ামেণ্টে সভ্যগণ এখনও একমত হইতে পারেন নাই সভায় উপস্থিত বিলের পক্ষে এক দিকে ২১৯ জন এবং অপর দিকে ২৬৬ জন আর ৪৮ জন সভ্যকে মহিলাদিগের হস্তগত করিবার দিন বহু দূরবর্ত্তী নহে। মত সামর্থ্যে এরূপ গুরুতর বিষয়ের সিদ্ধান্ত সমীচীন কিনা ভাবিবার বিষয় প্রধান মন্ত্রী মিঃ এস্কুয়িথ, ইংলণ্ডের রমণী সমাজ এরূপ বিধান চাহেন কিনা তৎ বিষয়ে সন্দেহ করিয়াছেন

আমরা রাজনীতির জটিলব্যূহে প্রবেশ করিতে ইচ্ছা করি না রমণীর কার্য্যক্ষেত্র সম্বন্ধে ভারতের এবং ইংলণ্ডের প্রাণের কথা কি, আমরা সংক্ষেপে তাহারই আলোচনা করিব বঙ্কিমচন্দ্র 'নবীনা ও প্রাচীনা' এবং "তিন রকমে" বহু কথা বুঝাইয়া গিয়াছেন। আদর্শ মাতা হইবার জন্য নারীর সৃষ্টি স্কুল, কলেজ, সভা সমিতি এবং গৃহ পরিবারের শিক্ষা এই দিকে লক্ষ্য না রাখিয়া চলিলে নারী সমাজে বহু বিপত্তির আশঙ্কা আছে। ভারতবর্ষের চিরদিনই এই লক্ষ্য

রাম ও সীতা উপবিষ্ট অষ্টাবক্র মুনি উপস্থিত মুনি গর্ভবতী সীতাকে আশীর্ব্বাদ করিলেন "কেবলম্ বীরপ্রসবা ভূয়াঃ।" কালিদাস উমাকে তাঁহার শৈশব হইতে যৌবনে, যৌবন হইতে পতি লাভার্থ তপস্যায় এবং তৎপর পরিণয়ে কুমারসম্ভবের দিকেই লইয়া গিয়াছেন কবি বিধাতার মুখে উমাপরিণয় কালে এই আশীর্ব্বাদ ধ্বনিত করিয়াছেন : "কল্যাণি! বীরপ্রসবা ভবেতি" কেবল কবির কথা নহে, ভারতীয় সংহিতাকরগণও এই উদ্দেশ্যই বিধিবদ্ধ করিয়াছেন ইংলণ্ডের মূল বিধান ইহার পরিপন্থী নহে কবি টেনিসন্ তাঁহার "প্রিন্‌সেস" কবিতায় রমণীর কার্য্যক্ষেত্র সম্বন্ধে একটী কৃষকের মুখে বলিতেছেন :—

"Come down, O maid, from yonder mountain height:
What pleasure lives in height (the shepherd sang)
In height and cold, the splendour of the hills?
And come, for Love is of the valley, come thou down
And find him; thousand wreathes of dangling waters smoke
That like a broken purpose waste in air

So waste not thou, but come, for all the vales
Await thee, azure pillars of the hearth
Arise to thee; the children call and I

টেনিসনের কৃষক নারীকে পর্ব্বতের উচ্চচূড়া হইতে নিম্ন উপত্যকায় গৃহস্থালী এবং সন্তান সন্ততির মধ্যে নামিবার জন্য আহ্বান করিতেছেন মূলতঃ ভবভূতি, কালিদাস এবং কবি টেনিসন একমত পুরুষ পর্ব্বত, নারী নদী পর্ব্বত উচ্চগ, নারী নিম্নগা 'উচ্চগ' এবং নিম্নগা' এতদুভয়ের মহিমায় বিশেষ কোন প্রভেদ নাই জ্ঞান এবং ভক্তি উভয়েরই তুল্য মূল্য বরং ভক্তির মহিমাই অধিক নদী, অকূল অগাধ রত্নাকরে লয় প্রাপ্ত হয়—সাগর কত গভীর! উল্টাইয়া ধরিলে সাগরের গভীরতাই উচ্চতা নারীর স্নেহ মায়া মমতার উচ্চতা কে পরিমাপ করিতে পারে? কার্য্যক্ষেত্র সম্বন্ধে পুরুষ এবং রমণীর দ্বন্দ্ব যুদ্ধের কি কারণ আছে? ইংলণ্ড এবং ভারতবর্ষের নারী জাতি সম্বন্ধে উভয়ের প্রাণগত উদ্দেশ্য সম্মুখে লইয়া অগ্রসর হইলে কোন দেশেই সংসার পরিবারে কোন রূপ অশান্তির কারণ থাকে না এবং নারী জাতির কার্য্যক্ষেত্রও স্পষ্ট রূপে অঙ্কিত করিয়া দেওয়া যাইতে পারে।

সৌরভ আষাঢ়, ১৩২০

প্রকৃতির অভিযান।

(এক অঙ্ক নাটিকা)

বৈঠক, কলিকাতা, আফিসের চৌরাস্তা, ৪৯নং বাটী।

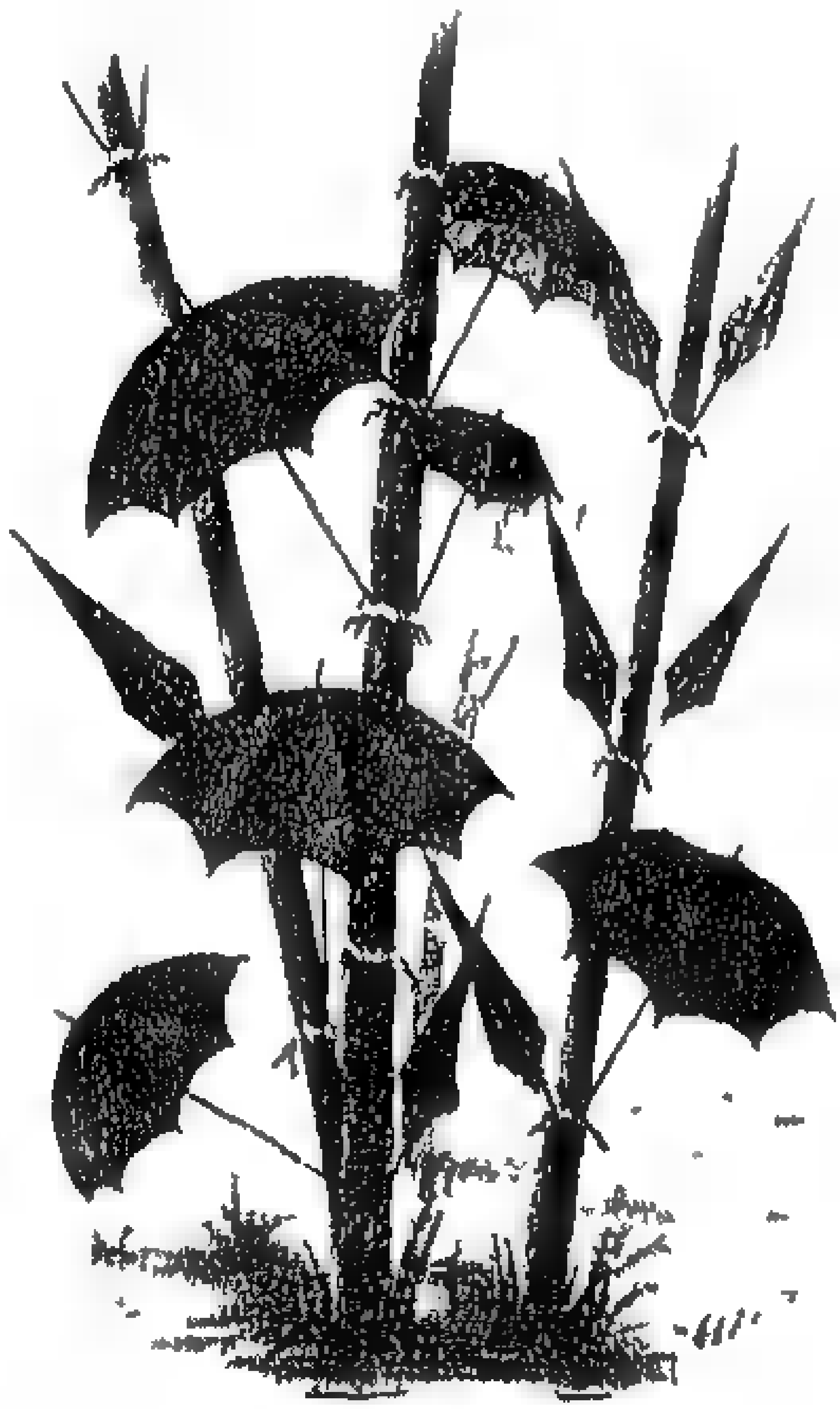
উপস্থিত—বাবু রমেশচন্দ্র দাস ছাতাওয়ালা বিষ্টুপ লেব এজেন্ট
" মোহিনীমোহন ঘোষ দোয়াত কলম বিক্রেতা
" বিধুশেখর দত্ত—?টাবী কোম্পানীর এজেন্ট
" হরকুমার পাল—ঘোষ বোস কোংর ম্যানেজার।
" শ্যামলাল মিত্র—সংস্থ ব্যবসায়ী
" মধুসূদন বাড়ুয্যে—টেনারী কোংর ডাইরেক্টার।

অধ্যাপক সুরেন্দ্রনাথ ভড় এম এ সাহিত্যিক ও অন্যান্য বন্ধুগণ।

১নং বন্ধু ম'শায়, ছেলেবেলা "The wonders of the world" বইতে পড়েছিলুম গাছের মূলটা ঠিক্ মানুষের মত হয়ে আছে তা আমাদের বিশ্বামিত্র নারকেল্ গাছে মানুষ ধরা'তে চেষ্টা করেছিলেন।' দেখ্‌ছেন্ না, ঐ হুঁকোর খোলটা—কেমন মাথা, কেমন চোখ, মানুষ হয়ে ছিল আর কি? (পকেট হইতে ম্যাচ বাহির করিয়া, ফস্ করিয়া জ্বালাইয়া, মুখে লাগানো চুরীর মত চুরট ফুস্ করিয়া ধরাইয়া, সভঙ্গী) এমনি করে সেই মানষটাতে প্রাণটা চরাইয়া দিলে আর কোন আপত্ত ঠ'কতো না (মুখ হইতে চুরট না'ম'ইয়') কিন্তু এখন

২নং বন্ধু। তা বই কি? মাটির তলে মানুষ জন্মালে, গাছের আগায় মানুষ ধল্লে, গিন্নিরা সব বেঁচে যেতেন। কেবল বাইব্রোণা, ছেনাটোজন, বাধকারিষ্ট, অশোকারিষ্ট, আর ধনেশ পাখীর তেল ডাক্তার কবিরাজ-গুলোর লম্বা চৌড়া বিল হ'তে বাঁচা যেত

৩নং পড়েন নি, জর্ম্মাণ পণ্ডিত হের উইড্ম্যান ঠিক্ মানুষ তৈরি করেছেন ঠিক চলে, ঠিক বলে চাউনি টাউনি জ্যান্ত মানুষের মত প্রাণটা দিতে পার্লেই বিশ্বামিত্রের উপর টেক্কা হবতণ কাহিতণের কথা বল্‌ছিনে ম'শায়, পণ্ডিত স্বয়ং সৃষ্টিকর্ত্তা বিধাতাপুরুষ আর কি



Sunshadia Elegans

রমেশ বাবু মরুক্‌গে তোমার বিধাতা আর বিশ্বামিত্র ছাতার দোকানে দেখছি ঘিব বাতি জ্বালাতে হবে (পকেট হইতে একখানা ছবি বাহির করিয়া) এই দেখুন না প্রকৃতি গাছে ছাতা ধরাতে সুরু

করেছেন . তেমি ডাঁট, তেমি বাঁট, বিবিয়ানা, বাবুয়ানা—সব রকমের। বিলাতি কাগজে নামও বেরিয়ে গেছে ছাতা গাছের বীজ চীন থেকে জাপানে গেছে, এখন জাহাজ বোঝাই হয়ে আমেরিকান বীজ বিক্রেতা সুটনের মারফৎ ভারতে এসে পড়লো আর কি ?

সুরেন্ বাবু ওহো, বীজের কথা তুলে ফেল্লেন . ফরাসী ঔপন্যাসিক - Dumas তার Black Tulipএ কি আশ্চর্য্য তিনি বীজের কথা বলে গেছেন নায়ক Cornelius Von Baerleর কি অসাধারণ অধ্যবসায় । কি প্রাণান্ত পরীক্ষা নায়িকা Rosaর কি অপূর্ব্ব প্রেম কালো টিউ লিপের বীজ আবিষ্কার করে লাখ্ টাকা পুরস্কার, সঙ্গে স্ত্রী রত্ন রোজাকে পত্নীলাভ

রমেশ বাবু রেখে দিন আপনার ডুমা আর টুলিপের বীজ . ছাতার বীজ এসে যে আমার অন মারতে বসবে সে কথার কি ?

সুরেন্ বাবু ছাতা না থাক্‌লে কি মাথা থাক্‌তো না ? সতের শতাব্দী পর্য্যন্ত যে সভ্য ফরাসীদের ছাতা ছিল না, তাতেও তো সে দেশে ঢের মাথাওয়ালা লোক দেখা গেছে গাছে ছাতা ধর্‌ছে—সেতো বেশ্। গরীবের কড়ি বেঁচে যাবে তোমাদের অনেকে, বিদেশী জিনিষে মার্কা মেরে স্বদেশী করেছ, প্রকৃতি তা সইবে কেন ? অভিমান তো কর্‌বেই

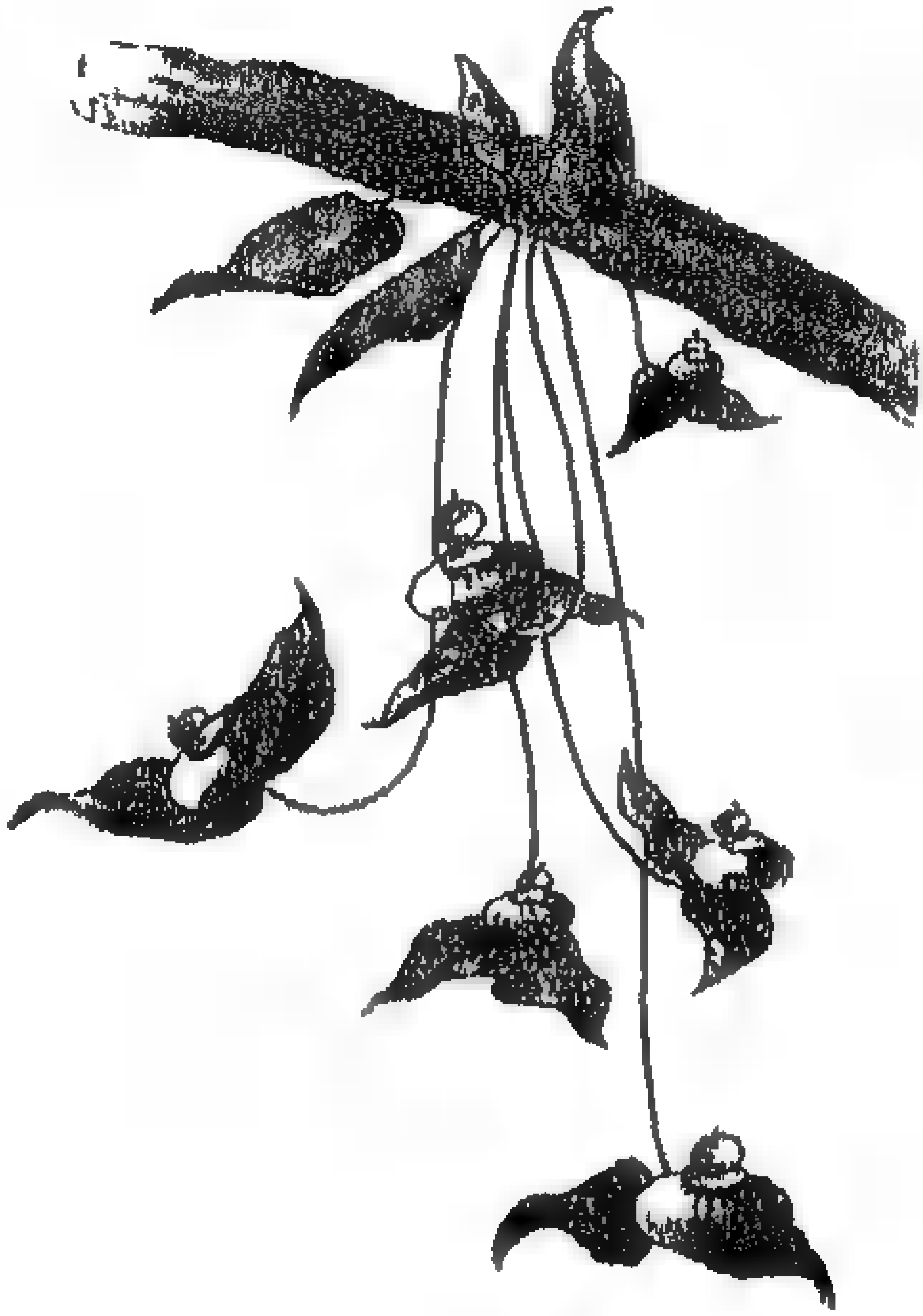
১নং বন্ধু এক ■ বার অভিযান

২নং বন্ধু দু' শ বার

৩নং বন্ধু। তিন শ বার আমি এক কৌটা ব্রঙ্কো কিনেছিলুম, স্বদেশী জল লেগে তলার কাগজের মার্কা উঠে গেল দেখি লেখা—Berlin made শিল মারা স্বদেশী ঢের দেখেছি

মোহিনী বাবু। তা ছাতা না হলেও চল্‌তে পারে আমি ম'শায়

একটা দোয়াত কলমের ছোট্ট দোকান করে খাচ্ছি ঐ কলেজ স্কোয়ারের মোড়ে, প্রকৃতি দেবী আমার পেছনেও লেগেছেন এই দেখুন

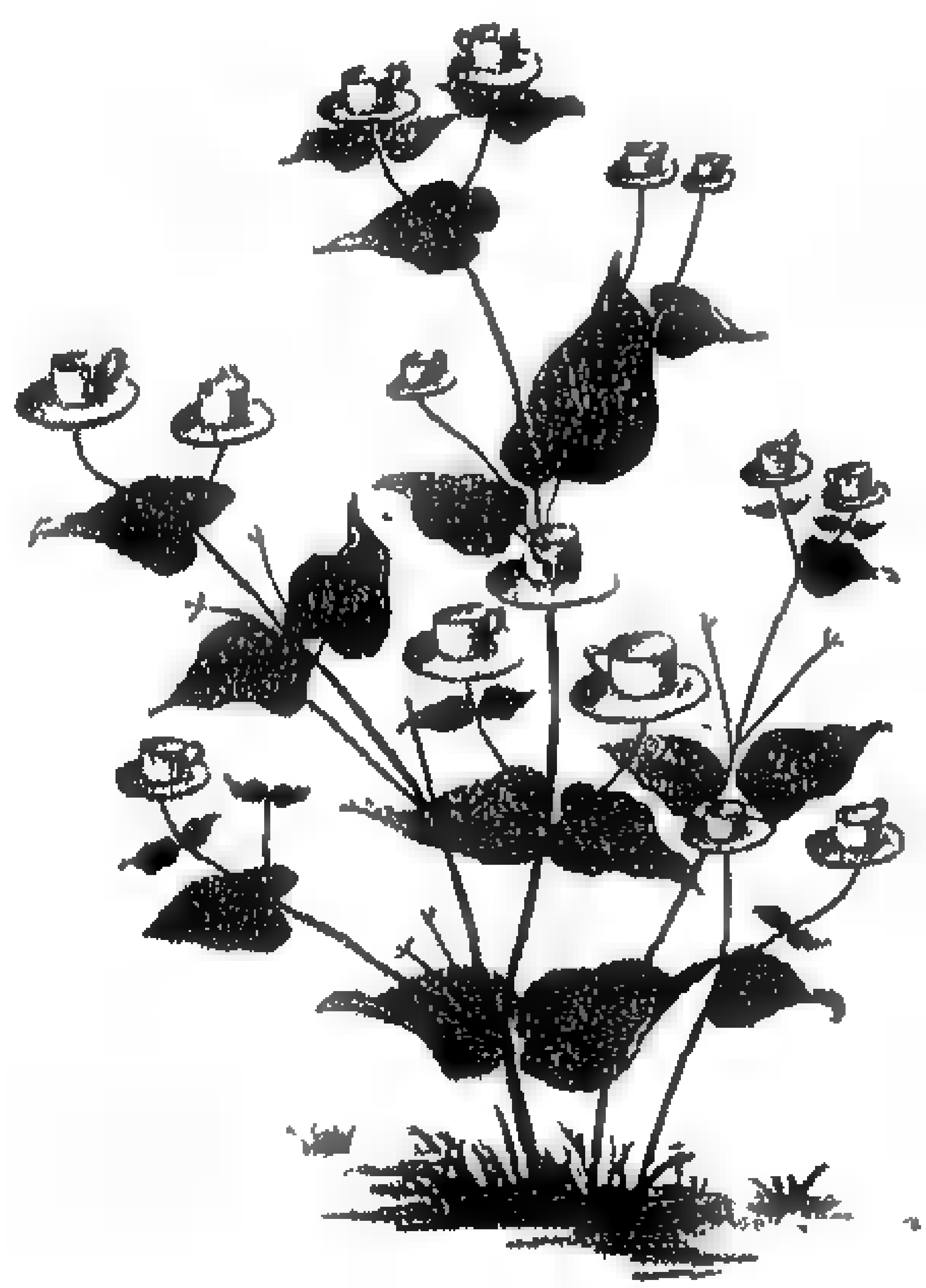


Inkbottleya Scribens

১নং বন্ধু দেখি, দেখি Inkbottleya Scribens—এ যে দিব্বি দোয়াত গাছে ফলেছে ছেলেদের খুব জুত গাছে চড়বে, ফল খাবে, দোয়াত পাড়বে শেষে বিদ্যের সরঞ্জামগুলিও যে গাছে ধরতে আরম্ভ হলো দেখ্‌ছি। এখন যদি—এম. এ. বি. এ. গুলিও গাছে ফলে, তা'হলে ইউনিভার্সিটীর আপদটাকেও তুলে দেওয়া যেতে পারে

বিধু বাবু। (মাথায় হাত দিয়া) হায়; হায়. পৃথিবী আর টেকে না টেকে না দেশে দিন দিন চা'র কাট্‌তি বাড়্‌ছে, তার সঙ্গে সঙ্গে চাতালের সংখ্যা বেড়ে যাচ্ছে হ্যারিসনরোড, মুরগীহাটা, স্ট্রাণ্ডরোড্, চুনোগলি বড়রাস্তা, ছোটরাস্তা, অলি গলিতে দোকানের পর দোকান, আমাদের চা'র পেয়ালা খুব কাট্‌ছিল Cups-and Saucen Frag lis প্রকৃতির মাথা আর মুণ্ড

২নং বন্ধু এ যে দিব্বি চার পেয়ালা দেখ্‌ছি এখন প্রকৃতি সুন্দরী



Cups and-Saucen Frag lis

গাছে যদি এক স্লাইচ কটা ও মাখন ধরাতে পারেন, তা'হলে ভারি মজা হতো পাড়—আর- খাও

সুরেন্ বাবু তা শুনেন্ নি? ডেবিকো দেশে একরকম গাছ জন্মেছে কারি—কোর্মা, কাট্‌লেট—মটন চপের আর ভাবনা কি? উইলসেনের হোটেল একদম্ বন্ধ

৩নং বন্ধু এ নিশ্চয়ই নিরামিষ সব জাতেই খেতে পারে- অথচ জাত যাবে না

সুরেন্ বাবু আজ বৈঠকটা তোমরা বড বে মজার করে ফেলো। কেবল অন্ন আর অন্ন, প্রাণ আর প্রাণ; আমি ভাই একটা গান গাইবো ফুলেরা গাইছেন। (ফরাসী সুরে গান আরম্ভ)

C est q e le ciel est notre patrie,
Notre veritable patrie puisque de lui,
Puisqu a lui retourne notre ame,
Notre ame c est-a dire notre parfum *

বিধু বাবু তুমি তো ভারি মজার লোক হে? আমাদের প্রাণ যায়, আর তুমি গান গাচ্ছ

সুরেন্ বাবু কেন? কবিই বলেছেন:—

"জন্মি যেন গান মহাদেশে, শ্বাসি যেন গানের বাতাসে,
বাঁচি যেন গান খেয়ে খেয়ে।"

হরকুমার বাবু রেখে দাও তোমার গান আর টান- তা আবার ফরাসী। আমি ম'শায় সবে সেদিন বিলাতে পঁচিশ হাজার মনি-ব্যাগের

* স্বর্গ মোদের পিতৃ ভূমি, সৌরভ মোদের প্রাণ
স্বর্গ হতে সৌরভ আসে, স্বর্গে অন্তে স্থান

অর্ডার দিইছি। এই দেখুন—প্রকৃতি আমার বিরুদ্ধেও অভিযান করেছেন Purs flora mammona



Pursiflora Mammona

সুরেন্ বাবু অভিযান কল্লেই বা, মনির জন্যইত মনিব্যাগ টাকা, পয়সা, গিনি—প্রকৃতি যদি গাছে ধরিয়ে দিতে পারেন Three cheers for our benevolent Nature. যৌথ কারবার তা আসামেই কর, আর আফ্রিকায়ই কর—খেজালত চের সাব সিসিল রোড্স্ বহু কষ্টে ঢের টাকা করে গেছেন এডাম স্মিথ এরি উপরে তাঁর "Wealth of Nation' লিখেছেন —Money is sweeter

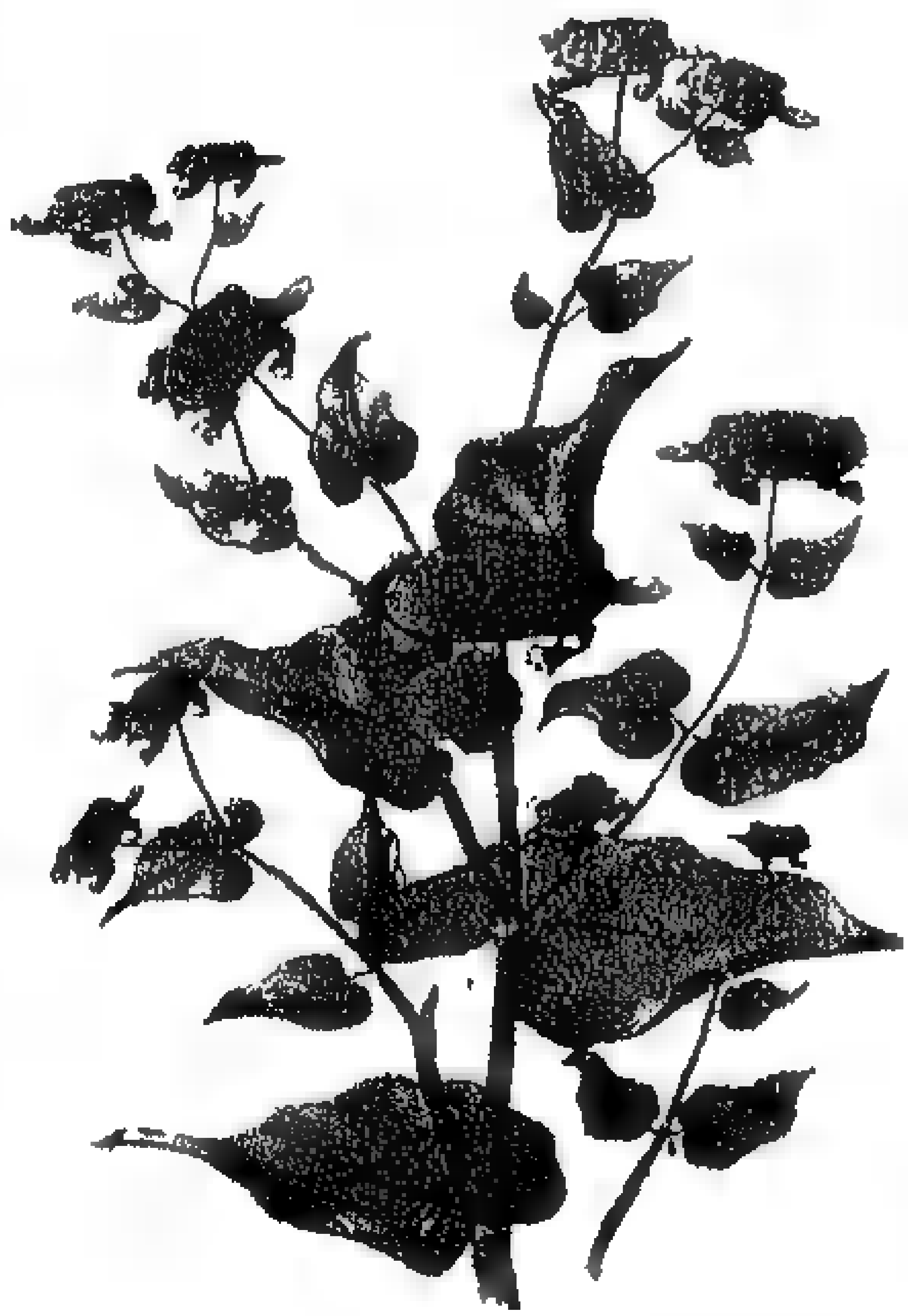
than honey পয়সার আকারে টাকার আকারে গিনির আকারে সোনাকার পদার্থগুলি আজকাল সার পদার্থ হয়ে উঠেছে। ধর্ম, অর্থ কাম, মোক্ষ—চতুর্বর্গ Mammon এ ইংরেজী নামটা বেশেষ সর্বনাশ করেছে বাইবেলে লিখেছে: "No man can serve God and Mammon at the same time"

২নং বন্ধু ভায়ার বিশ্বে এখন পেটেই থাক।

সুরেন্ বাবু তার আর ভাবনা কি? গুরু ও যখন সুরু করেছেন এখন ক্রমে রুটি হবে, মাখন হবে, মাংস তো হচ্ছেই, চুরোটও আর দরকার হবে না, মেয়েরা আয়াসে বসে চা রুটি খেতে খেতে দিব্যি নভেল পড়তে পারবেন

(গান) হাতা বেড়ী ফেলে দিবে
আমরা নাটক নভেল পড়বো
ওগো আমরা নাটক নভেল পড়বো পড়বে
বিনা সুতায় বিনা ফুলে
আজব মালা গড়বো,
ওগো আম্‌রা আজব মালা গড়বো গড়বে
আকাশ পানে চেয়ে
যার গান গেয়ে,
পাখীর মতন পাখা নেড়ে
মনের সাধে উড়বো
ওগো আম্‌রা মনের সাধে উড়বো উড়বো
তোমরা ভবের ঘানি টেনে মর,
আম্‌রা ভবের ঘোড়ায় চড়বো,
ওগো আম্‌রা ভাবের ঘোড়ায় চড়বো চড়বে

শ্যাম বাবু আমি মাছের ব্যবসায়টা ছেড়ে কাছিমের ব্যবসায় ধরে ছিলুম "কচ্ছপাঃ বাত নাশকাঃ"—দেশে বাত যে রকম বেড়ে যাচ্ছে বাড়ুয্যের বাত, চাটুযোর বাত, ঘোষ, মিত্তির বড় মানুষ হলেই বাত লাভ হবে বলেই কাছিম ধরে ছিলুম শেষটা প্রকৃতি তাতেও বাদ সাধলেন Plumbunnia কি জানি কি—



Plu nbun na Nutr tu sa

সুরেন্ বাবু। তোমাকে এক সময় কেঁকড়ার ব্যবসায়ও কর্ত্তে দেখেছি শশি জেলেনীর সাজার পর হ'তে তোমার পৃষ্ঠ ভঙ্গ তারপর মাছ—এখন কচ্ছপ—এর পর—বরাহ নৃসিংহ বামন তথ—মীনরূপ ধৃত

শরীরং জয় জগদীশ হবে। বিলাতে বাথ, চেল্‌সি, বোর্নবোর্ন প্রভৃতি স্থানে কাছিমের চেব ব্যবস্থা হয়ে থাকে। প্রকৃতি যদি ওদের ব্যবস্থায় মাটি করেন, তবে না হয় তোমারও মাটি হবে।

মধুসূদন বাবু। আমি এতক্ষণ চুপ করে ছিলুম। আমাদের টেনারি কিন্তু আগেই তুলে দিইছি। প্রকৃতির কোন তোয়াক্কা রাখে না। তবু এই দেখুন সাদা, কালো, কটা জোড়ায় জোড়ায় বুট ধরে আছে ময় বকলস্ Shoebootia Pedestrianus



Shoebootia Pedestrianus

সুরেন্ বাবু জুতোর কথা ঢের পড়া গেছে বঞ্জিৎ সিংকে যখন কহিনূরেব মূল্য জিজ্ঞেস্ কবা গেছিল, তখন রঞ্জিৎ বলেছিলেন "ইছকা কিম্মৎ পাঁচ জুতি " জুতো, গুঁতো ঢের দেখা গেছে ডিউক অব ওয়েলিংটনেব নামেও বিলাতে ঢেব জুতো বিক্রি হতো ববাবেব জুতোকে ঠিক ববারেব নয়—সেদেশে Galashers বল্‌তো কাদাব দিনে ওব খুব কাটৃতি মেয়েদের জন্য উহাকে শ্রীচবণকমলেshoe বলা যেতে পাবে

শ্যাম বাবু। শ্রীচরণকমলেshoe—দুঃখেব মধ্যে হাসালে দেখ্‌ছি।

মধু বাবু আমাব, ভায়া, কোন দুঃখু নেই টেনাবি যৌথ কাববার, তুলে দিয়েছি আবো তুলে দিয়েছি সেটা একটা মস্ত পুণ্যি

"ব্রাহ্মণাশ্চৈব গাবশ্চ কুলমেকং দ্বিধাকৃতং
একত্র মন্ত্রাস্তিষ্ঠন্তি হবিরন্যত্র তিষ্ঠতি "

গাভী হচ্ছেন দেবতা, চামারেরা চামড়াব লোভে আব গো হত্যা কর্‌বে না মহাপুণ্যি

সুবেন্ বাবু মধু ভায়া বাস্তবিকই মহা পুণ্যবান্ আমি বলি কি, তাঁকে সভাপতি করে টাউন হলে একটা বিবাট সভা আহ্বান কবা হউক এবং একটা ডিপুটেশন ফরম্ করে প্রকৃতি দেবীব কাছে ধন্যবাদ নিয়ে যাওয়া যাক্

২নং বন্ধু মধু বাবু বল্লেন, চামারেরা চামড়ার লোভে গরু মার্‌বে না, কাজেই জুতোও আর হবে না। আপনা হতে মর্‌বে যে সব গরু, তাদেব চামডা দিয়ে কি হবে ?

মধু বাবু (মাথা চুল্‌কাইতে চুল্‌কাইতে) তাইতো—তাইতো, তাতো ভাবিনি

সুরেন্ বাবু। ভাবেন নি? আমি তো বেশ্ ভেবেছি আমি বলছি কি—ঐ মরা গরুর চামড়া দিয়ে (জুতো প্রদর্শন) তৈরি করে, যারা পরের টাকায় পোদ্দারি করেন তাঁদের মাথায় রঙ্গিং সিংহের ব্যবস্থা পাঁচ পাঁচ (সঙ্গী জুতো প্রদর্শন)।

মধু বাবু কি? আমায় অপমান?

১নং বন্ধু। আপনার আবার একটা অপমান কি? গরীব দুঃখীর টাকা খেয়ে পেট মোটা করে বসেছেন—আপনার আবার অপ আপনার আবার—মান।

(মধুসূদন বাবু পা হতে জুতো খু'লে বন্ধুদের উপর আপনার উন্নত প্রকৃতির পরিচয় দিতে উদ্যত)

সকলে কচ্ছেন কি? কচ্ছেন কি? থামুন থামুন

৩নং বন্ধু *বিপদে মধুসূদন বিপদে মধুসূদন*

মধু অপমানের উপর অপমান (জুতো ছুঁড়িয়া মারা)

সকলে পাহারাওয়ালা। পাহারাওয়ালা।

একে আফিসের চৌরাস্তা, তাতে ৪৯নং বাড়ী, কোন পাহারাওয়ালা সাড়া দিল না। তখন সকলে জুতা হস্তে এক সঙ্গে অভিযান করিয়া মধুসূদনের উপর যথেচ্ছা প্রতিশোধ লইল।

(মধুসূদনের পতন ও মূর্চ্ছা সকলের স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান)

যবনিকা পতন

সৌরভ, মাঘ ১৩১৯ [চিত্র ইংরজী মাসিক পত্র হইতে গৃহীত

নবনী।

দুগ্ধের সার নবনী, জীবনের সার—স্নেহ, সুশীতল, সুকোমল এবং পুষ্টিকর (১)

যখন আমি মায়ের মুখের দিকে তাকাই তখন দেখি আমি মার সন্তান, যখন তাঁর শ্রীচরণের দিকে তাকাই তখন দেখি আমি তাঁর দাস। হে চিত্ত যদি দেবত্ব দাও, তবে মায়ের দাসত্ব কর (২)

হে আমার দুঃখের অশ্রুকণা আমি তোমার নিকট কত ঋণী, আমি তোমাতে আনন্দময়ীর প্রসন্ন মুখশ্রী দেখিতে পাইয়াছি (৩)

উষাকালে জাগ্রত হও এই সময়ে নব নব ভাবের দেবকন্যা সকল তোমার হৃদয় উদ্যানে প্রবেশ করিবার জন্য প্রতীক্ষা করেন বেলায় যে ফুল তোলে, সে সুস্নিগ্ধ সৌরভ হইতে বঞ্চিত হয় (৪)

বালক বালিকার অশ্রুজল যখন ধরণীর বুকে পড়ে তখন—ধরণীর যে এমন ধৈর্য্য সে ধরণীও বিচলিতা হয়েন (৫)

চুণ বিনা পান ঝাল, প্রতিদান বিনা প্রেম ঝাল (৬)

চন্দ্র অস্ত যাইলে জ্যোৎস্নাও অস্তমিত হয় যে দিন দেখিবে নয়নে নয়নে নীরব দেখাদেখি, মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে আকুল ডাকাডাকি ফুরাইয়াছে সে দিন জানিবে প্রেমশশী ডুবিয়া গিয়াছে (৭)

স্নানে শরীর স্নিগ্ধ হয়, যে শোকের অশ্রুজলে প্রাণ ভরিয়া স্নান করে, সে শীতল ও নির্ম্মল হয় (৮)

চাহিয়া লইলে দানের মর্য্যাদা নষ্ট হয় না, উপহার অযাচিত হইলেই উপাদেয়। (৯)

"মা" কথা বর্জেস্ অক্ষরেই লিখ আর ডবল গ্রেটেই লেখ উহাতে মহিমার কোন ইতর বিশেষ নাই। (১০)

মনুষ্য এক, কাজ বহু। কাজই তাহার ফুল ও ফল। কত কলি কীটে খায়, কত কলি শুকাইয়া যায়, কত কাজ নষ্ট হয়, কত কর্ম সংশয়ে অচিহ্ন হইয়া পড়ে, তথাপি মানুষ কাজে ফোটে। (১১)

নির্লজ্জ মন ফুটবলের ন্যায় প্রতি পদাঘাতে দমিয়াও আবার যেই সেই। লজ্জা বাতাসের ফু টুকু হইতে আপনাকে দূরে রাখে। (১২)

করপাত্রে পথিকের চলে, কিন্তু গৃহস্থের জন্য জলপাত্রের প্রয়োজন। (১৩)

বয়স বাড়ে, মা ডাক কমে। যদি শিশুর ন্যায় সরল থাকিতে চাও তবে নিত্য সহস্র বার মা নাম জপ কর। (১৪)

হে বাঞ্ছিত! এমন সুন্দর কোমল করপদ্ম তুমি কোথায় পাইলে? পাইয়াছ ত জগতের সেবার জন্য নিযুক্ত কর। সেবাই হাতের শোভা। (১৫)

কন্যা সকল বলিয়া থাকেন—'পিতৃগৃহ সাগর তুল্য, আমরা যে যেখানে থাকি এই পিতৃগৃহে আসিয়া মিলিত হই।" (১৬)

নিষ্কাম দানের শোভা, কৌশল প্রদীপ্ত দীপালোকের ন্যায় নির্মল, নির্বাত ও নিষ্কম্প। উহাতে দীপ দশার প্রয়োজনাতিরিক্ত উন্নতি বা অবনতি নাই, কাচাবরণে কোন কৃষ্ণচিহ্ন পড়ে না। সকাম দান উহার বিপরীত—কেবল ধূম, কেবল দুর্গন্ধ। যে স্থানে কামনা সেই স্থানেই কালিমা। (১৭)

কর্মই ধর্ম, কর্মাভাবের নাম মরণ; যিনি নিষ্কাম কর্মের জন্য মরণকে আলিঙ্গন করেন, তিনি ইহলোকে এবং পরলোকে অমরত্ব লাভ করেন। (১৮)

সময়ে সময়ে বৃক্ষ পোড়াইয়া দেওয়া আবশ্যক, উহাতে ত্বকস্থ এবং বল্কগত কীট বিনষ্ট হইয়া বৃক্ষ সবল ও ফলবান হয়। ভগবান আমাদের মঙ্গলের জন্যই সময়ে সময়ে শোকানলে আমাদের হৃদয় দগ্ধ করিয়া থাকেন। (১৯)

পরকে ভালবাসা যেমন কঠিন, পরের ভালবাসা সহ্য করা তেমনি কঠিন। শীলতা এবং সহিষ্ণুতা প্রেমকে মিষ্ট করে। (২০)

হে বাঞ্ছিতে! ভালবাসিবে, বিচ্ছেদ সহিতে চাহিবে না—এ কি কথা? আঁধার আলোককে সুন্দর করে, বিচ্ছেদ মিলনকে মধুর করে। প্রাণের মন্দিরে স্থির প্রেমের চির প্রদীপ জ্বালাইয়া রাখ, আঁধারের ভয় থাকিবে না। (২১)

হে জ্যোতির্ব্বিদ্! চসমা পরিয়াছ, দূরবীক্ষণে দূর আকাশ দেখিতেছ, অমৃতলোকের কোন তত্ত্ব বলিতে পার কি? কে যেন কাণে কাণে বলিয়া গেল—প্রেমে অন্ধ ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা কর। (২২)

যদি বক্তাকে শুনিতে চাও, করতালি দেও। সাবধান, পাখীর গান শুনিতে তুড়িটীও দিও না, তুড়ির আগেই বনের পাখী বনে উড়িয়া যাইবে। পাখী স্বাধীন। (২৩)

অভিমান লবঙ্গের ন্যায় ঝাল, উহার পশ্চাতে যে প্রেম থাকে তাহা লবঙ্গের বোটার ন্যায় সুমিষ্ট ও সুরভি। (২৪)

মানুষের দুই চোক্, টাকার চারি চোক্। মানুষ টাকা যত না চিনে, টাকা মানুষকে তদপেক্ষা অধিক চিনে। (২৫)

যদি ডুবিয়া মরিবার ভয় থাকে, সাঁতার শিখ, যদি সংসার সাগরে আনন্দে ভাসিয়া থাকিতে চাও, ভালবাস। (২৬)

ইংরেজের বর্ণমালায় L-এর পর M,—Love এর পর Marriage।

বাঙ্গালীর বর্ণমালায় ব এর পর ভ, বিবাহের পর ভালবাসা — যার ভ এর পরও ব আছে — সে ব অন্তস্থ। (২৭)

আরোপের ধাতু 'রা', প্রেমের ধাতু 'ধা' — ইহা ও রাকে ক'র'য় প্রেমের দোল পূর্ণিমা—কত রং, কত তামাসা — প্রেমের চাহনীর রশ্মিগুলি পিচকারীর সারির জলরেখার ন্যায় উজ্জ্বল ও সুন্দর। (২৮)

হাসির চোখ্ দেখেছ? দেখেছি—শিশুর মুখে। (২৯)

প্রেমিকের নিকট বেশীর অপবাদ অসহ্য। যখন ডুবিতে চাও তখন কূপে কেন,—সাগরে। আমি বেশীর সঙ্গে সন্ধি করিয়াছি। (৩০)

দূরত্বার পরিমাণ—অপ্রেম। ভগবানের নিকট কিছুই দূর নয়, কেননা তিনি প্রেমময়। (৩১)

পুত্র পিতার নাম রাখিয়াছে, শুনিয়াছ? শুনিয়াছি। ঈশ্বর পিতৃহীন এবং মাতৃহীন, কে তাঁহার নামকরণ করিল? ভক্ত সন্তানেরা তাঁহার নাম রাখিয়াছেন — দয়াময় দীনবন্ধু। (৩২)

প্রহৃত ধাতুপাত্রের ধ্বনি নিবারণ জন্য যে ব্যক্তি উহাকে প্রহার করে, সে ব্যক্তি নির্বোধ। পাত্রটীকে কোমল হস্তে স্পর্শ কর, শব্দ থামিয়া যাইবে। (৩৩)

কুতব-মিনারের উপরে উঠিয়া দেখিলাম, শরীর কত লঘু হইয়াছে — যত ঊর্দ্ধে তত লঘু। স্বর্গের বিশুদ্ধ অংশে আত্মা নির্ম্মল ও লঘু হইয়া থাকে। (৩৪)

হে অন্ধকার! সকলেই তোমার প্রতি বিরক্ত। আমি কিন্তু তোমার প্রতি অনুরক্ত, কেন না তোমাতে তারকা-শোভিত আকাশের ন্যায় বাঞ্ছিতের মুখশ্রী যেমন সুন্দর দেখিতে পাই তেমনটী আলোকেও নহে। (৩৫)

জীবন = যোগ, মৃত্যু = বিয়োগ, শ্রম = পূরণ, আলস্য = হরণ। (৩৬)

জলে ভিজাইয়া লইলে বাঁশীর স্বর মিষ্ট হয় ভক্তিরসে হৃদয় ভিজাইয়া লও, সঙ্গীত মধুর শুনাইবে (৩৭)

পেঁয়াজ কাটা বটিতে লেবু কাটিলে আর লেবুর মর্য্যাদা থাকে না (৩৮)

হে বাঞ্ছিতে তুমি তোমার কিন্তু ভালবাসা আমার। তুমি বাম হইলেও আমার ভালবাসার বিরাম নাই (৩৯)

অতিথের জন্য বাহিরের ঘর, ভিতরের ঘর আত্মীয়ের জন্য হে আমার আত্মার আত্মীয় বাহিরে থাকিও না, ঘরে এস (৪০)

সাহিত্যে রমণীর স্পর্শ, মর্ত্ত্যে মন্দাকিনী শিক্ত নন্দনকানন তুল্য, সুশোভা ও সৌরভ, শোভা ও শৈত্য একাধারে (৪১)

চিঠি ডাক বাক্সে ফেলিয়া দিলেই চলে, ভাতের গ্রাস উত্তমরূপে চিবিয়ে খাওয়া উচিত (৪২)

পাতিলের পরীক্ষা—সংবরণ, প্রেমের পরীক্ষা নিবারণ (৪৩)

অশ্রুজলের একটা মূল্য আছে, লঘু কারণে অশ্রুপাত করিলে হৃদয় শুষ্ক হইয়া উঠে (৪৪)

ভালবাসার মানচিত্র হয় না, কেননা কোন ভূগোল কিম্বা ইতিহাসে তাহার সীমার উল্লেখ নাই (৪৫)

হে বিশ্বজননি, লুকাইয়া আছ বলিয়াই সকলে তোমাকে খুঁজিয়া পাকে। অন্বেষণের সুখ প্রাপ্তির শান্তি অপেক্ষাও মূল্যবান (৪৬)

হে বাঞ্ছিতে ডাকিলে তুমি দেখা দেও, এ-গুণ আমার, না ডাকিলেও তুমি উপস্থিত হও ডাকের আগে আসিয়া থাক বলিয়াই তুমি এত প্রিয়। (৪৭)

ডুব দিল আবার উঠিল—সে ব্যক্তি পৃথিবীর জলে নামিয়াছিল

ডুব দিল আর উঠিল না সে ব্যক্তি স্বর্গের প্রেম মন্দাকিনীতে অবগাহন করিয়াছে (৪৮)

শক্তি ও ভক্তি—শেষ এক, অবস্থা ভিন্ন শ ও ভ (৪৯)

জপের নাম সাধনা, দর্শনের নাম সিদ্ধি, মা তোমার গলিত লাবণ্যময় চরণস্পর্শে আত্মবিস্মৃতির নাম জীবের নির্ব্বাণ মুক্তি। (৫০)

স্বদেশ সম্পদ ১৩১২

ঋতু পর্য্যায়।

গ্রীষ্ম

প্রথম দৃশ্য—টেবিলে শীতল সামগ্রী সাজাইয়া পূর্ণ পাখা হাতে পায়চারী করিতেছে, এই সময়ে হেমেন্দ্র প্রবেশ

পূর্ণ

খুড়ো গরম পড়েছে ভাই
এক টুকু হাওয়া নাই
হাতে পাখা চলে যত
হয়রাণ হই তত,
দড়ী হাতে পাঙ্খাকুলি, ব'সে যেন থাকে গুলি
ধরি দড়ী, মারি টান
পাঙ্খাকুলির যায় প্রাণ

(পার্শ্ব পরিবর্ত্তনান্তে)

কুজো কলসী ভরতে, নাই
টান্তে আনতে পেরেশান্।

পেটে ধরে না কো জল
তবু বলি আরো আন্
প্রায় হায় দারুণ পিয়াস,
গ্লাসে গ্লাসে মিটে না কো আশ
এই দেখ শীতলাশির জল,
এই দেখ—লাল লিচু ফল,
এই দেখ নারিকেল ডাব,
এই দেখ পাকা পাকা আঁব,
এই দেখ বরফের থালা,
এই দেখ লেমনেড ওলা,
আনারস, পাতিলেবু, তরমুজ ফল,
এক সঙ্গে বাটিভরা তেঁতুল অম্বল,
বৈশাখ বিষম কাল মারিছে পুড়িয়া
গরমে আরাম করি সরবৎ দিয়া

বর্ষা

দ্বিতীয় দৃশ্য ছাতামাথায় নরেন ও সুরেনের প্রবেশ

নরেন—টুপ্ টাপ্ ঝুপ্ ঝাপ্ বৃষ্টি পড়িছে
হুপ্ হাপ্ সুপ্ সাপ্ ঝড় বহিছে
গলাভাঙ্গা কোলা বেঙ্, ডাকিছে গেঙর্ গেঙ্,
নদী নালা খাল বিল ভ'রে গিয়েছে,
আকাশ ভাঙ্গিছে ঐ ঘন মেঘ ডাকে,
ছাতায় কি বাঁচাইবে এই মাথাটাকে,

সুরেন দেবতার আশীর্বাদ বরণের জন্য
খোল্ জুতা, ফেল্ ছাতা, চল্ ভাই চল্

শরৎ

তৃতীয় দৃশ্য শরতের চন্দ্র উঠিয়াছে অদূরে নদীতীরে সেফালিকা তরু। ফুল ফুটিতেছে ঝরিতেছে সতী ও যতীনের প্রবেশ ও গান

শরৎকালে সেফালী তলে কে যাইবি আয়
তুলিব ফুল গাঁথিব মালা পরিব গলায়
রজত বরণ চাঁদের কিরণ ভাসে নদীর জলে
চাঁদের সনে আড়ি ক'রে নাচবো কূলে কূলে
শোন শোন ঐ বংশী বাজে কিবা মধুর স্বরে
তরল তানে বিলায় সুধা পরাণ মন হরে
খালে বিলে তারার মত হাসে কুমুদ ফুল
শরৎ সুন্দর ঋতু ভূতলে অতুল
শীত নাই, গ্রীষ্ম নাই, নাই কো মেঘের ভয়
শরৎ যাহার সৃষ্টি বল তাঁর জয়

—

হেমন্ত

চতুর্থ দৃশ্য অমলা যবনিকার এক প্রান্তে অতি সরমে উঁকি দিতে দিতে চলিয়া যাইতেছে, শোভা সুমতিকে দেখাইয়া বলিতেছে

ঐ দেখ— হেমন্ত সীমন্তে দিয়ে সিন্দূরের ফোটা
চুপি চুপি আসিয়াছে দেখ কিবা ছটা
শিশিরে ঢাকিছে মুখ সরমে লুকায়
ঋতুকুলে দিদিমণি ঐ চ'লে যায়

শীত

পঞ্চম দৃশ্য হিরু হাত পা গুটাইয়া জড়সড় হইয়া খাটে বসিয়া আছে, পার্শ্বে আলনায় শীতবস্ত্র সকল সজ্জিত, ওদিকে ভৃত্য দাঁড়াইয়া

হিরু ও রে, আন্ মোজা গলাবন্ধ
কোট আন্ নানা ছন্দ,
বালাপোষ আলোয়ান,
হাতে দেও দস্তান
যাক্ লেপ মুড়ি সুড়ি দিয়া,
শীতে থাকি ঘুমাইয়া

বসন্ত

ষষ্ঠ দৃশ্য ফুল, মুকুল ও নবপল্লবে লতাকুঞ্জ সুশোভিত, পুষ্পস্তবকে অলঙ্কৃত কুসুমাকর বসন্ত কুসুমাসনে আসীন [illegible] মলয়, মোহিত, মাধুরী কণিকা রেণুকা, বাসন্তী রঙ্গ ও ফুলের মালা এবং ফুলের বালায় সুসজ্জিত হইয়া বসন্তের চারি দিকে নৃত্য ও গীত

বসন্ত শ্রীমন্ত ঋতু তার আগমনে,
প্রকৃতির শোভা, কিবা মনোলোভা,
হাসিছে কুসুম রাজি লতাকুঞ্জ বনে।
ঝাঁকে ঝাঁকে ঐ উড়িছে অলি, করিছে অমিয় পান
মলয় বাতাস, বাজিছে বাঁশরী, বিহগ ধরিছে তান
ভুবন ভরিছে আজি কোকিল কূজনে

(সঙ্গীত সমাপ্ত)

অপর এক দল বালকবালিকার প্রবেশ
ধীরে ধীরে বসন্তের অন্তর্ধান,
উভয় দলের সমস্বর সঙ্গীত,–
বরষ বিদায় লয় বসন্ত শোভায়
আমরা বিদায় লই উৎসাহ আশায়
(সঙ্গীত করিতে করিতে সকলের প্রস্থান)
(পটক্ষেপ)

পারের তরী।

টাইটেনিক ডুবিয়া গিয়াছে সাগর পারের তরী। সে কি তরী ইন্দ্রের অমরাপুরী আরাম ঘর, নাচের ঘর, ভোজের ঘর, শোবার ঘর, বসবার ঘর, নাইবার জন্য সরোবর মাইল জুড়িয়া পথ পথের পাশে লতায় লতায় ফুল ফুলের গন্ধে শীতল বাতাস পাগল হইয়া ছুটিত হীরার ফল তারার দলে ঝলমল্ নীল আকাশের তলে, তাড়িতের হাজার হাজার বাতিতে নীল জল উজল করিয়া, জাহাজ খানি যখন চলিয়া যাইত, তখন বরুণ-দেবতা মনে করিতেন, কোন্ দেশের কোন্ চতুর চোর তাঁহার রতন মহল চুরি করিয়া চলিয়া যাইতেছে শোলা ডুবে তো জাহাজ ডুবে না, এমনি তার কৌশল; কিন্তু দর্পহারী ভগবান বিজ্ঞানের সকল গর্ব্ব চূর্ণ করিয়াছেন হায়, টাইটেনিক ডুবিয়া গিয়াছে

কাঠের জাহাজ ফাটিয়া গিয়াছে; আবার হয়ত ফাটল জুড়িয়া যাইবে, আবার হয়ত তেমনি দর্পে সাগর জলে সাঁতার কাটিয়া চলিবে কিন্তু প্রাণ গিয়াছে কত মানুষের, তারা তো আর আসিবে না কত মা, ছেলে আসিবে ভরসায় বসিয়াছিলেন; মায়ের ছেলে আর মায়ের বুকে ফিরিল না কত পতি স্ত্রীর জন্য, কত সতী স্বামীর জন্য, দিন গণিতেছিল। কেহ কাহারও দেখা পাইল না, তাদের মনের সাধ মনেই রহিয়া গেল কত ধনীর ধনে গরীব দু'মুঠা খাইতে পাইত, সে সব ধনকুবের কোথায় অতল জলে ডুবিয়া মরিলেন কত দীনের বন্ধু, দুঃখীর দুঃখ মোচনে আপন প্রাণ তুচ্ছ মনে করিতেন, তাঁরা সে সরস প্রাণ অকাতরে পারের তরে সঁপিয়া দিলেন হায়! কত মায়ের কোল

শূন্য, কত পতির গৃহ শূন্য, কত ভাই বোন্‌-হারা, কত বোন্‌ ভাই হারা। আজ জগৎ জুড়িয়া হাহাকার পড়িয়া গিয়াছে।

কত জন পরকে বাঁচাইতে অজানিতে ভগবদ্‌গীতার শিক্ষা সার্থক করিল। "প্রভো, কাছে, তোমার আরো কাছে"—গাইতে গাইতে কতজন ঈশ্বরে দৃঢ় বিশ্বাস দীপ্ত করিয়া আপনার প্রাণ দিল, আজ আমি তাঁদের আত্ম-বলির পুণ্য-কাহিনী শুনিয়া ধন্য ধন্য করিতেছি। কত নর নারী অকূল জলে ডুবিয়া গেল, আমি কূলে বসিয়া আজ তাঁদের জন্য কাঁদিতেছি। আর কাঁদিতেছি আমার জন্য। এই যে আমি আমার দেহ-তরীতে হাজার কামনার হাজার দীপ জ্বালিয়া রূপের গরবে ধনের গরবে যশের গরবে অন্ধ হইয়া ছুটিয়াছি, কবে কোন্‌ দুষ্কৃতির তুষার-পাহাড় আসিয়া দুর্জ্জয় আঘাতে আমার সব ভাঙ্গিয়া চুরিয়া দিবে। হায়, তখন কি উপায়। কোন্‌ বিশ্বকর্ম্মা আমার জন্য তরী গড়িয়া আমায় তীরে তুলিয়া দিবে? পরের কথা ভাবিব কি, আমি আমার অতৃপ্ত বাসনার অসহ বোঝার ভারে আজ ডুবিয়া মরিতে বসিয়াছি। হায়, ভব সাগরে কূল কোথায়, কাণ্ডারী কোথায়? কে আমাকে অমানিশার এই ঘোর আঁধারে তরাইবে। এমন তরী কোথায়—পাহাড়ে ভাঙ্গে না, আগুনে পুড়ে না, জলে ডুবে না—কে বলিয়া দিবে কোথায়? কোথায় সে তরী?

মনে পড়িল—ভক্ত কবি; মনে পড়িল—ভক্ত কবির সেই সাধন-সঙ্গীতঃ

"দে মা আমায় চরণ তরী।"

কে যেন ঐ গানের তানে গলা মিশাইয়া গাইল ঃ—

কোলে তুলে নে মা কালী, কালের কোলে দিস্‌না ফেলে
বড় জ্বালায় জ্বলছি যে মা, যেতে দে জয় কালী বলে

কান্তে ভাল পাঠিয়েছিলি, কেঁদে কাঙ্গী হলেম কালি
ইহ কালের সাধ মিঠেছে মা, রাখিস্ আমায় পরকালে
বল্ মা তারা, শুধাই তোরে, আমার কিছু রাখ্‌লি নারে
আমার বলে ছিল যারা আর তো সাড়া দেয়না তারা,
আমি হয়ে আছি জ্যান্তে মরা মা, রাখিস্ তোর ঐ চরণ তলে ”

ঐ গান শুনিয়া ধীরে ধীরে সোণামায়ের সোণার চরণ-তরী ধীরে ধীরে স্বর্গ হইতে নামিয়া আসিল, যে গাইতেছিল সে, তার সকল সাধ ঐ তরীতে বোঝাই দিয়া হাসিতে হাসিতে ভবের পারে চলিয়া গেল হায়, পড়িয়া রহিলাম অধম আমি কত কাঁদিলাম, কত ডাকিলাম—মা আমার, জননী আমার, অতীতের স্মৃতি আমার, বর্ত্তমানের বিশ্বাস আমার, ভবিষ্যতের ভরসা আমার তবে কবে দিবি মা—কবে? এ জনমে দিলি না; আর জন্মে যেন পাই মা—

তোর রাঙা চরণ তরী—পারের তরী।

বিকাশ, বৈশাখ, ১৩১৯।

সমাপ্ত